

# একাত্তর এবং আমার বাবা

## হুমায়ুন আহমেদ



ধূমপানে একটা কচুলি আজন চাপ্পিলাম। ইন্দু  
য়ে এট বিটে রাখি চলে যাওয়া। কাষা শাটে হো  
চনেছে কোথ স্মরণের দেশ। অ্যাজে কুমারে  
গোজিয়ে স্কেলেই কিছু একটা ক্ষেত্রে অবেক্ষণ  
আসায় তার লাসপুর না! স্কেলেই ধূমপার,  
পর্যন্তিতি ইয়াদি দেখে আসি তোম আ  
পেটেরেবাস! কোটি কোটি দেশে কৃষি মিল  
চলে আর চাপ্পিলাম। একটা ক্ষেত্রে দুজনের  
বোর্ডের গাঁজন আসায় উলো। এমন  
ইতে কেমনুই সবে দেখা করতে মাঝে ত  
কেন্দ্ৰীয় শহুৰ দেখা দিলো ইঠা। বীৰে  
কোথু তুম লাগেৰ? আপু সামান্য চা  
পুরে মন আছে, আমি কেৱল আমার  
ক্ষেত্রে কিছুক্ষেত্র দেখু আসি আসি।  
(কিছু বৰি কিছু হা?)  
'কুন্ত কুন্ত কোড়ে'

কোড়ু সন্দেশকে কোডু কলে গাল দেখাব  
তাক দে কুন্ত কুন্তে পাথু আ  
প্ৰকা঳ হয়ে আপু আখে কিছুও ন  
হৈ কিছু সুন্দৰী কিছু আসি



পুরোহিত প্রতি কর্মসূল  
নে প্রতি বাসু দেবী কর  
কুমাৰ জন পুরোহিত  
গুৱাহাটী প্রতি কর  
জনস্বত্ত্ব কুম পুরোহিত না  
পুরোহিত প্রতি কু  
পুরোহিত কুমি কু  
কুম কুম পুরোহিত  
কুমি কুমি কু  
কুম কুম কুমি  
কুমি কুমি কুমি  
কুমি কুমি কুমি

১৯৭১ সনের উত্তাল সময়ে অনেকটা ব্যাক্তিগত  
ডায়েরির মতো করে লেখা হুমায়ুন আহমেদের এই  
অপ্রকাশিত পাত্রলিপিটি হঠাতে করেই আবিষ্কৃত  
হয়েছে। পাকিস্তান সেণাবাহিনীর হাতে  
মৃত্যুবরণকারী বাবা ফয়জুর রহমানের জীবনের  
শেষ সময়টুকু ধরে রাখার জন্যে হুমায়ুন আহমেদ  
সন্তুষ্ট অনুজ মুহম্মদ জাফর ইকবালকে দিয়ে  
তাদের পরিবারের বিপর্যয়ের শেষ অংশটুকু  
লিখিয়ে নিয়েছিলেন। হুমায়ুন আহমেদ বা 'হুমায়ুন'  
জাফর ইকবাল কেউই তখন পরবর্তী জীবনের  
কথাসাহিত্যিক হিসেবে গড়ে ওঠেননি। সেই  
হিসেবে এটি এক ধরনের ঐতিহাসিক দলিল।  
বইটি প্রকাশ করার সময় পাঠকদের আগ্রহ এবং  
কৌতুহলের বিষয়টি বিবেচনা করে দুই ভাইয়ের  
মূল হাতের লেখার প্রতিচ্ছবি ও এই বইয়ে সংযুক্ত  
করে দেওয়া হয়েছে।



### হুমায়ুন আহমেদ

জন্ম ১৩ নভেম্বর ১৯৪৮ মোহনগঞ্জে। বাবা  
মুক্তিযুদ্ধে শহীদ ফয়জুর রহমান আহমেদ এবং মা  
আয়েশা ফয়েজ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন  
বিভাগের ছাত্র। পি.এইচ.ডি করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের  
নর্থ ডেকোডা স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে।  
অধ্যাপনা করেছেন ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়  
এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। বহুমাত্রিক প্রতিভার  
অধিকারী হুমায়ুন আহমেদ কথা সাহিত্য-নাটক-  
চলচ্চিত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য বাংলা  
একাডেমি পুরস্কার ও একুশে পদকসহ পেয়েছেন  
অসংখ্য পুরস্কার।

মৃত্যু ১৯ জুলাই ২০১২, নিউইয়র্কের বেলভিট  
হাসপাতালে।

তুমি যেও  
চৌ মানবকে তো বলে গাল দেও  
তাহত দেও রাগ কঁচত পাঢ়ু না। খনেক  
প্রকাশ হয়ে রাগ দেখে হিস্ত হ'ব কুই  
আর শিশু মুখেই ফিরে আসি।

‘হচ্ছ’ আমার কিউ শব্দাদ দেখো—  
পরিজ্ঞা দিয়ে দিয়েছি, চাকচি কেনেকু একজো  
হয়ে গিয়েছে। গবেশন কুক হ'ব এবজে  
আটক সাক্ষদেব অধিবেশন পূর্ণহী, পরিজ  
দ্রুতান ৩২০ একে প্রমাণ করে

## একাত্তর এবং আমার বাবা



# একাত্তর এবং আমার বাবা

## হুমায়ুন আহমেদ

ମୁଖ୍ୟାବେ ଏକଟୋ ଅଟେହୁ ଆଜାମ ଚାଲିଛିଲାମ । ଏହେହୁ ଦେଖିଲା  
ଏହି ବିଷ୍ଟ ସାଥୀ ତଳ ମରିଛି । କାହା ଶାପେ ଦେଖିଲେ  
ଚନ୍ଦ୍ର ଉପର ଯାଇଲାମ । ଏଥାବେ ଏକଟୋ ଅଟେହୁ ଦେଖିଲା  
ଆଜିଥିଲେ ମରିଲାଏ କିନ୍ତୁ ଏକଟୋହୁ କଣେ ଆଜାମ ଦେଖିଲା ।  
ଆମାହୁ ତାଙ୍କ ଲାଗିଥିଲା ନା । ମହାନ୍ତି ହାତରା, ରାଜାନେତିର  
ପରିପାତି ହିତାନ୍ତି ଦେଖି ଆମି କହିଲୁ ମହାନ୍ତି ହେ  
ଦେଖିଲାମ । ଏହାଟେ ଏହି ଦେଖି ଏହିବେ ନିର୍ମାଣ କରା  
କରିଲାମ ତାଙ୍କ ଚାଲିଲାମ । ଏହାଟେ ଏହିବେ କୁଣ୍ଡରୀ ସାହେ  
ପାଞ୍ଚମିକ ନାହିଁ ଆମାର ଉଠିଲା । ଏହାନ କାହା  
ହେଲା କମ୍ପିଲ କାହା ରାଧା କହୁତ ମାତ୍ର କହାନ ରାଧା  
କିମ୍ବାମିତି ତାଙ୍କ ଦେଖି ବିଷ୍ଟିତ ହୁଏ ହାତି  
ଦୁନିଆର ପାଠକ ଏହିହେ ? ଏହିହେ ? ଆମ ରାଧାର ତଳ କାହା  
ହେଲା ?

## ভূমিকা

প্রায় হঠাতে করেই হুমায়ুন আহমেদের এই পাঞ্জলিপিটি আবিস্কৃত হয়েছে। সে যখন এটি লিখেছিল তখনো সে হুমায়ুন আহমেদ হয়নি। ঠিক কখন এটি লিখেছে কেউ সেটি ভালো করে বলতে পারে না। অনুমান করা হয় একাত্তরেই সে এটি লিখেছে। পাকিস্তান সেবাবাহিনীর হাতে মারা যাওয়া আমার বাবার মৃত্যুর ঘটনাটিই ছিল মূল বিষয়—তার কারণ সে ঠিক যে-জায়গায় শেষ করেছে তার পরের অংশটুকু আমার লেখা। হুমায়ুন আহমেদ সম্ভবত প্রথম অংশটুকু শেষ করে বাকিটুকু আমাকে লিখতে বলেছে, কারণ শেষ দিনটিতে আমি আমার বাবার সাথে ছিলাম; তাই শুধু আমিই সেটি লিখতে পারব। আমার স্মৃতিশক্তি খুবই দুর্বল তাই আমি কিছুতেই মনে করতে পারিনি কখন এটি লিখেছি। আমার ভাইবোন বা মাও সেটি মনে করতে পারেনি কাজেই সঠিক সময়টি বলা যাচ্ছে না, অনুমান করছি একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের সময় এই স্মৃতিচারণমূলক লেখাটি লেখা হয়েছিল।

এটি প্রায় ব্যক্তিগত ডায়েরির মতো, কর্তৃতৈর এটাকে বই হিসেবে প্রকাশ করা উচিত হবে কি না সেটা নিয়ে অনেক স্বত্ত্বালবনা করা হয়েছে। হুমায়ুন আহমেদের লেখা যেখানে শেষ হয়েছে তাঁর পরে আমার লেখা অংশটুকু জুড়ে দেওয়া হবে কি না সেটা নিয়ে অস্তর মা, ভাই, বোন সবার সাথে আলোচনা হয়েছে। আমি নিজের অংশটুকু জুড়ে দিতে খুবই অনিচ্ছুক ছিলাম কিন্তু আমাদের পরিবারের সবাই পুরো লেখাটুকু পূর্ণসং করার জন্যে শেষ অংশটুকু শুভ করে দেয়া উচিত বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছে, তাই এই প্রথমবার হুমায়ুন আহমেদের একটি লেখার সাথে আমার লেখা জায়গা করে নিয়েছে।

আমি জানতাম হুমায়ুন আহমেদ একজন জনপ্রিয় লেখক। লেখকদের বেলায় শব্দটা জনপ্রিয় না হয়ে পাঠকপ্রিয় হওয়ার কথা, যারা পাঠক শুধু তারাই লেখকের ভক্ত হতে পারে— অন্যদের তো আর সেই সুযোগ নেই। কিন্তু কোনো এক রহস্যময় কারণে হুমায়ুন আহমেদ শুধু পাঠকপ্রিয় ছিল না, সে অসম্ভব জনপ্রিয় মানুষ ছিল। কেমন করে সে সাধারণ মানুষের কাছেও জনপ্রিয় হলো আমি মাঝে মাঝে সেটা নিয়ে ভেবেছি, মনে হয় সেটি ঘটেছে তার বহুমাত্রিক অতিভার জন্যে। বাংলাদেশে টেলিভিশনের জন্যে সে যে-নাটকগুলো লিখেছে তার জনপ্রিয়তা ছিল অবিশ্বাস্য। আমি তখন দেশের বাইরে, তাই নিজের চোখে দেখিনি কিন্তু শুনেছি যখন টেলিভিশনে তার নাটক দেখানো হতো তখন বাংলাদেশের পথঘাট নাকি জনশূন্য হয়ে যেতো। মনে হতো বুঝি কারফিউ দেয়া হয়েছে। তার নাটকের চরিত্রকে ফাঁসি দিয়ে যেন মারা না হয় সেজন্য দেশে

আন্দোলন হয়েছিল! চলচ্চিত্র তৈরি করার তার কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না, তারপরও সে অসাধারণ কিছু ছবি তৈরি করেছিল। প্রকৃতির জন্যে গভীর একটি মায়া ছিল, বড়ো ছেলে নুহাশের নামে সে ‘নুহাশ পল্লী’ তৈরি করেছে; সেটি এই দেশের মানুষের কল্পনার একটি ভূখণ। সাধারণ মানুষ খুব বেশি জানে না—আমরা জানি, সে খুব সুন্দর ছবি আঁকতে পারত আর চমৎকার ম্যাজিক দেখাতে পারত। সবচেয়ে বড়ো কথা মুক্তিযুদ্ধের প্রজন্ম হিসেবে তার মুক্তিযুদ্ধের জন্য গভীর এক ধরনের ভালোবাসা ছিল। একটা সময় ছিল যখন টেলিভিশনে মানুষের মুখে ‘রাজাকার’ শব্দটি উচ্চারিত হওয়া নিয়ন্ত্রণ ছিল, তখন সে টিয়াপাথির মুখে ‘তুই রাজাকার’ কথাটি টেলিভিশনে উচ্চারিত করিয়েছিল। তরুণ প্রজন্মকে সে জোছনার আলো আর আকাশ ঝাঁপিয়ে বৃষ্টিকে ভালোবাসতে শিখিয়েছিল। তরুণ-তরুণীদের সে ভালোবাসতে শিখিয়েছিল। সম্ভবত সে-কারণেই তার ডক্টর শুধু ভালো কিছু বোন্দো পাঠকের মাঝে সীমাবদ্ধ ছিল না, তার জন্যে এই দেশের সকল স্তরের মানুষের ছিল গভীর এক ধরনের ভালোবাসা।

আমি সেই ভালোবাসার কথা জানতাম কিন্তু সেটি যে কত গভীর কিংবা কত বিস্তৃত সেটি কখনো কল্পনা করতে পারিনি। তার মৃত্যুর পর আমি প্রথমবার সেটি অনুভব করতে পেরেছিলাম। একজন লেখকের জন্যে একটি দেশের মানুষ এত গভীরভাবে, এত তীব্রভাবে ভালোবাসা দেখতে পারে সারা পৃথিবীতে সম্ভবত তার খুব বেশি উদাহরণ নেই। আমি নিজের সীমানা কিছু নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম বলে তখন জানতে পারিনি, পরে শুনেছি তাকে সমাহিত করার পুরো বিষয়টি কয়েকদিন টেলিভিশনে সরাসরি দেখানো হয়েছিল। শুধু তাই নয়, এই দেশের সকল মানুষ টেলিভিশনের সামনে বসে সেটি দেখেছে।

তার জনপ্রিয়তার বিষয়টি একটু বিস্তৃতভাবে বলছি কারণ এই উপলক্ষ্মির সঙ্গে এই বইটি প্রকাশনায় একটি সম্পর্ক আছে। হুমায়ুন আহমেদ যখন এই স্মৃতিচারণমূলক লেখাটি লিখেছে তখনো সে প্রকৃত হুমায়ুন আহমেদ হয়ে ওঠেনি। লেখাটির মাঝে দুর্বলতা আছে, ছেলেমানুষী আছে, ভুল তথ্য আছে, প্রচুর বানান ভুল আছে— হুমায়ুন আহমেদ বেঁচে থাকলে এটিকে ছাপার অক্ষরে দেখাতে চাইত কি না আমার জানা নেই। কিন্তু তার জন্যে এই দেশের মানুষের এত গভীর আগ্রহ রয়েছে যে, আমার মনে হয়েছে তরুণ হুমায়ুন কেমন করে লিখত সেটি হয়তো তাদেরকে দেয়ার একটি সুযোগ করে দেয়া দরকার। প্রায় অর্ধশত বছর আগে লেখা কাগজগুলো বিবর্ণ হয়ে গেছে, লেখা অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে তারপরও আমি এই বইয়ে ভুলভাস্তিসহ তার নিজের হাতে লেখা পাঞ্চলিপিটি তুলে দিয়েছি।

তার নিজের হাতে লেখা কোনো পাঞ্চলিপি সেভাবে রক্ষা করা হয়েছে কি না আমি নিশ্চিত নই—তাই আমার মনে হয়েছে অন্তত এক জায়গায় সেটি সংরক্ষিত থাকুক। একুশ বছরের একটি তরুণ কেমন করে লিখত সেই তথ্যটি অনেকের

কাছে কৌতুহলোদ্দীপক হতেই পারে। ভবিষ্যতে কেউ যদি গবেষণা করতে চায় এখান থেকে নিশ্চিত অনেক তথ্য পেয়ে যাবে।

এই পাতুলিপিটি মুক্তিযুদ্ধের সময় লেখা। মুক্তিযুদ্ধের সেই শ্বাসরুদ্ধকর সময়টি এখানে খুব চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। এটি মূলত আমাদের পরিবারের কথা, কাজেই পড়ার সময় একান্তরের সেই সময়ের ছবিটুকু আবার আমার চোখের সামনে দৃশ্যমান হয়ে উঠেছিল। যারা একান্তর দেখেনি, তারা এটি পড়ে সেই দুঃসহ সময়ের অনুভূতিটুকু খানিকটা হলেও অনুভব করতে পারবে। মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক সময়টাতে সারা দেশে একটা বিশ্ঞুল পরিবেশ ছিল। এই লেখাটিতে সেটি খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একটা মহকুমার দায়িত্বে থাকা আমার পুলিশ অফিসার বাবা অত্যন্ত জটিল একটা সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের টানাপোড়নের মাঝে কীভাবে দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেছেন সেটিও এখানে খুব স্পষ্ট।

হুমায়ুন আহমেদ অসাধারণ কথাশংক্লী হলেও সে খুবই দুর্বল ইতিহাসবিদ। আমি সবাইকে সতর্ক করে দিই, তার কোনো লেখা থেকে কেউ যেন কখনো কোনো ঐতিহাসিক তথ্য খুঁজে বের করার চেষ্টা না করে। আমি লক্ষ করেছি কোনো একটা বিচ্চির কারণে সত্য ঘটনার খুঁজে নিয়ে সে কখনো বিদ্যুমাত্র মাথা ঘামাত না। তার নানা বইয়ের নানা প্রতিচারণে অনেক কিছুই আছে, যেখানে সে একটু কষ্ট করে নির্ভুল সত্যেও তথ্য দিতে চেষ্টা করেনি। আমি সেটা ভালো করে জানি, কারণ আমাকে কিছু কিছু একটা লিখতে গিয়ে মাঝে মাঝে সে এমন চমকপদ কিছু কথা লেখে যা প্রায় সময়েই অনেক অতিরিক্ত। বৈজ্ঞানিক তথ্যও তাকে বলে দেওয়ার পরেও শুল্ক করার চেষ্টা করে নি। আমার একজন বয়স্ক আমেরিকান বঙ্গ আমাকে বলেছিল, Don't ruin a good story with facts— হুমায়ুন আহমেদ হচ্ছে এই দর্শনের সবচেয়ে বড় অনুসারী! সে ছোটোখাটো সত্য দিয়ে কখনোই মজার একটা গল্প নষ্ট করেনি!

এই বইয়ের যে সব তথ্য সঠিক নয় বলে আমি নিশ্চিতভাবে জানি তার কয়েকটা উদাহরণ এইরকম :

ক) তার নিজের উপন্যাসের যে কাহিনিটি বর্ণনা করা হয়েছে সেটি নন্দিত নরকের কাহিনী নয়। সেই কাহিনীটি শৰ্খ নীল কারাগারের। সম্ভবত 'নন্দিত নরকে' নামটি তার প্রিয় নাম, ভেবেছিল এই বইয়ে এই নামটিই দেবে, শেষ পর্যন্ত দেওয়া হয়নি দিয়েছিল তার প্রথম প্রকাশিত উপন্যাসের। (পৃষ্ঠা ৬৬-৬৭)

খ) পঁচিশে মার্চ রাতে পিরোজপুর ধানায় আমার বাবা একা ওয়ারলেস রুমে যুদ্ধ শুরুর ঘটনা শুনেন নি— আমরা সবাই তার সাথে ছিলাম। (পৃষ্ঠা ৭৪-৭৫)

গ) আমার বাবাকে ফিরে পাওয়ার চিঠিটি নাজিরপুরের ওসি লিখেনি— লিখেছিল পিরোজপুরের ওসি। (পৃষ্ঠা ১৪২/১৪৩)

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আরো বের করা সম্ভব, কিন্তু আমার ধারণা— কী বলতে চাইছি সেটা এই উদাহরণগুলো দিয়েই বোঝা সম্ভব। কাজেই ইতিহাসবিদরা তাকে ক্ষমা করে দেবেন।

এই বইটির দ্বিতীয় ভাগে আমার অংশটুকু জুড়ে দেয়া হয়েছে শুধুমাত্র আমার বাবার জীবনের পরিসমাপ্তির ঘটনাটুকুর পুরোটা পূর্ণ করার জন্যে। যেভাবে লিখেছিলাম মোটামুটি সেভাবেই আছে, বোঝার সুবিধের জন্যে কোথাও হয়ত একটি-দুটি শব্দ যোগ করেছি কোথাও বাদ দিয়েছি। দীর্ঘদিন পর, সেই টিন-এজ বয়সের লেখা পড়ে আমি নতুন করে এক ধরনের কষ্ট অনুভব করেছি। একান্তরে লক্ষ লক্ষ পরিবার এই কষ্টের ভেতর দিয়ে গিয়েছে। অসংখ্য পরিবার পুরোপুরি ধ্বন্স হয়ে গিয়েছে— আমরা খুব ভাগ্যবান যে, আমরা টিকে গেছি। আমার ধারণা আমরা যে-টিকে আছি এ-ব্যাপারে আমার মায়ের একটা খুব বড়ো ভূমিকা আছে।

হুমায়ুন আহমেদের স্মৃতিচারণের পাঞ্জলিপির মাঝে দুটি পৃষ্ঠা নেই। একটি সত্যি সত্যি হারিয়ে গেছে। অন্যটি দেখে মনে হয় সম্ভবত পৃষ্ঠাসংখ্যা দেওয়ার সময় ভুল করার কারণে পৃষ্ঠা সংখ্যার এই গরমিল।

হুমায়ুন আহমেদ এই পাঞ্জলিপির কোনো নাম রেখে যায়নি। সে নিজে নাম দিলে খুব চমৎকার একটা নাম দিতে পারত। আমি পাঞ্জলিপির বিষয়বস্তুর সাথে মিল রেখে এর নামকরণ করেছি ‘একান্তর এবং আমার বাবা’। এখানে একান্তর যেটুকু আছে আমার বাবাও প্রায় তত্খানিই আছেন। আমার মনে হয়েছে এই লেখাটি ছিল আমাদের বাবার জন্যে হুমায়ুন আহমেদের এক ধরনের শ্রাদ্ধার্থ।

হুমায়ুন আহমেদ যখন এটি লিখেছে তখন সে পুরোনো বানান রীতিতে লিখেছে, এখানে যেহেতু হ্বত্ত তিস হাতের লেখার অংশটুকু আছে তাই পাঠকদের কাছে উপস্থিতের জন্যে ছাপা অংশটুকুতে প্রমিত বাংলা বানান রীতি প্রয়োগ করে এক ধরনের সমতা বিধানের চেষ্টা করা হয়েছে। এ-ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করেছে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জফির সেতু। তার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা নেই।

এই বইয়ে হুমায়ুন আহমেদের পাঞ্জলিপিটা খুঁজে বের করার জন্য আমি ভাত্ববধূ রীতার কাছে কৃতজ্ঞ। আমার অংশটুকু প্রায় কাকতালীয়ভাবে ছোটোবোন শিখুর কাছে ছিল। তাদের দু-জনের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। বইটির প্রচ্ছদ তৈরী করে দিয়েছে অনুজ আহসান হাবীব। প্রচ্ছদে বাবার ছবিটি এসেছে বড়বোন সুফিয়া হায়দারের সংগ্রহ থেকে। হুমায়ুন আহমেদের বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের ছবিটি দিয়েছে ছোট বোন রোখসানা আহমেদ। এটি হুমায়ুন আহমেদের শেষ বই, এ বইটিতে কীভাবে জানি পরিবারের সবার ভালোবাসার স্পর্শ রয়েছে!

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

# একাত্তর এবং আমার বাবা হুমায়ুন আহমেদ

পুরোহিতের একটা কথচিৎ আজাম ছন্দশিল্প। হলেন্তু চুলেরা  
ই লজ নিষ্ঠ বাটী চলে যাচ্ছিল। বাস্তা শাটে লোকজন  
চলাচে অস্থচ যানবাহন দেখে। এখানে দুর্মানের গুগুজে  
গুগুজে সকলের কিন্তু একটো কমে অগোজা বিদ্যুত।

আমারু ভাল লাগছিল না। সকলেরু হাতাব, বাজালেড়িক  
মারিপ্পিতি ইঞ্জারি দেখে জানি দেখা সংবিধি হলে  
কেটেছিলাম। দেখাটো ভাও দেখা দুটিকে নিষ্ঠ বাস্তা  
চলে দেখ চালিলাম। অস্থচ তৃষ্ণা দুজায়েই সুভাবের অনু  
ণ্ডানিক পর্যন্তে আমারু উঠেছো। যখন দোকেমু  
খে দেখেছু সবে দেখা করুক যাই কৃতে তারু  
কেন্দ্রাস্থ তার দেখখ বিশিষ্ট ইই। কোন

কিন্তু তারু লাগেন্তে ? আশু বাস্তা চান যাই ?

‘বৰারু হলে আছু, আমি কেন কোন্তে যাব ?’

যেমেই কঢ়িচ্ছে দেন্তু দেখা আজি তারু হোড় কৰিব বলি

‘কিন্তু এমি কিনু যাই ?’

‘তুমি বড় কোতু’

কোতু সাক্ষৰকে তারু বলে গাল দেখারু সুবিধা এই ত্ব  
তাতে দেখ কুণ্ঠ করুক পাবে না। করেন্তু অবধু  
প্রকাশ হয়ে যাব দেখে বিশ্বিত ইই সুই। আবিষ্ট  
জাই কিন্তু সুয়েই নিষ্ঠ লাগিব।

‘হলো’ আমারু কিন্তু বাস্তা দেখো। অনার্স পিপুলি  
পরোজা দিয়ে দিয়েছি, আকাশকেলের যাস্তে দেখাই  
হলু সিম্পেটেক। গুরুজান তুম হ’ এবমাত্রেই। ইন্দ্ৰিয়া  
জাতীয় সৰিষদেৱ আবিষ্টেন পুনৰুবী, প্রতিয়ানে দোল কুন।  
দৃঢ়জন প্ৰেৰ একে ‘তুমৰু কৰে দেখোৰ, পুলি, কাৰ্য়া’

সবখানে একটা ঝড়ের আভাস দেখছিলাম। হলের ছেলেরা বইপত্র নিয়ে বাড়ি চলে যাচ্ছিল। রাস্তাঘাটে লোকজন চলছে, অথচ যানবাহন নেই। এখানে-সেখানে ব্যারিকেড সাজিয়ে সকলেই কিছু একটার জন্যে অপেক্ষা করছে। আমার ভালো লাগছিল না। সকলের হাবভাব, রাজনৈতিক-পরিস্থিতি ইত্যাদি দেখে আমি বেশ শক্তি হয়ে উঠেছিলাম। ছোটো ভাইবোন দুটিকে নিয়ে বাসায় চলে যেতে চাচ্ছিলাম। অথচ ওরা দু-জনেই স্বভাবে আর মানসিক গঠনে আমার উলটো। যখন রোকেয়া হলে শেফুর\* সঙ্গে দেখা করতে যাই তখন তার উল্লিখিত ভাব দেখে বিস্মিত হই। বলি,

‘কিরে ভয় লাগে না? আয় বাসায় চলে যাই।’

‘সবাই হলে আছে, আমি কেন খামাখা যাব?’

হেসেই উড়িয়ে দেয় সে। আমি স্তুজোর করি। বলি,

‘কিন্তু যদি কিছু হয়।’

‘তুমি বড়ো ভীতু।’

ভীতু মানুষকে ভীতু মেলে গাল দেবার সুবিধা এই যে, তাতে সে রাগ করতে পারে না। মনের খবর প্রকাশ হয়ে যায় দেখে বিব্রত হয় শুধু। আমিও তাই বিব্রত মুখেই ফিরে আসি।

‘হলেও আমার কিছু করার নেই। অনার্স থিওরি পরীক্ষা দিয়ে দিয়েছি, প্রাকটিকেলের ফাস্ট পেপারও হয়ে গিয়েছে। গঙ্গোল শুরু হয় এর মধ্যেই। ইয়াহিয়ার জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মূলতুবি, প্রতিবাদে দেশব্যাপী হরতাল এবং একে অনুসরণ করে গ্রেফতার, গুলি, কারফিউ।

\* হুমায়ুন আহমেদের বোন সুফিয়া হায়দার।

আমার স্বাক্ষরিক নিম্নলিখিত জনের আগি এসময়ে যেখন  
দুর্দেশ ছিলাম। উচ্চ বাস প্রস্তরে সচে আগি বাক্সেতি  
থেকে দুর্দেশ থাকতে চেষ্টা করতাম। সংস্কৃতে এম সমষ্টি  
নোক বিজ্ঞাপন, অধিকার্য, সম্পত্তি, বিষ্ণুর কক্ষ  
আব লাই কক্ষ জাতীয় ধরণ স্থলি প্রস্তরে জাগতীয়  
হ্যে লাইনের ঘৰেরে দুর্দেশ দেখে উক্ত দিনে পাল  
আগি সব সম্পূর্ণ সেইদলের। যাহু যাল স্বরূপ আগি  
সবাবু উপরোক্ত বিষ্ণু ইয়ে উচ্চিলাম। উচ্চিলাম উচ্চার  
বিবরণ দেখ দে জাতীয় পরিষদের অধিকার শিক্ষার  
গিন। কুজিবদ্বু উপর বিষ্ণু দুর্দেশ প্রক্রিয়াছে  
তাত এত হৈ চৈ-সু কি আছে। আমার কাবুল  
পরোক্ষ স্থলি দিনে কামো নিচিহ্ন দেখতে আগি  
উদয়ীর হৈ উচ্চিলাম।

দুটো তাঁর উকাল যেন শুন মিটে পাখনি  
আমার সম্পূর্ণ থাকলো। বিমানেতি বিমান তাৰ কুড়েকু  
আয়ুর পুন আতিনা কুড়ে ভিপ্পিং, বিষ্ণু এই সময়ে  
তাৰ উপোক কুড়ে কুড়ে মুল দেখাব তাক  
বাত তিনটোন্ত দেখিয়ে জাতীয় সম্পূর্ণ এবু প্রমাণ  
গিনে। তাৰ জন্ম উপোক জো কুড়ে ই। সব সম্পূর্ণ  
কুড়ে হু কুড়ি দুর্দেশ দেখে একটা কামো সম্পূর্ণ পড়লো।

আবশ্যিক দমন পুর গুড়ুন মাছে। চাপিদিয়া  
নিপিং, মহিল, বিষ্ণুত। কুড়ানুকেন্দু মুটৈ এসময়ে  
থেকে নিজেকে উচ্চিলাম নিজেক দোলু নিজেকে  
আবশ্য কুড়ে দুর্দেশ ছিলাম। আগি সমন উপোক  
হাতিৰ এ দেশুৰ অব স্বী জাইস স্বী চোখেৰ

আমার রাজনৈতিক নিষ্পত্তির জন্যেই আমি এ-সমস্ত থেকে দূরে ছিলাম। শুচিবাইগন্তদের মতোই আমি রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে চেষ্টা করতাম। সংসারে যে-সমস্ত লোক বিজ্ঞাপন, অবিশ্বাস্য, মর্মস্তুদ, বিশ্বাস করুন আর নাই করুন জাতীয় খবরগুলো খবরের কাগজের হেডলাইনের খবরের চেয়ে বেশি শুরুত্ব দিয়ে পড়ে আমি সব সময় সেইদলের। যার ফলস্বরূপ আমি সবার ওপরই বিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম। ইয়াহিয়ার ওপর বিরক্তি— কেন সে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন পিছিয়ে দিলো। মুজিবরের ওপর বিরক্তি দুই একদিন পিছিয়ে তাতে এত হইচই এর কি আছে। আসল কারণ পরীক্ষাগুলো দিয়ে ঝামেলা মিটিয়ে ফেলতে আমি উদ্ঘৰীব হয়ে উঠেছিলাম।

ছোটো ভাই ইকবাল\* তখনে ছলে সিট পায়নি। আমার সঙ্গেই থাকত। রাজনীতি বিষয়ে তাহলেকতুকু আগ্রহ ছিল জানি না কিন্তু মিটিং, মিছিল এই সময়ে তার উৎসাহ ছিল। শহীদ মিনারে ফুল দেয়ার জন্যে রাত তিনটায় বেরিয়ে যাওয়ার মধ্যে এর প্রমাণ মেলে। তার জন্যে উদ্বেগ ভোগ করতে হতো। সব সময় ভয় হতো এই বুঝি কোনো একটা ঝামেলায় পড়ল।

আবহাওয়া তখন খুব গরম যাচ্ছে। চারিদিকে মিটিং, মিছিল, বিক্ষোভ। শামুকের মতোই এ-সমস্ত থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিজের খোলেই নিজেকে আবদ্ধ করে রেখেছিলাম। আমি যখন টমাস হার্ডির ‘এ পেয়ার অব বু আইস’ পড়ে চোখের

\* মেজো ভাই মুহম্মদ জাফর ইকবাল

জলে বালিখ ডিগিয়ে দেখেনই কথন জুহুজা শুনতাম  
চুলছু মিহিল করে মাঝেছি। অন্ত হও এই দুর্বিধে  
বলবে কিন্তু তুই সাঁচারু মত পুলিশিস আমু  
আমাদের সামে।<sup>১</sup> অন্ত হাত দেখক সাঁচারু জনেকে  
করেব সামে লিয়ে দেখেছিলাম Examire, Dont  
disturb, সেবুরতোই কামড়।

পুরুষে ইকবাল এসে এবাবু দিল কোম ছাটে  
ফলি রিষুচ্ছ। বিকেলে দিকে অন ইয়ালেবু অন্ত আজাম  
নাপেক বা করে কিন্তুই বলতে পাবু না। এ চোখ  
বড় বড় কর্তৃ হাত কেব আজ্ঞা পুলিশে আ বলল  
অৱৈ শাহকোটের সামে আজ্ঞা পুলিশ আরু  
মেলিটোরাইত মিহিল আজ্ঞা হুই পাখেই ঘোষণা,  
ইকবারু উগব আধা আজ্ঞা আজ্ঞা আজ্ঞা আজ্ঞা  
দিলো। তবে কিন্তু এই মে রিষুচ্ছ কাবু আৰু  
দেখলাম। মক্কা পুরু পাতেন্দা হুই  
পাতেন্দা পাতাকু রিষুচ্ছ কিন্তু। পুলিশাবু কুইচেল  
দেখেন লিয়ে বলেছে কিন্তু করুণা না। দায়ানল  
শেষই অবু হুতিয়ে পড়ল। মেলিটো পুলিশ  
মুঠ শক্তি। টুলিয়া উৎসাহে উগবগ করে ফুটেত  
লাগল। পুলিশ অভিমানুর ঢেউলে দিমেবে  
আমি এক মহাপ্রে গোরুব দেবি করুচিলাম।  
আমারু হাব তাবে এমন প্রকাশ দায়িত্ব দে আমি  
নিজেই এই গুরুচেন্দু সুষি কৈব মেলিটোরু গিলে  
চমকে দিম্বছি।

জলে বালিশ ভিজিয়ে ফেলছি তখন শুনতাম ছেলেরা মিহিল করে যাচ্ছে। ভয় হতো এই বুঝি এসে বলবে ‘কি রে তুই গাধার মতো ঘুমুচিস আয় আমাদের সাথে।’ এর হাত থেকে বাঁচার জন্যেই রংমের সামনে লিখে রেখেছিলাম ‘Examinee, Don't disturb, নীরবতাই কাম্য।’

দুপুরে ইকবাল এসে খবর দিল ফার্মগেটে গুলি হয়েছে। বিকেলের দিকে এল ইকবালের বক্ষু খাজা। নাটক না করে কিছুই বলতে পারে না। সে চোখ বড় বড় করে হাত নেড়ে মাথা দুলিয়ে যা বলল তা হলো হাইকোর্টের সামনে বাঙালি পুলিশ আর মিলিটারিতে সিরিয়াস ফাইট। দুই পক্ষেই গুলাগুলি, একশ’র উপর জখম। বলা বাহুল্য তার কথা বিশ্বাস হলো না। তবে কিছু একটা যে হয়েছে তার আঁচ পেলাম। সন্ধ্যা নাগাদ খবর পোওয়া গেল দুই পক্ষে মতান্তর হয়েছে ঠিকই। পুলিশরা রাতফৌল ফেলে দিয়ে বলেছে ‘ডিউটি করব না’। দাবানলের মতোই খবর ছড়িয়ে পড়ল। মিলিটারি পুলিশ সংঘর্ষ। ছেলেরা উৎসাহে টগবগি করে ফুটতে লাগল। পুলিশ অফিসারের ছেলে হিসেবে আমি এতে যথেষ্ট গৌরববোধ করছিলাম। আমার হাবভাবে এমন প্রকাশ পাচ্ছিল যে আমি নিজেই এই গঙ্গোলের সৃষ্টি করে মিলিটারির পিলে চমকে দিয়েছি।

অবস্থায় দ্রুত পারিষর্ত হচ্ছিল। মেলিটোকে ঢোক,  
আপা আপু সাক্ষী ইশিয়ার ঢেবু নড়াচড়া ঢোকে  
পড়ার পড়ই, ইন ঘেকে যদ্যজ্ঞ দেহুড়ু বড় হোক  
সনি দেখ্য দেমত জ্ঞানে 'দ্রষ্টঃ দুবৎ' কৈনি  
উচ্চত গবন্ত ইন শুনি ঘোবেন। অভিশ্বিল উমাধীয়  
ছড়া কোটুং  
একটা দুইটা মেলিটোকে দ্রুত  
সকাল বিকাল নাস্তা কৃত !

পুলিকোর সাড়া ডলিও অবশিষ্য এ ঘেকে দ্রুতই  
দেত বা। তবে তাস্তা প্রাপ্তি জন্ম বাধনা বলে  
চোচিলু বাকো আও কৃত। দেখেবা অধৰ  
'জন্ম বাধনা, জন্মবাধনা বলে প্রথম মজুই হ্যাঁচাতে  
মাঝত।

দেখুন কাছ ঘেকে কাহু খেকানু অবধু দেখান।  
কোন এক দৈনন্দিন ঘেকে চিরি পাখের মা  
বলে দেখে কুকুরাচিলু। কাহু নাকি একটা  
মেলিটোরু সাক্ষায় উপায় গারুম সানি দেখে  
দিয়েছে উপায় ঘেকো আবারু আবারুকান তিন  
জানা ঘেকে পুরু দেখেছে এম পুলিলোরু গায়ু।  
অর্ধিকাঁওকা সব্দা গায়াই। অবিশ্বাস্য অরও প্রামাণ্য  
বসে এসে কুকুর ভালুই লাগল। দৈনন্দিন রিজেন্স  
ডিজিটেল মুম্পে অন্তিম স্বরদিক ঘেকেরি-ডিজিটেল  
জৰু তিমকাবেড়া কুকুরু জলেই হেবো অৱু  
দেখেবা দেখানে গোলে বড় একটা উচ্চত চাইতো

অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছিল। মিলিটারির ট্রাক, জিপ আর  
পশ্চিমা ই.পি.আর-দের নড়াচড়া চোখে পড়ার মতোই। হল থেকে  
যখনই দৈত্যের মতো ট্রাকগুলো দেখা যেত তখনই ‘দুর! ’ ‘দুর! ’ ধ্বনি  
উঠত সমস্ত হলগুলো থেকে। অতিরিক্ত উৎসাহীরা ছড়া কাটত

‘একটা দুইটা মিলিটারি ধর  
সকাল বিকাল নাস্তা কর।’

পুলিশের গাড়িগুলোও অবশ্য এ-থেকে রেহাই পেত না। তবে  
তারা প্রায়ই ‘জয় বাংলা’ বলে চেঁচিয়ে বাজিমাত করত। ছেলেরা তখন  
‘জয় বাংলা’, ‘জয়বাংলা’ বলে ঘাড়ের মতোই চেঁচাতে থাকত।

শেফুর কাছ থেকে মজার মজার খবর পেতাম। কোনো এক  
মেয়ে বাড়ি থেকে চিঠি পাচ্ছে না কলি কেঁদে বুক ভাসাচ্ছে। কারা  
নাকি একটা মিলিটারি গাড়ির গুপ্ত গরম পানি ঢেলে দিয়েছে উপর  
থেকে। আবার আরেকজন অতিন তালা থেকে থুতু ফেলেছে এক  
পুলিশের গায়ে। অধিকাঞ্জি গল্প গল্পাই। অবিশ্বাস্য এবং হাস্যকর। বসে  
বসে শুনতে ভালোই লাগত। মেয়ে হলের ভিজিটার্স রুমটা যদিও  
সবদিক থেকেই ভিজিটারদের ডিসকারেজ করবার জন্যেই তৈরি তবু  
ছেলেরা সেখানে গেলে বড়ো একটা উঠতে চাইত না।

৬

মেটন্টু চম্পো জল কর্তৃত জানত। দুর্ভু মাত্র আমারে  
ব'সব ছেলেদের দলে না দলে সালে না ডাঁচে  
দাদাড়াই রেশি বন্ধে প্রাক্তে প্রাক্তে শিকার  
গতিষ্ঠু দ্রুলজ সেই দিনক জমারু কর্তৃ নপুর  
ছিল চাই তারু স্মার্যে জমারু কথা দল অস্থা!

‘কি করু জল?’

(স্বপ্ন)

‘জল বামাম’—জল গাই?

(স্বপ্ন)

‘জাহু গতিষ্ঠু আক জল অভু জাগো?’

‘উল জজী জাগো?’

‘আম্বা তা দল জাগো?’

(জ্বরিষ্ণু)

জাহুমান প্রবৃত্তি নিল জাহুমান ডেলাই দ্রুলে তিনজন  
চুক্তেক দেখাইয়া পুরু নিষ্ঠু গিহুচাষু জলা  
প্রাক্তে আম দেখাইয়া। দুজন একই হোকেহো  
কল দলে পুরু পুরু কাটেলামু সালকে  
ছিল রঞ্জু সুলভ। দু জলেই সবু স্বেচ্ছে বনিকজ  
ডেলাইয়ে সল তিঃমংকোচে কলা বলি করু জম।  
অবিষ্য আবু মামে তিনিহ্য আম এবি তাঁর  
শরণ পাটু দেল। অবিষ্যক সুলভ গাঢ়ীর  
যোঁকি অবরু নিতে আমাদেশু। ছাই দ্রুমজ্বরু  
কথা স্বেচ্ছে মজু ইল তিনজনে অকজন মাম  
কুল আগিন নপুত! তিনটোরু দিনক যোঁকি নিতে  
হৈচুলজ। বুম্পুম্পু হাঁটাই হাঁটাই আবিষ্য সতিঃ  
যোঁ চাই হয় এবে উত্তেজনার একটো যোবাক  
পাত্রু মামু। যোগ করু গাঢ়া করু কে পান্তু!

মেয়েরা সেটা ভালো করেই জানত। শেফু যাতে আমাকে ঐ সব ছেলেদের দলে না ফেলে, যাতে না-ভাবে দাদাভাই\* দেখি বসে থাকতে থাকতে শিকড় গজিয়ে ফেলল সেই দিকে আমার কড়া নজর ছিল তাই তার সঙ্গে আমার কথা হতো অল্পই।

‘কি রে ভাল ?’

‘হ্যাঁ।’

‘চল বাসায় চলে যাই।’

‘না।’

‘রাতে গুলির শব্দ শুনে ভয় লাগে ?’

‘উহু মজা লাগে।’

‘আচ্ছা তা হলে যাই।’

‘আচ্ছা।’

আহসান খবর দিলো আহসান উল্লাহ হলের তিনজন ছাত্রকে প্রেফতার করে নিয়ে গিয়েছে। আমা থাকতেন আহসান উল্লায়। দু-জন একই হোস্টেলের রুমের পাশে দু-বছর কাটানোয় সম্পর্কটা ছিল বন্ধুসূলভ। দু-জনেই সন্তোষ ধরনের রসিকতা উৎসাহের সঙ্গে নিঃসংকোচেই বলাবলি করতাম। অবশ্য মাঝে মাঝে তিনি যে মামা এটি তার মনে পড়ে যেত। অভিভাবকসূলভ গান্ধীর্ঘে খোঁজ-খবর নিতেন আমাদের। ছাত্র প্রেফতারের কথা শুনেই মনে হলো তিনজনের একজন মামা রংগুল আমিন\* নয়তো! তিনটার দিকে খোঁজ নিতে বেরলাম। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে ভাবছি সত্য যদি তাই হয় তবে উত্তেজনার একটা খোরাক পাওয়া যায়। ফলাও করে গল্প করতে পারি।

\* হুমায়ুন আহমেদকে তার ছোটো ভাইবোন দাদাভাই বলে ডাকত।

\* মামা এবং সহপাঠী

সমাজ চেয়েজাতু হচ্ছাতু আজিজ্ঞাতু উভিতে দিতে  
শাব্দিনাম না। তার স্বতাব অমৃকটো সেই আলো  
বৈষ্ণবদের জন্য শব্দ শব্দ সুবৃত্তি আছে। এবং নিজেদের এই শব্দে  
প্রযোগ কর্তৃ হয় সর্বাজলে দ্বৰ্ষেছি কাহোঁ কোন  
দোষ নেই। তিনি কোন বাসনেতিক স্থানে জড়িত  
নন। অথচ একটি বাসনেতিক স্থান এখনকে  
বলক্ষণ করে হ্য সর্বাজলে দ্বৰ্ষেছি। মিহির সিংহের  
মূর্খন কর্তৃন না অথচ সব মিহিরের শাকা  
চাকি থাকে আতে আমার এবং শিশুর দেহে  
দিক ঘোরে বিপদ জামাল পর্যাপ্ত নাও ইতে  
পাওন। অথচ দেখা গিয়েছে এই জালো লাক  
চুম্বিলৈ স্বরূপ আজে বিপদে পড়ে স্বরূপে স্বরূপ  
আমলা প্রতিটুকু বীরে আর তবু রোষাতু।

গিয়ে দেখি ঠেরাতু ইতু ইতু ইতু  
ঘৃণ্যামা পাহুচেন। আমার ইন। ডের বসে আমার  
দিক ছেচে বনে চল তা ঘোর ঘোরে আলাপ  
হচে? তারে কুনুক দিতে দিতে আমা বসনেত  
ব্যাল আমার উপর দিয়ে বড় বিপদ হচে। মৌলিকী  
ব জড়া ঘোর বনে কর্তৃ ইলেক্ট কর্তৃ মাঝেল দোকানী।  
শাস্ত্র হিতের বাটু লেগো দেখ স্বেচ্ছ আমার।

শনে পঁচে এম কুনি আমার ইতু করে  
বেঙ্গল কর্তৃ হিন্দুহে। কুনি আমক পর্যু নিট  
শাকেট আৰ আজিমপুরের দিক রেকে গুলিতু  
বাক কুনি দেয় সাগল। অথচ উকৰান এঝনো  
চোকেনি। ইলেক্ট কুনি কর্তৃ দেওয়া ইন।

মামার প্রেফতার হওয়ার আশঙ্কাও উড়িয়ে দিতে পারছিলাম না। তার স্বভাব অনেকটা সেই জাতীয় বৈষ্ণবদের মতো যারা মুরগি খায় এবং নিজেদের এই বলে প্রবোধ দেয় যে গঙ্গাজলে রঁধেছি কাজেই কোনো দোষ নেই। তিনি কোনো রাজনৈতিক মতবাদে জড়িত নন। অথচ একটি রাজনৈতিক সংস্থা থেকে ইলেকশন করে হলো সংসদের মেম্বার। মিছিল-টিছিল সমর্থন করেন না অথচ সব মিছিলের মাঝামাঝি থাকেন যাতে সামনে এবং পিছনে যে-কোনো দিক থেকেই বিপদ আসলে পগার পার হতে পারেন। অথচ দেখা গিয়েছে এই জাতীয় লোকগুলোই সবার আগে বিপদে পড়ে। স্বতন্ত্রে সমস্ত বামেলা এড়িয়ে তীরে এসে তরী ডোবায়।

গিয়ে দেখি মামা উপুড় হয়ে শুক্ষ্ম ঘরোয়া পড়ছেন। আশাভজ হলো। উঠে বসে আমার দিকে দেখিয়ে বলল ‘চল চা খেতে খেতে আলাপ হবে।’ চায়ে চুমুক দিতে দিতে মামা বললেন, কাল আমার ওপর দিয়ে বড়ো বিপদ গেছে। মিলিটারির তাড়া খেয়ে কম করে হলেও দেড় মাইল দেউড়েছি। রাস্তায় ইটের বাড়ি লেগে দেখ নথের অবস্থা।

হলে ফিরে এসে শুনি শহরে হঠাত করে curfew দেয়া হয়েছে। ঘট্টাখানেক পরই নিউ মার্কেট আর আজিমপুরের দিক থেকে গুলির শব্দ শোনা যেতে লাগল। অথচ ইকবাল এখনো ফেরেনি। হলের গেট বন্ধ করে দেওয়া হলো।

১

দেছেন উত্তেজিত হচ্ছি ইলেক্ট্রিক শ্বেতাদেবী  
 কর্তৃতে নামান। সত্তা হলো, বাস্তাধার্ত যা নজাতে  
 পড়ে চা জনসনবচীন। ইলেক্ট্রিক সুইচ অফ  
 করে দেখা হল। আলোতে রাজু লাখ লাখ দাঢ়ান  
 দেছেন দুর্ব রেখে দেখতে দায়ু যদি  
 সুনি হৃষি এই ভয়া। আমি ইকবালের জলে  
 উপিষ্ঠ দ্বারি কর্তৃভূমান। একবার তারি তার  
 বুন আজারু কাছেই আরু রিয়ু। আরুকে শঁ  
 অর্ব তারি রম্ভ আরু নামার কাছে শিশু  
 সাকে পড়েছে। দ্বুতিক ঘরে জনতে তোলান  
 গীচে। স্থলিনী সক এবার ঘৰে কাছেই কনা  
 দেল। দুরকলেনু প্রাণো দে চো চো করু  
 শটা পিটাতে পিটাতে আরেছে। অসুন Ambulac-  
 র সামুকলি যাব তার পথে সামুকল  
 বাজাতে বাজাতে একমি দেল ঘোঁ বলে উচ্চন  
 মাফিক দিলু মেধাদেশ শুনে যদি মেলিতেরু।  
 চুকে পড়ে তবে কিনু কর্তৃত কিনু দেরু। কামুর  
 কথা মনে রেখে বুকটি ঈক বলে টেচনা সত্ত্বে  
 সত আলোনে একি রু একটি ঘোনা ঘোটিয়া।  
 কামুর আওয়ারে রমলিতেরু অলেক ক্রু যাহুৰ  
 তোষ করে চুকে পড়েছিল। উকোনাম পায়ু  
 রেখ নিজের খণ্ডে এমে দেশি দুর্বাল  
 দণ্ডজারু সামনে দাঁতিয়ে আছে। তারি সঙ্গে  
 ন যাকাম তিতে চুকতে পাবেন।

ছেলেরা উত্তেজিত হয়ে হলের ভিতরই ঘোরাফেরা করতে লাগল।  
 সন্ধ্যা হলো, রাত্তিঘাট যা নজরে পড়ে তা জনমানবহীন। হলের মেইন  
 সুইচ অফ করে দেয়া হলো। আলোতে হলের লবিতে দাঁড়ানো  
 ছেলেদের দূর থেকে দেখতে পেয়ে যদি গুলি ছুঁড়ে এই ভয়ে। আমি  
 ইকবালের জন্যে উদ্বিগ্ন বোধ করছিলাম। একবার ভাবি তার বক্ষ  
 খাজার কাছেই আছে হয়ত। আরেকবার ভাবি হয়ত মামার কাছে  
 গিয়ে আটকা পড়েছে। রেডিওর খবর শুনতে গেলাম নিচে। গুলির শব্দ  
 এবার খুব কাছেই শোনা গেল। দমকলের গাড়িগুলো ঢং ঢং করে ঘণ্টা  
 পিটতে পিটতে যাচ্ছে। Ambulance এবং গাড়িগুলো যাচ্ছে তারস্বরে  
 সাইরেন বাজাতে বাজাতে। একটি হাস্প হঠাৎ বলে উঠল কার্ফিউ  
 দিয়ে মেয়েদের হলে যদি মিলিটারি স্কুলে পড়ে তবে কিন্তু করার কিছু  
 নেই। শেফুর কথা মনে হতে থাকটা ধ্বনি করে উঠল। সত্যি তো  
 গত আন্দোলনে এমনি একটা ঘটনা ঘটেছিল। কার্ফিউ আওয়ারে  
 মিলিটারি অনেক ভদ্র বাড়িতে জোর করে ঢুকে পড়েছিল। উৎকর্ষায়  
 পাথর হয়ে নিজের ঘরে এসে দেখি ইকবাল দরজার সামনে দাঁড়িয়ে  
 আছে। চাবি সঙ্গে না থাকায় ভিতরে তুকতে পারছে না।

‘কাহিঁতে ডিহু আসলি কি করু?’ অবাক রহমু  
জিঙ্গের কর্তৃ।

‘আমি কাহিঁতে আসেই এমেছি। জোচে মামুদ্দু  
মন সঞ্চ করুন্নোমা?’  
হুঁকিছু দেখেক সঞ্চুন ঝুঁক যহন্ত অভয়েন্দ্ৰ  
pig have wings পড়ুতে লাগলাম ভোমহাতি  
আলিট্টো। পাখের কলে যাগি চুপে কৰটোক  
ব্রীতি ধূলা ইচ্ছুল তাৰু টে টে আৰু জো  
দেখেক উদ্বেগিত শুণতেক আলোচনৰ  
আওয়াজেত আমাৰু পাৰো বিষ উপাস্তি হৈলা  
না।

শুত বাচ্চুটো দেখে জোচে প্ৰবল  
ঠোকনাৰু আজালুচলাম। টেটে জীৱ  
শ্ৰীশ দোতাৰু, তাকাবু যাকাবু চিকাবু।  
আগি শব্দেৰ বাষ্টো দেবচুম্বু আমি। বাবুন্মা  
লীনাজি নজুন্মা ইমলামেৰু সঞ্চু দৰ্ভা।  
‘আবু রুমি, জোচে মাও দেখ গিমু শান্তি’  
দোতু জোচে গিমুত আমি দেখছি। হুতা  
লোকে দেখোতে শুচুম্বু বোঝা দেখুচু  
হুঁকে দেখে কেমে যাইছু। গ্ৰামবালুচেন্দ্ৰু  
আসি রেখন্তা পাগলেন্দ্ৰু অৱ রেলচোক কৰছা  
ঘৰবৰ্তু জাতে ধারুলাম এষা একজন

‘কার্ফিউর ভিতর আসলি কী করে ?’ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি ।  
‘আমি কার্ফিউর আগেই এসেছি । নিচে মামুনের\* সঙ্গে গল্প  
করছিলাম?’

দুঃচিন্তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে অডহাউসের Pig have wing  
পড়তে লাগলাম মোমবাতি জ্বালিয়ে । পাশের রুমে বাজি রেখে কন্টাষ্ট  
বিজ খেলা হচ্ছিল তার হইচই আর নিচ থেকে উত্তেজিত রাজনৈতিক  
আলোচনার আওয়াজেও আমার পাঠে বিঘ্ন হলো না ।

রাত বারোটার দিকে নিচে প্রবল উত্তেজনার আভাস পেলাম ।  
হইচই ভীত সন্ত্রন্দ দৌড়াদৌড়ি, ডাক্তার ডাক্তার চিংকার । আমি ঘরের  
বাইরে বেরিয়ে আসি । বারেন্দায় নানাজি বাজ্জরুল ইসলামের\*\* সঙ্গে  
দেখা ।

‘আরে তুমি, নিচে যাও দেখ শিয়ে কাও’ দৌড়ে নিচে গিয়েতো  
আমি হতভম্ব । দু-জন লোকের মেঝেতে শুইয়ে রাখা হয়েছে, রক্তে  
মেঝে ভেসে যাচ্ছে । অ্যামিবুলেন্সের জন্য ছেলেরা পাগলের মতো  
টেলিফোন করছে । খবরে জানতে পারলাম এরা একজন

\* মো. মামুন, পরবর্তীকালে অর্থনীতির অধ্যাপক ।

\*\* দূর সম্পর্কের নানা, একজন মুক্তিযোদ্ধা ।

চিটাগ়ুর দেয়ে দেখেন ক্ষু অন্ধকার বিকাশ যান।  
 কাহিং দ্বৃক করুতে নিন্দে একজন দুকে অন্ধকার  
 পাঠে শশি দ্বৃকে দ্বৃকে। যাবো তাদের বড়ে  
 এবেছে যাবা ইউনিভার্সিটির ছাজ। আমদুল্লাহ  
 এনো অনেক পুরু, লোকদুর্দিকে নিম্ন চলে গোল  
 আরেকেন বাজাতে বাজাতে।

কার্য গোলে ডোর পেটে। দোষে  
 গোলাম দ্বোকে পুরু। গোলাম দ্বোকে কাছে  
 পুরু ডোষ। সরাই এমেছে আঙীয় স্বজনের ঘোড়া।  
 এন দেখে দাবিতি আই দেব বিশ্বিত নিত।  
 মেঢ়ুনা বিবর মুখে শুনে দ্বোকে চলে যাওয়া।  
 দেখলাম দ্বোকে কেবল সাহসে চোড় এয়ে দ্বোকে।  
 দেশ সিঙ্গা দেখেক গোল চলে বামুন চলে যাওয়া।  
 চিক রূপ লুক বিকেলে পাকা ছাঁড়ু।  
 তার স্বরে গুণগুণ করে কঠান ছেঁটে যাবো।  
 তাদের স্বরে কোন ঘজিভাবক নেই। তাবু  
 চানপুরু দেখে যাবো।

শশি দ্বোকামার্গ বিশ্বিতি রহস্যম এস।  
 দেখেকে পোকা নিন্দে বাসা দেখে কষে জাদে নি।  
 নিজেদের সাজিত পুঁজির চোর। আজি জিজিল এক  
 দ্বোক গোথ কৃতি দ্বোকা এমে ঘৰু দিব নোটে।  
 জাপনার একজন দ্বোক এমেছে, কেন্দ্র দ্বোক।  
 দেখে ছাঁড়া কে তাব ইবে। বীচে দেখে দেখিঃ  
 আমার হ্রাস মেট ছুগা।

চিটাগাং রেস্টুরেটের বয় অন্যজন রিকশাওয়ালা। কার্ফিউ ব্রেক করতে গিয়ে একজন বুকে অন্যজন পায়ে গুলি খেয়েছে। যারা তাদের বয়ে এনেছে তারা ইউনিভার্সিটিরই ছাত্র। অ্যামবুলেন্স এলো অনেক পর, লোক দু-টিকে নিয়ে চলে গেল সাইরেন বাজাতে বাজাতে।

কার্ফিউ ভাঙল ভোর ৯টায়। দৌড়ে গেলাম রোকেয়া হলে। সেখানে গেটের কাছে খুব ভীড়। সবাই এসেছে আজীব্ব স্বজনের খোঁজে। হল থেকে পরিচিতদের সরিয়ে নিতে। মেয়েরা বিবর্ণ মুখে হল ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

দেখলাম শেফুর অবিচল সাহসেও চিড় ধরেছে? সে নিজ থেকেই বলল, চল বাসায় চলে যাই। ঠিক হলো প্রজন্ম বিকেলে ঢাকা ছাড়ব। তার সঙ্গে আরো কয়েকজন মেয়ে থাবে। তাদের সঙ্গে কোনো অভিভাবক নেই। তারা চাঁদপুর বেচুম থাবে।

সমস্ত যোগাযোগ বিছুট হওয়ায় বাসা থেকে টাকা নিয়ে কেউ আসে নি। নিজেদের সঞ্চিত পুঁজিও শেষ। আমি জিনিসপত্র গোছগাছ করছি বেয়ারা এসে খবর দিলো নিচে আপনার একজন গেস্ট এসেছে, মেয়ে গেস্ট। শেফু ছাড়া কে আর হবে। নিচে নেমে দেখি আমার ক্লাসমেট ‘ছাগী’।\*

\* প্রকৃত পরিচয় জানা যায়নি।

তারু ছাগো মাঝেই একটি পঞ্জিয়া আছে। ছাগল বম্পন  
মা সাধু হাঁচ চিরিদু দেখ। অকলো চৌপাশা থেকে  
জানক হয়ে সবৈ তারু কাছ সমান নিষ্ঠা। এই মেরোপুঁ  
শুভাবত তেমনি। এস এস ঢোক কুজেন্দু দেখ ঢোক  
বছলেরু সহে আলাদা কুড়েই। তেমন্দুদেরু সবৈ  
তারু ঢোক যাইতু দেই তারু এত টেক্সাহ দেখলেই  
নিষ্ঠ। আমাদেরু কুমেন্দু বিভাস্ত ডালাসকুমাৰ  
বছলে সবিক প্রেমিক এক দেখেন্দু সার্টিপত্ৰু  
অমেরিক প্রেমিক কুড়োপুঁ তারু সাতে শাশ দিষ্টু কালু  
পঁকুড়া কুড়ে কুড়ে গিলেন কুড়েশি কি দেখে  
মাকিমুগীল আপোরু? আপোরু দেখেন্দু সবৈ তাক  
অঙ্গিদু ছলে ঢেকো কুমারু বিভাস কুড়ে আজি  
কালু জনপ্রিয় ‘ছাগো’ কুড়ি আমাৰুই দেখু  
পৰু দুমহিলাও অভিগুলো কুড়ে কালু।  
‘কুমারু আপোরু কুমেন্দু না দিষ্টুই চলে গাহুৰু?’  
শুণে শাশি আপি বলবাবু  
‘হ্যাঁ কোথেকে কুমেন্দু?’  
‘আপোরু দেখেন্দু কুড়ু মেছে। আপু আমি বিবাহ  
মাৰেন?’  
‘হ্যাঁ শিদেজালুরু?’  
‘আপি কুমিলু আৰ। এনিকে দুল আমুৰু বো। অবিশ্বা  
সুমোহু অভিক বাবু মাড়ু আৰ। অৱুনী তাকে  
মধোহু সবৈক বাবু সাটিম তাকে। আপু  
শিদেজালুরু মেছে ফুলতা মাহুৰু?’  
‘কুমো মুকু না কোটছীই।’  
আপু আপি শব্দি আপোরুদেৰু সবৈ আই আপোরু

তার ছাগী নামটির একটু ইতিহাস আছে। ছাগল যেমন যা পায় তাই চিবিয়ে দেখে। শুকনো চিটিজুতা থেকে অঙ্ক বই সবই তার কাছে সমান প্রিয়। এই মেয়েটির স্বভাব তেমনি। সে যে কোনো ছুঁতোয় যে-কোনো ছেলের সঙ্গে আলাপ করবেই। মেয়েদের সঙ্গে তার কোনো খাতির নেই তার যত উৎসাহ ছেলেদের নিয়ে। আমাদের ক্লাসের নিতান্ত ভ্যাবাগঙ্গারাম ছেলে সফিক যেদিন নতুন টেক্টনের শার্ট পরে এসেছিল সেদিন মেয়েটি তার শার্টে হাত দিয়ে কাপড় পরীক্ষা করতে করতে জিজ্ঞেস করেছিল কি টেক্টন পাকিস্তানি না জাপানি? আমরা ছেলেরা সবাই তাকে এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করতাম। বিশেষ করে আমি, কারণ জনপ্রিয় ‘ছাগী’ নামটি আমারই দেয়া এবং ভদ্রমহিলাও এটি ভালো করে জানেন।

‘শুনলাম আপনি পরীক্ষা না দিয়েছে চলে যাচ্ছেন?’

মুখে হাসি টেনে আমি বললাম

‘হ্যাঁ কোথেকে শুনলেন?’

‘আপনার বোনের কাছ থেকে। আচ্ছা আপনিও বরিশালে যাবেন?’

‘হ্যাঁ পিরোজপুরে।’

‘আমি কুষ্টিয়া যাব। এদিকে রেল আবার বন্ধ। অবশ্য যশোহর থেকে বাসে যাওয়া যায় খুলনা থেকে যশোহর পর্যন্ত বাসসার্ভিস আছে। আচ্ছা পিরোজপুর থেকে খুলনা কতদূর?’

‘বেশি দূর না, কাছেই।’

‘আচ্ছা আমি যদি আপনাদের সঙ্গে যাই আপনাদের

১৩

‘আপুরিয়ী ইবে? পুলনা পর্যন্ত দেখত পাহাড়ের ~~জল~~  
অপুরিয়ী ইবে নহ, পুলনামু কোজাবু এক আপু পাহাড়ের  
আপি জানত জানতা কথি—

‘আপি মেইলিহৈ চলে যাও, তুই একজন লোক দেখব  
পুলনা পর্যন্ত।’

‘দেখত আপেন আপেন?

‘যোৱ নহ কিউজ বুগুন চোন অপুরিয়ী ইল বাত  
আমার বিহুতাপুরে দুই একদিন প্রাণ লাগো।’

‘না অপুরিয়ী ইবে ন কিউ?’

অপুরিয়ী সেমে দেখে আপো ইন্দু কা নাইবুকোক  
ইচ্ছিল তাকাল পাহাড়ে কিছি আদু যু কু দেখে ন  
বুঢ়ে একটি কেবোই ইবে। বাসা ছেঁটে এই প্রকাষ  
অপুরিয়ী আমাদেৱ বিকে পুলনামু না। কিংকুন  
মে পুড়িন তোৱে আমাদেৱ সহেই যাবো। রাখুন  
নহ নাপুর কোনো সেই জাবি নিবার।

বাসা বুজা পুরুষ জানে পক্ষিকাষী ১/১

জান মিলে জালাল Head of the department ইব  
সন্দেশমা কৃষ্ণ। স্বামু দেবকুমু দেলেৱ। কোন  
কোন মুস কুম্ভাক চৰাহা। বাতে বললেৱ  
মংকুচিত তাবৰ বমলালা স্বামু কুকুন কৃষ্ণ  
বললেৱ— স্বনেছ তৰাই ইষ্ট আমাদেৱ Department  
ইয়েকে বাবু দালো chemicals কাজ বাত একান্ত  
দেখে তাকাতি কৃষ্ণ বিদেশ সিমেটার। কৃষ্ণাট  
জানতামানা কাজে বিকিং ইসাম।

অসুবিধা হবে ? খুলনা পর্যন্ত যেতে পারলেই হবে, খুলনায় আমার এক খালু থাকেন ।'

আমি আমতা আমতা করি—

‘আমি সেইদিনই চলে যাব। শুধু একজন লোক দেবেন খুলনা পর্যন্ত।’

‘বেশত আসেন আসেন?’

‘আর মনে করেন রাস্তায় কোনো অসুবিধা হলো যাতে আমার পিরোজপুরে দুই একদিন থাকা লাগে।’

‘না অসুবিধা হবে না কিছু?’

অপরিচিত মেয়ে দেখে আম্মা হয়ত বা সন্দেহজনক দৃষ্টিতে তাকাতে পারেন কিন্তু আদর যত্ন কম হবে না বরং একটু বেশিই হবে। তবে বাসা ছোটো এই একমাত্র অসুবিধা আমাদের নিজেদেরই কুলোয় না। ঠিক হলো সে প্রদান ভোরে আমাদের সঙ্গেই যাবে। শেফুর রূম নাম্বার জানত নাম্বেটি জানিয়ে দিলাম।

বাসায় রওনা হব্বুর আগে পরীক্ষার্থী ৪/৫ জন মিলে গেলাম Head of the department\* এর সঙ্গে দেখা করতে। স্যার বেরিয়ে এলেন। কাঁদ-কাঁদ মুখ উদ্ভ্রান্ত চেহারা। বসতে বললেন। সংকুচিত ভাবেই বসলাম। স্যার করুণ কষ্টে বললেন— ‘শুনেছ বোধ হয় তোমাদের Department থেকে বহু দামি chemicals কাল রাতে একদল ছেলে ডাকাতি করে নিয়ে গিয়েছে।’ ঘটনাটা জানতাম না কাজেই বিস্মিত হলাম।

\* রসায়ন বিভাগীয় অধ্যাপক মোকাবররম হোসেন।

'chemicals কিছি কৃতি করবে স্যাহু?'  
 'মা মা তিনিই জি দেখছেন শারী একাধ্যারিত দেশ  
 হৈবো করবে। তবে স্বত্ব আমুর সব দাসো-দাসী  
 chemicals নিন্দেই স্যাহু কোন দরকার নেবে না।  
 আমার এই কল্পে মোসাফু কৃতি chemicals.  
 স্যাহুর মুখ কৃতি রচনা হৈল। প্রস্তুত স্যাহু  
 কৃতি রচনা উচ্চ। অস্থৰে তাৰে বললৈ, 'কিন্তু একটো  
 রিখ আমার রচনা একটো সমিল নাবিনুলে  
 হ্যামাদেন্দে কোথু আছে। সব সজ্ঞা ডাঢ়ু ডাঢ়ু  
 আছি।'

আমুর পৰীক্ষার কথাত আমারে বললৈ—  
 মিলাপ আমুসাফু ঘোষ চালু ঘাও। সব সঁকল লৈ  
 সৰোজীৱা শিবে না। সৰোজীৱ জলে জেবে না।  
 কৃশি শুলে ভলে দুল তিনি বললৈ বৃক্ত দুলৰ শুলু  
 ভাব। আমুর রচনায় আমুর স্যাহু রাজেত  
 শাটু গোড় সৰুক্ত আমার, কি শয়ছিলৈ তিনি  
 দেক বলবে।

চারিদেশে প্রথম আলোচনাৰ বিস্মৃতমু একটো  
 দোষ আছে। তাৰিকে দ্বুম কোনে জাপ দেবেনো  
 না আপি কি দেব না তাৰি কি বলেন। ঠিকে প্ৰ  
 শুলু শৰিনিহু। কুছু। অবহু কুস্তিনি আগন্তু  
 ষত কেড়ে আছে। এদিক সামাজিক আইন  
 ধ্যামুক রচনা প্ৰেমন- Lt. Gen. রেক্ষা। কৈম সঁৰ  
 সার্ট দ্যাম বৰ্মন কৈম মিনি ইতিমন্ত্ৰী বিভিন্নীৰ  
 সামুক রচনা দৃঢ়েছেন। ছাত্ৰৰা দৰন উজেন্দ্ৰ সামুক  
 রচনা আছে। এদিক বাজোৰি বিদ্যু একটো কালোলী

‘chemicals নিয়ে ওরা কী করবে স্যার ?’

‘যা যা নিয়েছে তা দেখে মনে হয় হাই এক্সপ্লোসিভ বোমা তৈরি করবে। তবে সঙ্গে আরো সব দামি দামি chemicals নিয়েছে যার কোনো দরকারই হবে না। আমার এত কষ্টে জোগাড় করা chemicals’—স্যারের মুখ করুণ হয়ে উঠল। অস্পষ্ট ভাবে বললেন, ‘কিছু একটা হবে। আমার মেয়ে একটা পশ্চিম পাকিস্তানে হ্যাসবেন্ডের কাছে আছে। সব সময় ভয়ে ভয়ে আছি।’

আমরা পরীক্ষার কথাতে আসতেই বললেন—‘নিরাপদ জায়গায় যেতে চাচ্ছ, যাও। সব ঠিক না হলে পরীক্ষা হবে না। পরীক্ষার জন্যে ভেবো না।’ কথা শুনে মনে হলো তিনি বুঝছেন বড়ো কোনো ভাবনা ভাবো। আমরা বেরিয়ে আসলাম। সবাই হাঁটতে হাঁটতে গেট পর্যন্ত আসলেন। কী ভাবছিলেন তিনি, তুম্বলবে।

চারিদিকে তখন আলেক্সেন্ডার বিষয়বস্তু একটি—শেখ সাহেব ৭ তারিখে রেসকোর্সে ভাষণ দেবেন। না-জানি কী দেন না-জানি কী বলেন। উৎকঢ়ায় শহর বিমিয়ে। খবরের কাগজগুলি আগুনের মতো তেতে আছে। এদিকে সামরিক আইন প্রশাসক হয়ে এলেন। Lt. gen. টিক্কা। ঈদগার মাঠে বোমাবর্ষণ করে যিনি ইতিমধ্যেই বিভীষিকার নায়ক হয়ে রয়েছেন। ছাত্রো যেন উত্তেজনায় পাগল হয়ে যাবে। এদিকে বাঙালি বিহারি একটা ঝামেলা

৪৩

পাহুঁ দেখে উঠছি। অথবা সাইরে ঈমক দিলেন—

“তামা যাই হোক, বালা ঢেকে পৈছ যা

করবে তৈরি রাখাজো; তাদের জান বিল

আমাদের কাছু এক ধারিয়ে আমারণ”

কামেলা তো পথের টগল বাটে কিন্তু বিচারীর ঘূর্মারে  
নাগল।

জাকা পথেকে হাতিভুঁ পহুচাব জলু আসি আশুয়  
ধিটুঁ উঠছি। বামা পথেকে দেখা থবু রেই। বালী ছেড়ে

নেই ইউনিভার্সিটি ভুতি পচাটু পদিকে দাকায়

গাছেগোল। শুষ্ক আবণা তিন জনই কৈ রক্তের বাত

বিষ্ণু কুমিল্পাত্ম। শুরুদা বিদ্যাবৃত্তির প্রতিমন্ত্রে

পরু বামাপুঁ পথেকে পহাড়া কুরছি। S.S.E. পৰিকল্পনা

প্রকল্পি। তারু জলুও চিতা। পুরু মনে কথা বলাব

অনেক রালাম Telephone Exchange ও। এই দুর্ঘানে

আদু সেমানে Telephone Exchange রেই তবে কাছের তারু

বাকোরু গয়া। রেকোর্ড তাদের টেলিফোন

নামায কোন প্রিল সিটিভুঁ দেশি জো কে Telephone

exchange আলি, সমস্তই বল। অস্থ অন্তিম

service হিমের এটি খোলা আকু রো।

কেনা প্রটো দিকে শলু নামনে আসি

আকু ইকবাল পুঁকো সিটে দাঙালাম। ইকবাল টান

লেন্দু দেয়ালে। গিয়েছে গিয়েছে কোম্পানি দেখা

রেই। পাঁচ মিনিটে দেখা মিনিটে কবে আইফো পায়

নো। সংখ লাও ছাতুবে গোটা চাবুকের দিকে। সংখ

প্রায় পেকে উঠছে। শেখ সাহেব ধরক দিলেন—

‘ভাষা যাই হোক, বাংলাদেশে যে-ই বাস  
করবে সেই বাঙালি। তাদের জান-মাল  
আমাদের কাছে এক পরিত্র আমানত।’

ঝামেলাটা থেমে গেল বটে কিন্তু বিহারিরা ফুঁসতে লাগল।

ঢাকা থেকে বেরিয়ে পড়ার জন্যে আমি অস্থির হয়ে উঠছি। বাসা  
থেকে কোনো খবর নেই। শেফু মেয়ে, নতুন ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি  
হয়েছে— এদিকে ঢাকায় গঙ্গগোল। শুধু আমরা তিনজনই নই, যেজে  
বোন শিখু\* কুমিল্লায়। ফরিদা বিদ্যায়তনের হেডমিস্ট্রেস-এর বাসায়  
থেকে পড়াশুনা করছে। এসএসসি পরীক্ষার প্রস্তুতি। তার জন্যেও  
চিন্তা। শিখুর সঙ্গে কথা বলার জন্যে গেলফ �Telephone exchange-  
এ। সে যেখানে আছে সেখানে Telephone নেই তবে কাছেই তার  
বাস্তবীর বাসা। সৌভাগ্যক্রমে তাদের টেলিফোন নামার জানা ছিল।  
গিয়ে দেখি ভোঁ ভোঁ Telephone exchange খালি। সমস্তই বক্ষ।  
অথচ essential service হিসেবে এটা খোলা থাকার কথা।

বেলা দুটোর দিকে হলের সামনে আমি আর ইকবাল রিকশা  
নিয়ে দাঁড়ালাম। ইকবাল গেল শেফুর খোঁজে। গিয়েছে তো গিয়েছেই,  
শেফুর দেখা নেই। পাঁচ মিনিট দশ মিনিট করে আধমণ্টা পার হলো।  
অথচ লঞ্চ ছাড়বে গোটা চারেকের দিকে। যখন

\* মেজো বোন মমতাজ শহীদ।

চৈত্যের বাঁই প্রাণু দলে পড়েছে উন্নত দদ্ধা চপন  
 দেখু ইমতি ইমতি অমতি, রাট পার্ষ্য পিসে  
 বিদ্যুৎ কোন কথা বা বলেই। বাগে আশন হল  
 শামুক ঝুল পিছুতে ইচ্ছে রয়ে উন্নত দে দলে  
 এল গজে জিনি দলমৃত তাবু তিন অর্প চাপ্পুর  
 যাবে। যাসু লক্ষ খাটে পথে আবি মাঙ্গ, তাৰ তিন  
 অন যাবৰ কাজে ভদ্রুর কিলুরুণ। আপ্পারু দমু  
 দুগোরু দেশা দেহ। জিজেন কাহুলান  
 'কি রে কেফু আমাদেৱ লামেৰ কাহো সকে দেশা  
 রিম্বিল ?'  
 'না'  
 'কেন্দু বালাপিল ?'  
 'না'

উমিলেন সৌভাগ্য লক্ষ এই দাঢ়ে এই  
 ছাড়ে। তাহুল্লা দে উচ্চলা। তিন ঘুরুন্ত  
 ওম্পনা দেখে। দেহু তথ না রিয় কোন মতে দুল  
 কিন্তু দলমৃতো? সবৰ পালাত্তে দকা দেখে।  
 দেয়ু কোনো কোনো রিয় ইচ্ছা বলল, 'আব দুরী  
 দেমু কৰৈ?' সজিত ইতি মিতি কল ঘুঁতি  
 চাবিদিক। কুই কুদুর কাটেকৈ দেশা যাবেন।  
 'আমি, আমি একা কি করে বামু মদে?'  
 সমি চমকেন্তি কেঁকে দেখেন আব কি। সজিত  
 বাত এসাবোটামু সৌভাবে চাপ্পুর এই দেমু  
 একা একা কি কুবে। সিটি বাজিন্তো লক্ষ দেখে

ধৈর্যের বাঁধ প্রায় ভেঙে পড়ছে তখন দেখা গেল শেফু হাসতে হাসতে আসছে, গেট পর্যন্ত এসেই বিদায়, কোনো কথা না বলেই। রাগে যখন মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে হচ্ছে। তখন সে নেমে এলো সঙ্গে তিনটি মেয়ে। তারা তিনজনই চাঁদপুর যাবে। বাসা লক্ষণ্ঘাট থেকে আধমাইল, তারা তিনজন যাবে কাজেই ভয়ের কিছু নেই। আল্লাহর দয়া, ছাগীর দেখা নেই। জিজেস করলাম

‘কিরে শেফু আমাদের ক্লাসের কারো সঙ্গে দেখা হয়েছিল ?’

‘হ্যাঁ।’

‘কিছু বলেছিল ?’

‘না।’

টার্মিনেলে পৌছে দেখি লক্ষণ একটি ছাড়েতো এই ছাড়ে। তাড়াভড়া করে উঠলাম। তিল ধারণের ক্লিয়ার নেই। ছেলেরা তবু না হয় কোনোমতে গেল কিন্তু মেমোজা? সবাই পালাচ্ছে ঢাকা থেকে। শেফু কাঁদো কাঁদো হয়ে হঠাৎ বলল, ‘আর দুটি মেয়ে কই?’ সত্যিতো ইতিউতি করে খুঁজি চারিদিক। ধূ-ধূ করছে কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। ‘আমি, আমি একা কি করে বাসায় যাব’ সঙ্গী মেয়েটি কেঁদে ফেলে আর কি। সত্যিতো রাত এগারোটায় পৌছবে চাঁদপুর, এই মেয়ে একা একা কী করবে। সিটি বাজিয়ে লক্ষণ ছেড়ে

১৩

ফিল। কেন্দ্ৰ অভিযোগ দিল - 'আপা আজাদু বাস্তু  
চলেন। অস্থান প্ৰথক লোক দিয়ু' আপনাকে পাঠিয়ে

তোৱিন্দ্ৰ পাখা হো হৃষ্টু একটা চান্দু  
বিশিষ্ট দেখা দেল। আপো দুজৈ দুবৰুজু  
ঘৰে কলাম দেশ্যালো। দেশ্যুদুরু বসু সমাজীয়  
হৰু জন ভাল আবেই। দেবিত কো ছড়লোকেষ্টা  
উমাযোত রহুই দেশ্যুদুরু তাদুরু কোবিন কালো।  
এছুকে আৰু প্ৰাণেৰ উৰু থুৰু লালুক দেশ্যু সু দে  
দেশ্যুদুরু কোবিন তেকেছ বলে পাইয়ানু ঘৰে আবো  
ইউনিভার্সিটিৰ কুক কুকে মেধু হাসতে হাসতৈ  
কোবিন দুকে লাগল। দেশ্যালো পুজন আৰে  
উপাধুই কোবিন আক্ৰম দেশ্যুদুরু। কাতো কাতোই  
সম্ভা, তক! হামায়ান দেশ্যু। খন ধৰতা আৰ  
বিমুক্ত অসমতাৰো। বলা বালুত ছড়লোকৰা উদাহু  
হৰু অৰুচ কুলোলো লাগলো এফ দেশ্যুদুরু অতি  
গাঠান বৃক্ষিকানু দেখে গড়াগু দেখতে লাগলো।

আমি হাঁচেৰে বলো এদেু গৰিম  
শুনছি। আলগোনু হীনু সহাতে সহাতে আছো  
সামুতা দেশ্যাল প্ৰথম দেশ্যু দাম, সেমুত দাম  
হৰুকে দেলানু অক্ষু, দেলানু অক্ষু হৰেকে  
বৰ্তমান পঞ্জিকিতে নিজি বিজি অভিজন। এই  
অভিজনৰ একী সম্পৰ্ক চমুকানু লাগলো। গৱাওঁ  
কথক পঞ্জি বিপুল দেৱা নন্দ কো ইউনি-

দিলো। শেফু অভয় দিলো—‘আপা আমাদের বাসায় চলেন। সেখান থেকে লোক দিয়ে আপনাকে পাঠাব।’

কেবিনের পাশে ইঁটার রাস্তায় একটা চাদর বিছিয়ে ফেলা গেল। আমরা দুভাই কোনো মতে এঁটে বসলাম সেখানে। মেয়েদের বসার সমাধানও হয়ে গেল ভালোভাবেই। কেবিনে-বসা ভদ্রলোকেরা উৎসাহিত হয়েই মেয়েদের তাদের কেবিনে ডাকল। এরাতো আর গ্রামের জুখুথুরু লাজুক মেয়ে নয় যে, ছেলেদের কেবিনে ডেকেছে বলে লজ্জায় পড়ে যাবে। ইউনিভার্সিটির ঝকঝকে মেয়ে হাসতে হাসতেই কেবিনে চুকে পড়ল। সেখানে আরো দু-জন এই উপায়েই কেবিনে আশ্রয় নিয়েছিল। কাজে কাজেই গল্প শুরু, হাসাহাসি শুরু হলো। ঘন ঘন চা আর বিসকুটি আসতে লাগলো। বলাবাহ্ল্য ভদ্রলোকরা উদার হস্তে খরচ করতে লাগলেন কৈবল্য মেয়েদের অতি সামান্য রসিকতায় হেসে গড়াগড়ি খেতে লাগলেন।

আমি বাইরে বসে এদের গল্প শুনছি। আলাপের ধারা গড়াতে গড়াতে শাড়ি-গয়না সেখান থেকে সোনার দাম, সোনার দাম থেকে দেশের অবস্থা, দেশের অবস্থা থেকে বর্তমান পরিস্থিতিতে নিজ নিজ অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতার একটি গল্প চমৎকার লাগল। গল্পটির কথক ঠিক বিশ্বাসযোগ্য নয় সে ইউনি-

শাস্তির রাষ্ট্র চিহ্নের কল্পনা university'তে মাঠো  
চাদু কাঠে একটো দামো শামুজা। গামুজা রবেন  
রাধা লাবন্তু রুক্ষি কল্পনা রজে শিবুনা, University'তে ছাণ্টো  
পে ছামো তেমনি রবেন্টস্টু কল্পনি একটো আবাদা  
লোকার্প্পি এবন কল্পন একটু শিবুনা। চাদু চামুল  
গামুল হুঁ দামো প্রভাসু অবচাল নিজেদেহু  
কাঠে পর্মন্ত আসুন্ত। দেশেদেহু সজু নিভুল দেখা  
দিলে যাব হোমা উইমারো ডেমারো অবকিপি নিজেকে  
বিকাশির কেবার জলু রব ইদেয়া আশু রকমান  
পুরাচিরামি কেমো অবমানে রাখেন্টস্টু সাহু  
মিলানি। গুলুন্ত পুঁ কুণ্ড

আব দেমিচেরু গুচি পিলু ইঠনু ইঠনু পিচি  
বস্তে জাস্ত রম্ভার তাদেব রুডেকেবু এভিগাত  
অভিনত ছেবার তন্ত্র সকেবু শলু কল্পনকার  
বেন্টু মিলে ইমামানেব দেল: রুখাল অলেব  
বুলেব বিকার পুরু পাদে তাদেব রবেন্টস্টু কাঠু  
গাঠেব, সাকুনা এবন বালে তাদেব আওন্ত  
কিলু একটো লালেব দিলে, ঢকে দিলু রকেব  
জানাচে জাতি লিপ্তাতে জাতি না। মাঁ রেক  
গুরুমাতা রম্ভুর্তি হাবু আতা নিটু একী  
ছেবেব কাঠে দাহুব। দেখেব মনে শিখ রচুলো  
মিলিন রম্ভ রকান রকেবেব বা সুলিঃ  
কেঁ কুমোব ছাজ। গুবা পর্মন্ত সাদা চাদেব চাকা  
৫ মিন না আমাৰ আলান্ত কিলু লিলে। রকেব  
আপানি নিভুল প্রস্তুতোৱে, কি কল্পন চুলি  
লোগাল এবে সবা?"

ভাস্টিটির সেই ধরনের মেয়ে University-তে পড়াটা যাদের কাছে একটা দামি-গয়না। গয়না যেমন রূপ লাবণ্য বৃদ্ধি করে বলে ধারণা, University-র ছাত্রী এই ছাপটা তেমনি মেয়েদের মধ্যে একটা আলাদা সৌন্দর্য এনে দেয় বলে এদের ধারণা। যাদের আসল গায়ের রং বাদামি প্রলেপের আড়ালে নিজেদের কাছে পর্যন্ত আচ্ছন্ন। ছেলেদের সঙ্গে মিছিলে যোগ দিতে যারা ভীষণ উৎসাহী; উৎসাহটা অবশ্য নিজেকে বিজ্ঞাপিত করার জন্যে যে, দেখো আমরা কেমন প্রগতিবাদী, কেমন অনায়াসে ছেলেদের সঙ্গে মিশছি। গল্পটি এই রূপ:

যারা মিলিটারির গত কিছু দিনের ইত্তত গুলি বর্ষণে আহত হয়েছে তাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত অভিয়ত নেবার জন্যে রোকেয়া হলের কয়েকজন মেয়ে মিলে হাসপ্তালে গেল। সেখানে অনেক বুলেটবিন্দুই পড়ে আছে। মেয়েরা প্রত্যেকের কাছেই যাচ্ছে, সান্ত্বনা দিচ্ছে এবং বলছে তাদের খাতায় কিছু একটা লিখে দিতে। কেউ দিচ্ছে কেউ-বা জানাচ্ছে আমি লিখতে জানি না। যাই হোক সহযাত্রী মেয়েটি তার খাতা নিয়ে একটি ছেলের কাছে দাঁড়াল। দেখেই মনে হচ্ছে ছেলেটি শিক্ষিত হয়ত কোনো কলেজের বা স্কুলের উঁচু ক্লাসের ছাত্র। গলা পর্যন্ত সাদা চাদরে ঢাকা।

‘দিন না আমার খাতায় কিছু লিখে। কেন আপনি মিছিলে এসেছিলেন, কি করে গুলি লাগল এই সব।’

জেলের টেকাম কথা বলেন। শুনু তাকিছু প্রাচক। আবাবু  
অবস্থার্থ করে, কির বা একটো পরিষ্কৃ জিষ্যে? দুলভি  
জুও সীতুৰ। অনেক সময় নাম' আছে রেকালিন  
আশুবু জিষ্যে! টোল নিষ্কৃ চান্দুর্ভি সহাতেই দেখা  
শুনু দুলভির জন হত কিং পর্যন্ত দুক্তে বান দেখ  
দেখেই মোগান নিষ্কৃণ কারুজ। দুঃখ ও লক্ষণ  
দমন্তুর্ভি পালিষ্টু আছে।

পরে গোড়া পুঁত ইষ্যু টাল। দুঁতে চান  
পুচ্ছে আছে দমন্ত পাচ্ছে। কান্দালুৰ মাতি দমন্তের  
মধে শৈল আলঙাউ ডেপুন্ত ইলাম। সবসার্ভি নিষ্কেল  
যোগ করেই। লক্ষণৈ রেকালেন্ত বনু কথি বলাকা  
শুণ্যান্তি সনে দেখা। দেশ পুঁত দুলিলা ছানু  
চৌলপুর। কিনু অজন সে দমন্তের ধ্যানে  
শান্তি কৃত ইন একান্ত ইন রেকান ধৃত কে  
সে অন্তে আমাকে চাঁদপুরে বাসান্ত দুঃখে  
তাহুপুর পাবে দমন্তুর্ভি ছুঁত ফিলু আনদে  
উকুমিত ইলালুৰ দলে আছুৱা রমন আমগি রোধে  
গোল। বাবু বাবু জিষ্যেন কৃত কামার দুলভির  
বাতো দুলভি, রকাম্পু পাবে কি পাতে। অন কয়ে  
তাতু চেয়াৰ দিকে তাকিছু দমন্তের উকুমাৰ  
শুনু কৃষ্ণা যোগে দেখানাম। তাতু চেয়াৰ্পু হবি  
মুলভি বিলস্তুতাতু বদলে নাটোৱাৰ মুলভি নিষ্কৃত  
তাতু ছানদেৱ দুবল। রচে রচে, পাখন চৌকে, কিমি  
কুলভি নানো সব নিষ্কৃত জন একে বাবুণ বিষ

ছেলেটি কোনো কথা বলে না। শুধু তাকিয়ে থাকে। আবার অনুরোধ করে, ‘দিন না একটা কিছু লিখে’ ছেলেটি তবুও নীরব। এমন সময় নার্স আসে বৈকালিক আহার নিয়ে। টান দিয়ে চাদরটি সরাতেই দেখা যায় ছেলেটির ডান হাত কজি পর্যন্ত কেটে বাদ দেয়া হয়েছে সেখানে নিপুণ ব্যাণ্ডেজ। দুঃখ ও লজ্জায় মেয়েটি পালিয়ে আসে।

গল্লে গল্লে রাত হয়ে গেল। দূরে চাঁদপুরের আলো দেখা যাচ্ছে। চাঁদপুর যাত্রী মেয়েটির সঙ্গে সঙ্গে আমরাও উদ্ধিগ্ন হলাম। সমস্যাটি মিটল হঠাৎ করেই। লঞ্চেই ইকবালের বন্ধু কবি বলাকা মুখার্জির সঙ্গে দেখা। সে যাচ্ছে কুমিল্লা ভায়া চাঁদপুর। কিন্তু যখন তাকে মেয়েটির সামনে হাজির করা হলো এবং বলা হলো কোনো ভয় নেই সে আপনাকে চাঁদপুরে বাসায় রেখে তাকে প্রের যাবে। মেয়েটির মুখ কিন্তু আনন্দে উত্তৃসিত হওয়ার বদলে আরো যেন আমশি মেরে গেল। বারবার জিজ্ঞেস করতে লাগল। ছেলেটির বাড়ি কোথায়, কোথায় যাবে, কী পড়ে। ভালো করে তাঁর চেহারার দিকে তাকিয়ে মেয়েটির উদ্বেগের সঙ্গে ব্যাখ্যা খুঁজে পেলাম। তার চেহারায় কবি সুলভ নির্ণিষ্ঠতার বদলে নাট্যকার সুলভ ক্ষিণ্ঠতার ছাপটাই প্রবল। ছোটো চোখ, পাতলা ঠোঁট, কিঞ্চিৎ ঝুলন্ত নাক— সব মিলিয়ে এমন একটি ধারণা হয়

৩৮

যে এই মাঝে পর্কিনু লক্ষ অন্যান্য কল্প পুস্তিগ্রন্থ  
চন্দে অঙ্গভোগী করে আছে। আই চন্দে হোকে  
কোকো অন্ডেটকে নিয়ে উন্ম চোখ। আমরা  
পুনরাবৃত্তে পৌঁছিলাম তো সাঁচটেন্ট। দম্ভানে  
উনি খেঁজ মুক্তিহৃত জাঙ্গানে আর বাঞ্ছ হৃতান  
চলেছে।

পুরো মনেই ট্রাইড স্ট্রাইড বাসাম পৌঁছিলাম।  
সদৃশ দৃষ্টি পেল। চুক্কে দেখি দুটি পালন  
পালন প্রকর করে রহ বিশ্বাস তৈরি করে ম্যারি  
উঠে। আবু সারিফুন দেবীতে উঠিল দম্ভির দেন  
আনাকের জন্মেই শুন দেখে নেকালে। স্বাইকে  
দেখে রাজে সানুষেন্দু বেত পুরো ইন্দু উঠেছেন—

‘আবু দেখো কে একেব দে উচ্চ না’  
আবু উঠেলেন। সামীক্ষা দ্বিতীয়ে পুরো অবে  
চাকাবু কথা জিজে কৃষ্ণ জাগোলন। একবু পথে  
পথে বলে কেলেন ‘মাফ সবো এসে দেখে,  
হামার শুভ্র শারু ছাঁ নাই। আবু এন জাই?’  
আবু তাৰ চিৰচাবিত পুৱাৰ অবুবাবু চো জুৰ  
তেওঁ রহাতে দিলেন। তোমু পথত আবু আঢ়াক  
শা উঠেন্টু প্রাণাম কুল তথন আনলে আঢ়াক  
চোখে পানি এসে নিয়েছে।

(অবস পর্য সমাপ্ত)

যে, এইমাত্র কিছু একটা অন্যায় করে পুলিশের ভয়ে আত্মগোপন করে আছে। যাই হোক বলাকা মেয়েটিকে নিয়ে নেমে গেল। আমরা হলারহাটে পৌছলাম ভোর পাঁচটায়। সেখানে শুনি শেখ মুজিবের আহ্বানে যানবাহনে হরতাল চলছে।

খুশি মনেই হাঁটতে হাঁটতে বাসায় পৌছলাম। সদর দরজা খোলা। ঢুকে দেখি দুটি পালঙ্ক একত্রে করে মস্ত বিছানা তৈরি করে সবাই শয়ে। আবো সাধারণত দেরিতে ওঠেন। সেদিন যেন আমাদের জন্যেই ঘুম ভেঙেছে সকালে। সবাইকে দেখে ছেলে মানুষের মতো খুশি হয়ে উঠলেন-

‘আরে দেখো কে এসেছে, এই ঘট্টে না’। আম্মা উঠলেন। আবো সিগারেট ধরিয়ে খুশি মড়ে ঢাকার কথা জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। একটু পরে পরেই বলতে লাগলেন ‘যাক সবাই এসে গেছে, হাজার শুকুর। আর ভয় নাই। আর ভয় নাই।’ আবো তার চিরাচরিত স্বভাব অনুযায়ী ঢ়া ভল্লমে রেডিও ছেড়ে দিলেন। শেফু যখন আবো আম্মাকে পা ছুঁয়ে সালাম করল তখন আনন্দে আবোর চোখে পানি এসে গিয়েছে।

(প্রথম পর্ব সমাপ্ত)

৭ তাঁরিকে জানতেন নত ছাপর হল দেশের সাথেবেৰ ! তাঁ  
দৈনি বিশ্বাস চাবুদয়া পূর্ব কাতৰ' অসুর' চামা

“..... আপি পদি তোমাদেৱু কাছে ন  
যাকি তোমাদেৱু উপৰু জৰামু আছোৱা  
বুঝেন, এবে ঘটে ফুর্গ অড়ে লোল, তোমাদেৱু  
যা কিমু আছ তাৰে নিষ্ঠ প্রাপ্ত প্রথ, বৃত  
স্মৰণ দিতে গিয়েছি আৰো দৰে ! বুঢ়োকে,  
পুত্ৰে কচু চাবু প্ৰস্তাৱ্য .....”

কাইকে ওই দেশতে হল না, লোলু কচুতে হল না বুঝ  
বৈধু চোল শুল বলেজি কোটি কাছাত্তিৰ সবকাৰী  
বেনকাৰী সমষ্টি অকিমৈ তাৰা সুনল। শুই জন  
গোৱ সাথেবে বিৰুদ্ধ অমুলু আদোলনৰ  
চাকে ! সবাই দুকুতে পারাপুৰুষ আসলৈ ! বৈধুত্ব  
গোপন সহজে বিশ্ব তুলনাকৈ চোলে উচিদৰ। যৌবি  
দিশ এ দেকানো আপনাবা !

প্ৰদিকে প্ৰশ্ন আৰু কাটে বা ! শ্ৰমৰ কাটোলাৰ  
অন্তৰৈ একো উপাস্তুন নিষ্ঠতে কুকুলাম ! অস্ময়ে  
দ্বৰমেৰ উপৰু ভিতি কচু নিষ্ঠাত্তিৰ সহজ সুল উপাস্তুন  
গুহ্য আৰ্দ্ধ কিমু দৈ, সজাত নোভি সুপুৰোভিৰ কো  
শ্ৰমৰ্যাড় দৈ ; নিষ্ঠতে নিষ্ঠতে দৰ্থলাম পৰিষ্ঠি সব  
চাইত কলমে উচ্চ আগাছো জেনগামু বাবাৰ  
চাইত দুচু উচ্চৰ আমাৰু আমুৰু উবিত্তেৰ আৰু আ  
নামুৰাত পিজোৱা, নামুকামুচ পূৰ্ব একটা কুলনামু নুঁ

৭ তারিখে আগুনের মতো ভাষণ হলো শেখ সাহেবের। তার  
সেই বিখ্যাত চার দফা পূর্বশর্তের অপূর্ব ভাষণ :

‘...আমি যদি তোমাদের কাছে না  
থাকি তোমাদের উপর আমার আদেশ  
রইল, ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল, তোমাদের  
যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত হও, রক্ত  
যখন দিতে শিখেছি আরো দেব। বাংলাকে  
মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ...’

কাউকে ভয় দেখাতে হলো না, জোর করতে হলো না বন্ধ হয়ে  
গেল স্কুল-কলেজ কোর্ট-কাছারি। সরকারি বেসরকারি সমস্ত অফিসেই  
তালা বুলল। শুধুমাত্র শেখ সাহেবের আহিংস অসহযোগ আন্দোলনের  
ডাকে। সবাই বুঝতে পারছে কাউকে আসছে। বহুদিনের সঞ্চিত সমুদ্রের  
বিশাল জলরাশি ফুলে উঠছে বিশাধ দিয়ে এ ঠেকানো যাবে না।

এদিকে সময় অক্ষয় কাটে না। সময় কাটানোর জন্যেই একটা  
উপন্যাস লিখতে শুরু করলাম। অসফল প্রেমের ওপর ভিত্তি করে  
নিতান্তই সহজ-সরল উপন্যাস। মহৎ আদর্শ কিছু নেই, সমাজনীতি  
রাষ্ট্রনীতির কোনো সমস্যাও নেই। লিখতে লিখতে দেখলাম পরিচিত  
সব চরিত্র কলমে উঠে আসছে। উপন্যাসে বাবার চরিত্র হয়ে উঠল  
আমার আবার চরিত্রেরই অনুলিপি। নায়কতো নিজেই, নায়িকারাও  
খুব একটা কল্পনার নয়

শেষটি কাঠে লাগল এই পুরু কচু। রাহাদে হোলুন  
নামে সু একটি কবিতা লিখে পাশ্চাত্য ইতিক শাকিষ্মাত।  
ছোপাত ছুল। অসমীয় পরিক্ষা, দেশের পরিস্থিতি সম্পুর্ণ  
আমার পুরু দেশক সুলু হোল। শাত রাঙাজ কাব অন্ধবড়  
লিখে চৈতৰি। এক একটি প্রাণু হোল পুরু, সহজেক  
পাতে শুরু। ভগবন, নন নন্দ এই তাতোহু পুরুজে  
ওঁমারু ডাটো পাবু না।

আঙ্গুষ্ঠি কিউটো বিশ্বাস দেশদেশ। অম্বুজে  
ভুমিতে ঘোরাড়ো বন্ধ রিল। কগাতু ডাঁড়ি সকালে  
শুম দেশক উঠ পথের সুবা, অকিন্তু কাঙাজ পা  
দেশত বসায়ত চা ঘোড়া, সাধে খেপাপ  
মাঝে, পুরু পুরু নিকে তাতোহু হোলু একটু শুনা  
বিনোদ বাসন্ত দেশে পাতা ২১। প্রাণ্যাচিক দেশালিক  
আসদুর নিম্নভিত পুরু ছিলেন কাকাব সারে,  
কো! ইন্দুপুর সারে, SDPBD সারে। এই পুরু  
চা পাঠানো ১৩। আঙ্গুজ মেজাজি শুনু, দেশাজে  
প্রাকৃত তাজ গন্ধু কৃত পাহুচেন, গন্ধু কৃতে তাসু  
বাসতেন। তার আমল ডেশুর হিন 'occult&study'—  
কাজেই সব পুরু বাজাতেজিক আলাচেন দেশ ১৫  
১৫, হ্রেত, জীন, পার্মিতি আব অস্ট্রুদিভিত এস।  
এই আসদুর বাজাতেজিক মেজাজ আমতেন। পুরু  
মৌনিত প্রাদেশিক দাবিদের প্রাপ্তি আলো পায়দুর  
খান তাদের মাঝে আমতেন। তার আঙ্গুষ্ঠ বিশেষ

সময় কাটতে লাগল হু হু করে। ছোটোবোনের নামে দু-একটা কবিতাও লিখে পাঠ্যালাম দৈনিক পাকিস্তানে। ছাপাও হলো। অসমাঞ্চ পরীক্ষা, দেশের পরিস্থিতি সমস্তই আমার মন থেকে মুছে গেল। ঘাড় গেঁজ করে অনবরত লিখে চলেছি। এক-একটা পরিচ্ছেদ শেষ হয়, সবাইকে পড়ে শুনাই। চলবে, মন্দ নয় এই জাতীয় মন্তব্যে উৎসাহেও ভাটা পড়ে না।

আব্বাও কিছুটা বিশ্রাম পেলেন। মফস্বলে মফস্বলে ঘোরাটা বন্ধ হলো। কাজের মধ্যে সকালে ঘুম থেকে উঠে খবর শোনা, অফিসের কাগজপত্র দেখতে দেখতে চা খাওয়া, মাঝে মাঝে Court-এ যাওয়া, দুপুরের দিকে অঞ্চলিক বিকেলে বারান্দায় চেয়ার পাতা হতো। প্রাত্যহিক বৈকালিক শোসরের নিয়মিত সদস্য ছিলেন ডাক্তার সাহেব, কোর্ট ইস্পেকটর সাহেব, SDPRO সাহেব। ঘনঘন চা পাঠানো হতো। আব্বা মেজাজ মানুষ, মেজাজে থাকলে ভালো গল্প করতে পারতেন, গল্প করতে ভালোও বাসতেন। তাঁর আসল উৎসাহ ছিল occultstudy-তে কাজেই সবরকম রাজনৈতিক আলোচনা শেষ হতো ভূত, প্রেত, জিন, পার্মিস্ট্রি আর এস্ট্রোনমিতে এসে। এই আসরে রাজনৈতিক নেতারাও আসতেন। ন্যাপ মনোনীত প্রাদেশিক পরিষদের প্রার্থী আলী হায়দার খান\* তাদের মধ্যে অন্যতম। সে আব্বার বিশেষ

\* পরবর্তীকালে বোন সুফিয়া হায়দারের স্বামী।

২৯

পিলু পাই ছিল। তাঙেক বালাবেই আঙুলা আব উপর  
নিড়ি করছে। আঙুলা বাতটা কাটত ৫০০ সামুদ্রের  
বামামু। অন্ধেকের বাটো মিহি। আঙুলা মাঝে ঠৈৰ  
দেখেই মিল ছিল না। না চুবিছে, না বন্ধুদের বা  
গুড়াবে খিলু মিল ছিল আঁকিক। “ খিক থেকে  
চিরি মিথেছে দুটো ভাই আগামি যদি আমাতে  
তবে পাতু শুভাতানা” কথার চিরি পাই পাই না  
জান রঙু আঙুলা আগামি যদি আমেন তবে অনেক  
পৈকষু শুলকা পিলু। “ সুন্দু বল দেশতে মার  
আমামু কটুকান পলিচা পাকিস্তানো বহুও  
পেমেছান, আগামি যদি সেজে আইমন।” এই  
বাতোয় Telaphone আমত পাইবে।

চাহুণ একা একা বৈদ্যুত সংস্কোচে  
এক পাঁচা দুরুক্ত ছিলু আমেলন আঙুল। বৈদ্যুত  
সংস্কোচে অস্তুকতে দেখে না নিজেই গীর  
চলিবু তাব অুবুবু দেখে দিলোৱ। পাইবোজ পুত্ৰে  
স ভাল দুৰ্ব পাইবোজেৱু বাসা পেটক খেক চেৰু  
এক দেশু দুৰ্ব পাইবোজ লাগালোৱ।  
আনেক বৈদ্যুত আমাদেশু সেমু ঘূৰ  
ভাল কাটেছিল। অবশ্যি এই অৰ্থ এই সমু দেশু পুত্ৰে  
লৈ দৈ কৰে দিত কাটেছিলো! গুৱাখিক আমেন কাটে  
জেমনি। সংক্ষাৰ লব দেখাতে হ্যাতাজ সহী মিলে।  
বাসাৰ তাব পাবা দিলু দেশ বাটাটা ইলাক্ষ্যে গৰ্বক  
সিদ্ধেছে সৈ বাটা দৈব হাটেজাম। পি.বি.জ্যোতিৰ,  
উটান কমিটি দেশবিনোদ অন্ধেকুব পাওয়া হৃত

প্রিয়পাত্র ছিল। অনেক ব্যাপারেই আর্কা তার ওপর নির্ভর করতেন। আর্কার রাতটা কাটত SDO সাহেবের\* বাসায়। ভদ্রলোকের বাড়ি সিঙ্গু। আর্কার সঙ্গে তার কোনোই মিল ছিল না। না চরিত্রে, না বয়সে বা স্বভাবে কিন্তু মিল ছিল আত্মিক। ‘সিঙ্গ থেকে চিঠি লিখেছে ছোটো ভাই আপনি যদি আসতেন তবে পড়ে শুনাতাম’। ‘বহুদিন চিঠি পত্র পাই না, মন বড় খারাপ, আপনি যদি আসেন তবে মনটা একটু হালকা হয়।’ ‘সুন্দরবন দেখতে যাব আমরা কয়েকজন পশ্চিম পাকিস্তানি বন্ধুও এসেছেন, আপনি যদি সঙ্গে আসেন।’ এই জাতীয় Telephone আসত প্রায়ই।

বেচারা একা একা থাকে; রবীন্দ্র সংগীতের এক পাঁজা রেকর্ড দিয়ে আসলেন আর্কা। রবীন্দ্রসংগীতের অর্থ বুঝতে পারছেন না নিজেই গানগুলোর ভাবো অনুবাদ করে দিলেন। পিরোজপুরে ভালো দুধ পাওয়া যাচ্ছে না, বাসা থেকে একসের একসের দুধ পাঠাতে লাগলেন।

আগেই বলেছি আমাদের সময় খুব ভালো কাটছিল। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, খুব হইচাই করে দিন কাটছিল! স্বাভাবিক যেমন কাটে তেমনি। সন্ধ্যার পর বেড়াতে যেতাম সবাই মিলে। বাসার ডানপাশ দিয়ে যে-রাস্তাটা হলারহাট পর্যন্ত গিয়েছে সেই রাস্তা ধরে হাঁটতাম। টি.বি. হসপিটাল, টাউন কমিটি পেরিয়েও অনেক দূর যাওয়া হতো

\* নাম মহিবুল্লাহ শাহ। বাড়ি সম্পত্তি বেলুচিস্তান

পুনরাবৃত্তি বিশ্বে মঠ, পুরুষ দেশাব গত অস্থায়ে আম,  
অসংযোগে নারিকেলের আভা বাজান লেগে ঝাঁপড়ে,  
অন্ধুর লাজাতে। এক বাহুর কথা পুরুষ মনে গড়ে  
আউটোর দিকে দেড়াড় দেহিয়েছি, কিন্তু সেই পাহাড়  
চিত্ৰ দিয়ে বাঙাটো গিলেছে। চাঁচ উঠাই পুরু  
নৰে জোছনা। হাঁটিয়ে ফোড় পুরুষ রাজার বিদুলাষণ  
গান শব্দে। উঠাই লাঁকি বিদ্যুৎ রমেছে সমৰ্পণ

- সেদিন পুজনে পুলপিণ্ডু দলে

পুল উঠাই বাঁকী খুলনা-

চেম্পকাবু লাগাইল। আমুখ গৃহু মিছুলত-কি  
দাঢ়িয়ে সাঢ়িয়ে গাজ শুনা। কিন্তু বোধুর পুরু তার  
পীজাহিল তাৰ কুড়াকুড়িতেই পুরু সারেন শুলনাম।  
এই পুরু যত বাত অ বাত লাজা দিয়ে গিলেছি  
তত বাবু মনে কৈ গুড়াকুড়ি পতিকা কুড়ি।  
আবু শুনা আশৰণি।

মাঘান আলো কোথ কুড়ি - পুরু আমার  
দুর দেহকে আমাদেৱ গমাতে ক্ষমতে পাড়ত। পুড়ানে  
আমলের নকুন কাটো ধূমু দালান- তেজীরী পিঁচে  
নাটোটো তীল আলো জুলেছে। সামলের পুরু  
একসো নীলচে লকিকাবু প্রতিবিশ্ব পাছুড়ে। নিজের  
বনা দলি কুড়ান গিলেও আপুর তাজামুজ প্রমুগ  
জলে প্রতিবিশ্ব রিষ্টেছে।

জাতো মামু দত লোকা প্রমন। প্রকাট  
সুকুরী দেৱকান্ত শুশ্মে বো দেড়ানো। পান  
যাজান দেল দেকো' কিংবা গাউছে কোনু  
ভিয়ু। অধিকু কামুর অন চিমুয়া। লোক  
চুম্বু সংগৰ গচিত। নদীৰ অন আমনাবু অন সত

দুপাশেই বিস্তীর্ণ মাঠ, দূরে রেখার মতো অস্পষ্ট গ্রাম, অসংখ্য নারিকেলের শাখা বাতাস লেগে কাপছে, অপূর্ব লাগত। এক রাতের কথা খুব মনে পড়ে। আটটার দিকে বেড়াতে বেরিয়েছি, হিন্দুপাড়ার ভিতর দিয়ে রাস্তাটা গিয়েছে। চাঁদ উঠেছে; খুব নরম জোছনা। হাঁটছি। হঠাৎ শুনতে পেলাম হিন্দুপাড়ায় গান হচ্ছে। উঠোনে পাটি বিছিয়ে বসেছে সবাই—

‘সেদিন দুজনে দুলেছিলু বনে  
ফুল ডোরে বাঁধা ঝুলনা।’

চমৎকার লাগছিল। আম্মা তাড়া দিচ্ছিলেন— ‘কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান শোনা। কিন্তু শেফতি খুব ভালো লাগছিল তার জোরাজুরিতেই সম্পূর্ণ গানটি শুমারাম। এরপর যত রাতে ঐ বাড়ির পাশ দিয়ে গিয়েছি ততবার মতো মনে গান শুনব প্রতীক্ষা করেছি। আর শোনা যায়নি।

যখন বেড়ানো শেষ করে ফিরে আসতাম দূর থেকেই আমাদের বাসাটা নজরে পড়ত। পুরানো আমলের নকশাকাটা হলুদ দালান ভেতরে টিউব লাইটের নীল আলো জুলছে। সামনের পুকুরে একটা নীলচে পরিষ্কার প্রতিবিম্ব পড়েছে। নিজেরা বলাবলি করতাম পিরোজপুরের তাজমহল যমুনার জলে প্রতিবিম্বিত হয়েছে।

মাঝে মাঝে হতো নৌকা ভ্রমণ। প্রকাণ্ড সরকারি নৌকায় শুয়ে বসে বেড়ানো। গান বাজছে টেপ রেকর্ডে কিংবা গাইছে শেফু, শিখু। মাঝিরা চায়ের জল চড়িয়েছে। নৌকা চলছে মহুর গতিতে। নদীর জল আয়নার মতো ঝক ঝক

কবিতা, মুন্ত ছবিতে মত মুন্ত সরুজ প্রাপ্ত, সরুজ নামতে হীরে  
হীরে, নদীর পানি গাঁও মুন্ত শুন বর্ণ দ্বিপন করেছে,  
গাছের পাতা ঘোষের দেশ জাহাগ মোনার মত তুলার  
মিটা উদাম রিহার প্রেরণ। উচ্চ-

সন্দেশ যোগার উপরি ইতি তাড়ী মজারু।  
পঞ্জির বক্তা আমি গৃহস্থীর বলভেন আশ্চর্য।  
আবু এই লাগার প্রাপ্তির প্রাকৃতন না। এমতির থাকলেন  
মেরিন বলভেন অসু চিঠি, আলাদের তুরু পান।  
কল্পকীর গাঁও ছিল তার খুবই শিশু। এ সুনি সব  
শব্দের কলভেন। তার দ্বারা কাষায় কোনপৰি দেখিয়ে  
পুরুলা রেখে ইজে না। একের পাশে এই পুরুলে—

“আমি উপর পালকাতাম” কেবার দান  
শুরুটের এক চেতনা আছি। সবে আশার দুর্বলি।  
একদিন এক পালকাতাম কালো অকাশের  
পুর দুনিয়া ইন্দু। রাখ দাও কালো অকাশী?—  
তুঁ করে চেয়ে সমস্যার মজাদৰ ইন। পিকারি  
বিকেল দেখে এসে দেখি ধূমাবোও রেখ,  
মুন্দুমিশুও নেই। বিকেল সচিপ সচ্চা। সচ্চা  
সচিপে শুও। দুনিয়ার দেখা রেখ। পার সুন্দৰী  
দেখাতো কালো মিশান এত তাজাতি করে  
কোথায় ধাচব? মুন্দুমিশুই নিন্দ গুড়ে দুঃখ  
পাক্ষে দুনিয়ার প্রাপ্ত।

করছে, দূরে ছবির মতো সুন্দর সবুজ গ্রাম, সঙ্ক্ষ্যা নামছে ধীরে ধীরে, নদীর পানি গাঢ় হলুদবর্ণ ধারণ করেছে, গাছের পাতা শেষের রোদ লেগে সোনার মতো জুলছে। মনটা উদাস হয়ে উঠত।

গল্লের আসরগুলো হতো ভারি মজার। প্রধান বক্তা আমি, তারপরই বলতেন আম্মা। আকু এই আসরে প্রায়ই থাকতেন না। যেদিন থাকতেন সেদিন বলতেন শুধু তিনিই, আমাদের শোনার পালা। কয়েকটি গল্ল ছিল তার খুবই প্রিয়। এ-গুলো সবসময়ই বলতেন। তার বলার কায়দায় কোনোদিন সেগুলো পুরোনো মনে হতো না। একটি গল্ল এই ধরনের—

‘আমি তখন কলকাতায় কেশব মজু স্ট্রিটের এক মেসে থাকি। সঙ্গে আছেন দুদু মিয়া\*। একাত্তি এক বইয়ে পড়লাম কালো মশারিতে খুব সুন্দীর হয়। কুকু পাই কালো মশারি? রং করে সেই সমস্যার সমাধান হলো। একাদিন বিকেলে মেসে এসে দেখি মশারিও নেই, দুদু মিয়াও নেই। বিকেল গড়িয়ে সঙ্ক্ষ্যা। সঙ্ক্ষ্যা গড়িয়ে রাত। দুদু মিয়ার দেখা নেই। পরে শুনলাম সে গিয়েছে হক সাহেবকে কালো নিশান দেখাতে। কালো নিশান এত তাড়াতাড়ি করে কোথায় পাবে। মশারিটাই নিয়ে গিয়ে ধরা পড়েছে পুলিশের হাতে।’

\* সম্পর্কে নানা।

২৪

আঙ্গুর সপ্তাহে একটি মত প্রজন সল্লু বলাব  
শুচিশোগ দেখ। একজনকে প্রোটো বলতেন অন্ত  
তার হক দিয়ে জোড় করে বলাবে দেও। তার এব  
আম্বা পাব ঢাক্কা ঢাক্কা কোণ। আয়োনে সল্লু  
হিল পুরী, আঙ্গুর একটি পুরী কোণ। আমাদের  
পৈরু প্রতিরুপ সমাব আনল দেখছে। আমাদের  
কাটু এক চোদু লাগালেও আঙ্গুর আনল দেখে  
আমাদের ভাল লাগল। আয়োনে সপ্তাহে একা

“আঙ্গুর বলী আজাদের খুব দুর্বল। ক্রান্ত আক  
স্যার তিক্কে কর্তৃত, আমা কান  
আশনি দেন? আমা উত্তর একটা মত  
গুরু শুক করুন স্যার আর মন্ত্ৰ  
বিকলে আমা সহে চিঠ্ঠিমাম দেখান  
দেখানে আছে আঙ্গুর একটা দাকাত  
চিঠ্ঠিমাম এখে আঙ্গুর একটা দাকাত  
বলু সাড়ে দে কো আয়ো। আঙ্গুর আঙ্গু  
সেই দাকাত দেখক আমাকে একটা পৌরু  
গুরু কিনে দিয়েছে। আয়ো দেখেছে  
সেই গুরু এখে দকাত দিকে ও  
হিল কোণ। আঙ্গুর স্যার সাক্ষাতে  
চৈত্রে মড়ত কো রুঁশ দেখান। মড়ত  
কো রুঁশ হল একটা ঝুঁশ এবং চৈত্রে  
মড়ে সাক্ষাতেকে চালান। একটা দেখে আমুৰ  
আর একটা মড়ত কো রুঁশ বালিমুলাম

আকবার গল্পের আসরে মাত্র দু-জন গল্প বলার সুযোগ পেত। একজন  
শ্বেচ্ছায় বলতেন, অন্য জনকে নিয়ে জোর করে বলানো হতো। তারা  
হলো আস্মা আর ছোটো ভাই শাহীন। শাহীনের গল্প ছিল দুটো, আকবা  
এই গল্পগুলো বারবার শুনতেন এবং প্রতিবারই সমান আনন্দ পেতেন।  
আমাদের কাছে একধৰ্য্যে লাগলেও আকবার আনন্দ দেখে আমাদের  
ভালো লাগত। শাহীনের গল্পটি এই :

“আমার বঙ্গু আজাদের খুব বুদ্ধি। ক্লাসে তাকে  
স্যার জিজেস করেছেন, ‘আয়াদ কাল  
আসনি কেন?’ আয়াদ উত্তরে একটা মন্ত্র  
গল্প শুরু করল— ‘স্যার আমি পরম্পৰা  
বিকেলে আকবার সঙ্গে গিয়েছিলুম মেলায়  
সেখানে শাহীদের আকবা একটা দোকান  
দিয়েছে। ঐযে স্যার এককাণার দিকে  
হলুদ শার্ট সে হলেন শাহীদ। আমার আকবা  
সেই দোকান থেকে আমাকে একটা মোটর  
গাড়ি কিনে দিয়েছেন। শাহীন দেখেছে  
সেই গাড়ি। ঐযে কোণার দিকে ও  
হলো শাহীন। তারপর স্যার সার্কাসের  
ভেতরই মউত কা কুয়া দেখলাম। মউত  
কা কুয়া হলো একটা কুয়া যার ভিতরে  
মোটর সাইকেল চালায়। ঐটা দেখে বাসায়  
আমি একটা মউত কা কুয়া বানিয়েছিলাম

-2-

কান সামাজিক চর্চায় আমার দেশটুকু গাঢ়ি চালিয়ে  
পিছনাম কাহী আমত্ব পাবু নাই।'

আমারও খুব জান গল্প বলতে শান্তিতে। কা-  
ছাড়া চমৎকার জন্মদণ্ড করুণে পাবুতেন। তার  
গল্প অবশিষ্ট অধীক্ষণের সুষ্ঠিচাকা। নিজের কথা,  
নিজের আশের করুণদণ্ড কথা, আমার দেশের কথা,  
কথা, চমৎকার নামে কৃত। তাঁর একটি চমৎকার  
সুতি কথা নিয়েই অঁঁধাল যাতে 'আর মৃত্যু  
বিহীন' দিকাদি গুরুত্ব ঘোষেছে।

"নজর রিয়ে ইয়েটোৱ রথন। আমাৰ বাড়ীতে  
বেণাতে এসেছি। অপুকুলি গোপনীয়াৰ কোন ধৰে  
নাই। কুন্তা কিছুই বিশিষ্ট ব্যক্তি নিয়েই দিকে  
গৈৰ মাৰ তকে ধূলিন কৈভাবে এসাই? বাঁকাই  
জৰুৰ গৈৰ আৰু কৈৰ এই প্ৰথম বাবুৰু বড়  
একটি প্ৰামাণোন কৈ এসাই। তাকে প্ৰাণে মজান  
নৈসৃত্য এসো। এই সাম দৰজা উঠিল। আমাৰ জীৱন  
প্ৰথম কুন্তা প্ৰাণান্তোন্তৰ গৌণ। আৰ দেশ কি চমৎকার  
সাম  
...কেৱল এক গাঁথোৰ বউৰু কথা হোমানু  
কুন্তাৰ কুন্ত  
কুণকুণা নন্ম দেশ নন্ম...."

গাড়ীৰ বাত, সুন্দৰ নিষ্কুল ইচ্ছা গীত শুনছে।  
কি দে ভাল লাগিলো আমাঙু!'"

গল্পেৰ আমৰে আমার পুনিকাটি প্ৰাপ্ত  
পত্ৰিকাৰ। হামিৰ গল্প লাভ কুন্তালো। সমি পত্ৰালোৰ  
বিষয়কুন্ত কাজাটি আনন্দেই কুন্তার মুখ্যত

কাল সারাদিন সেইখানে আমার মোটরগাড়ি চালিয়েছিলাম। তাই আসতে পারি নাই।’

আম্মাও খুব ভালো গল্প করতে পারতেন। তাছাড়া চমৎকার অনুকরণও করতে পারতেন। তাঁর গল্প অবশ্য অধিকাংশই স্মৃতিচারণ। নিজের কথা, নিজের গ্রামের বন্ধুদের কথা, আমাদের ছোটোবেলার কথা, চমৎকার লাগে শুনে। তাঁর একটি চমৎকার স্মৃতি কথা লিখছি এইখানে, যাতে তাঁর স্মৃতির মিষ্টি দিকটা সুন্দর ফুটেছে।

‘নতুন বিয়ে হয়েছে তখন। বাবার বাড়িতে বেড়াতে এসেছি। অনেকদিন তোর আবার কোনো খবর নেই। মনটা কিছু বিক্ষিপ্ত। রাত তিনটার দিকে তোর নানু ডেকে তললেন, ‘জামাই এসেছে।’ তোর আবু তখন এই প্রথম বারেষ্ট ঘৰ্তো একটা গ্রামোফোন কিনে এনেছে। তাকে ঘিরে ফজল,\* জেজরফল\*\* এরা। হঠাৎ গান বেজে উঠল। আমার জীবনে প্রথম শোনা গ্রামোফোনের গান। আর সেকি চমৎকার গান—

‘...কোনো এক গাঁয়ের বধুর কথা তোমায়  
শুনাই শোনো  
রূপকথা নয় সে নয়...’

গভীর রাত, সবাই নিবারুম হয়ে গান শুনছে। কি যে ভাল লাগলো আমার।”

গল্পের আসরে আমার ভূমিকাটা প্রায়ই পড়ুয়ার। হাসির গল্প পড়ে শুনানো। পড়ানোর বিরক্তিকর কাজটা আনন্দেই করতাম যখন

\* বড় মামা এবং মেজো মামা।

দেশভাগ এতে অন্যদের প্রাপ্তির লাগতেন।

একদিকে চলেছে অসমের প্রাক্তন  
অসমিকে আমদের সম্মতিক ও বৈরু।  
যদি সাজ আবৃ গল্প ঠাণ্ডা মুঠো ভৌবন।  
এবং অষ্টীর বাসন্ত একদিন তোল আপ্তা ইল। ক্ষণের  
অবিশ্বাস্য বিজ্ঞানে দুর্দিত ক্ষিতিজে বিশ্বাস করু  
চলে না। তবু সম্মুখ দেহে উঠিবু দিতেও  
কিন্তু বাঁচা আছে। উচ্ছিকা ইলেন ১.৭. সাহেব।  
তবে নোক তোল আবশ্যে তাকে বিজ্ঞান দ্বারে  
আবৃ পাওতে আমামো ইল। আবৃ উচ্ছিতার স্বতে  
চোটী ঘৰ সবিকাবু করে, সোজান কুণ্ডে  
দৃঢ়া জানান কৰে কৃত অন্তৰাক অসম কৰে কৃত  
বাতি বিগলে ইল। আমো আবশ্যে কৃত অপেক্ষা  
কৰুছি। অন্তৰাক জোড়ান উচ্ছিত কৃত লাগলো।  
আবৃ সম্মু সম্মু ভৌবনে হোম গঠন। কথা  
বাতাও ইল। অব্যাকৃত বাসন প্রভৃতি তেন্দিলোঁগুলিকাম  
আবৃ সাহেব এ জোড়ান দ্বারে এমন ভাবে কথা  
বলা যাবু যাবু অলে রে বিচি দিক থেকে  
কৰ্ম তেমে আমারু। কিন্তু তবু উচ্ছিত দ্বারে নাহু  
কোরন আবৃ সব সম্মুই অন্তৰাকের জোড়ান আপ্তি।  
আবৃ ভৌবন কথা বাতা একই নো কুরা আপ্তি।  
তা ছাড়া এই ভৌবন ০.৯ সাহেবের বাসন কৰা  
হবে আপ্তাই আপ্ত জোড়া বসু বিশিষ্ট মুর্দা হুচি  
কোলেছিল এবং ০.৯ সাহেবকে বাসন কৰা আবৃ  
কুসিত একই নমুনেও তিকেছে। বহু জানাপ  
দিয়ে সর্বাঙ্গ কাবু Euchodocordia কুণ্ডে ০.৯  
সাহেব সাতি অবৃ কুসিত আপ্ত জোড়ান দ্বারে

দেখতাম এতে অন্যদের খারাপ লাগছে না।

একদিকে চলছে অসহযোগ আন্দোলন, অন্যদিকে আমাদের গতানুগতিক জীবনধারা। হাসি গান আর গল্পে ঠাসা সুখী জীবন।

এর মধ্যেই বাসায় একদিন জিন আনা হলো। ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে কিছুতেই বিশ্বাস করা চলে না। তবু সম্পূর্ণ হেসে উড়িয়ে দিতেও কিছু বাধা আছে। উদ্যোজ্ঞ হলেন C.G. সাহেব। যে লোক জিন আনবে তাকে বরিশাল থেকে খবর পাঠিয়ে আনানো হলো। আবার উৎসাহই সবচে বেশি। ঘর পরিষ্কার করে, গোলাপজলে ধূয়ে, দরজা-জানালা বন্ধ করে ভদ্রলোক আসন করে বসলেন বাতি নিভানো হলো। আমরা ভয়ে কাঠ হয়ে অপেক্ষা করছি। ভদ্রলোক কোরান আবৃত্তি করতে লাগলেন। আর সত্যি সত্যি জিন এলো শেষ পর্যন্ত। কথা বার্তা হলো। প্রথম ভাবলাম হয়ত ‘ভেন্ট্রিলোকুইজম’— যার সামুদ্র্য এক জায়গা থেকে এমনভাবে কথা বলা যায়, যাতে মনে হয় স্থিতিশৰ্ম্ম দিক থেকে কথা ভেসে আসছে। কিন্তু তবু রহস্য থেকেই যাষ্টি কারণ প্রায় সবসময়ই ভদ্রলোকের কোরান আবৃত্তি আর জিনের কথা বার্তা একই সঙ্গে শোনা যাচ্ছিল। তাছাড়া এই জিনই O.C সাহেবের বাসায় রাগ হয়ে আড়াইমণি চালের বস্তা নিমিষের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলেছিল এবং O.C সাহেবকে বলেছিল যে তার হৃৎপিণ্ড একটু লম্বাটে ও ডিফেকটিভ।\* বড়ো ডাঙ্গার দিয়ে পরীক্ষা Euctrocardiograph করে O.C সাহেব সত্যি তার হৃৎপিণ্ডের এই দোষ জানতে পেরেছিলেন।

\* সঠিক তথ্য সেরকম প্রমাণ নেই।

জীনের শর্কর আমাদের মিথ্যাভিষিঁও কিমা করা হল

আম্বা: আগমানিখু উনাম্বুজ

জীন: পলামুকুজ আম্বুলাজ

আম্বা: অনাব দেশের বেসর অম্বুজ দেখে আমরা স্টাই  
পুর বিচিত্র। কোথ পার্টি এক ধরে বলবেন স্থা  
করে?

জীন: আমরাত একটি সার্বিক তৌকু ভবিষ্যত বরাবু  
উচ্চতা আরাদে রেখি। অতি সামাজি মাত্রাতা  
আছে তাতে রুকি অমৃ হবে আপনাদের। শব  
শবদে রেড বিল্ড, মেল্লোর অন্য স্টাই।  
শুল্ক বিল্ড। এই রুকু দেখু করি।

(স্টোর চলন)

আমি: আপনারা টকো ব্যাকন বলবেন কি

জীন: টকো কান নগাব

আমি: মারুশ দে চাই গিমেটে তা বিশ্বাস করবেন

জীন: (কিউড়ণ ঝুপাপ) গিমেটে নাকি?

আমি: জীনদের স্বর্ণে আজাব অনেক কিছু জিনতে  
ইচ্ছা ইন্তে আপনি আনবেন কি?

জীন: এই স্বর্ণকে পরে আলাপ করব। আপনি  
নিত্যে আমার ক্ষে চিঠি লেখবেন। আপনি  
আমি আপনি।

জিনের সঙ্গে আমাদের নিম্নলিখিত কথাবার্তা হলো :

আকরা : আসসালামু আলায়কুম

জিন : অলায়কুম আসসালাম

আকরা : জনাব, দেশের বর্তমান অবস্থা দেখে আমরা সবাই খুব  
বিচলিত। শেষ পর্যন্ত কী হবে বলবেন দয়া করে?

জিন : আমরা তো অতি সাধারণ জীব, ভবিষ্যৎ বলার ক্ষমতা  
আমাদের নাই। অতি সামান্য যা ক্ষমতা আছে তাতে বুঝি জয় হবে  
আপনাদেরই। তবে সামনে বড়ো বিপদ, দেশের এবং অন্যান্য সবার।  
মহাবিপদ। হাত তুলে দোয়া করি।

(দোয়া চলল)

আমি : আপনারা কোথায় থাকেন বলবেন কি?

জিন : কোহকাফ নগর।

আমি : মানুষ যে চাঁদে গিয়েছে তা বিশ্বাস করেন?

জিন : কিছুক্ষণ চৃপ্তুপ। গিয়েছে নাকি ?

আকরা : জিনদের সম্বন্ধে আমার অনেক কিছু জানতে ইচ্ছা হয়,  
আপনি জানাবেন কি?

জিন : এই সম্বন্ধে পরে আলাপ করব। আপনি নির্জনে আমার  
কথা চিন্তা করবেন। আমি আসব।

দেশের জাতীয়িক খাটে আবাসু পরিষত্তি' ইলা।  
 স্বাগত ফুলতা লজস্যন্দ বিশিষ্ট দেশ বক্ষে  
 নতো দেখা মুগিদেশ যাহ। রোডে এল 'ইয়েছিয়া  
 সকাল বিকাল দেখা সাহেবের সহে গুড়োর  
 বিশিষ্ট। আবাসু খালো দেখতে দেশ সহায়।  
 'ইয়েছিয়া কোথা মুগিয়ে আলাচনাসু অপ্রসাতি'  
 ঘৰচৰু কামজো দেউলি দেওল। দুজনের কামি  
 ছানি মুগিদেশ পুরিত ছানা ইন বিকিনু কামজো।

আহা তিথু পিলুর অধিকৃ হয়ে পেটিলন  
 শান্তি দি কাটাইল ঘৰচৰু কুণ। অবিষ্টপ্লাস হাসু  
 বুকে সাধচৰু ভেজ চেলে পৰাই। কাজ কাহাসু  
 আবেস এক সুষ মাঝে পাবেন তার জাতু কর্মসূল  
 কুণ তাঁল পারিশুভি তাঁলে কুণ বটে।  
 এমনি আশুচারিক দুদাসু আলাচ প্রাপ  
 উপন্যাস 'পুরিত লোক কেবল পর বিশে রোপ  
 কুলাস। আশুচার রেম ত্বাসা চেলু নিলেন  
 পুতে। আশি মুক তাঁক আলেজা বন্ধুরি  
 আছাসু অন্তু শুনতে। এবাই উপন্যাসেষু কাষীতি  
 কুলকু বলছি -

শারিন অবিষ্ট পাবিচারু কাষী।  
 রেহ প্রবান আশুচেক্রিক কুলকু। বিশে লম্বা  
 রহমানে অনেকদিন কিন্তু ঠাকা, কুপ আব মোমত  
 পাতের জাবে পুরিত ক্ষেত্রি। আবেস প্রকা পাম্বা।  
 রহমান মুক রহমান চক্র প্রজাপতি, ইমি পুরো। বাবা  
 নিবীর মানুস, রহমানে তার অন্তু কুল কুল অন্তু  
 তাব পুরোজ রাখে না কেটে। বাজলোকের দুর্ঘাস-

দেশের রাজনৈতিক পট আবার পরিবর্তিত হলো। সমস্ত ক্ষমতা জনগণের নির্বাচিত দেশবরেণ্য নেতা শেখ মুজিবের হাতে। দৌড়ে এল ইয়াহিয়া। সকাল-বিকাল শেখ সাহেবের সঙ্গে সুদীর্ঘ মিটিং। আশার আলো দেখতে পেল সবাই। ‘ইয়াহিয়া-শেখ মুজিব আলোচনার অগ্রগতি’ খবরের কাগজে হেডিং বেরল। দু-জনের হাসিহাসি মুখের ছবিও ছাপা হলো বিভিন্ন কাগজে।

আবার ভিতরে অস্থির হয়ে উঠছিলেন। সারাটা দিন কাটাতেন খবর শুনে। অনিশ্চয়তা তার বুকে পাথরের মতো চেপে বসছে। কাজ ছাড়া যে-মানুষ একদণ্ড থাকতে পারে না তার জন্যে কর্মশূন্য এমন জটিল পরিস্থিতি অস্বস্তিকরণ হচ্ছে।

এমনি অস্বাভাবিক পরিবেশে আমার প্রথম উপন্যাস ‘নন্দিত লোকে’র শেষপর্ব লিখে শেষ করতাম। আমার পড়া হলে আবার চেয়ে নিলেন পড়তে। আমি দুর্ব্বল বক্ষে অপেক্ষা করছি আবার মন্তব্য শুনতে। এবার উপন্যাসের কাহিনি চুম্বকটা বলছি-

সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের কাহিনি। স্নেহপ্রবণ আত্মকেন্দ্রিক বড়ো মেয়ে। বিয়ের বয়স হয়েছে অনেকদিন কিন্তু টাকা, রূপ আর মনমতো পাত্রের অভাবে বিয়ে হয়নি। আবেগপ্রবণ নায়ক। ছেট দুই বোন চত্বর প্রজাপতি, হাসি খুশি। বাবা নিরীহ মানুষ, হৃদয়ে তার অফুরন্ত স্নেহ অথচ তার খোঁজ রাখে না কেউ। বড়োলোকের খেয়ালি

২৮

তামাঙ্গ কিটেক্টেক ভাল লাগলা নাম্বুকেরু। অল লাগাছে  
পিকেড়েল নাম্বুকেরু। কিটেক্টেক সংজ্ঞা ছাপোর শুগাক  
ভালবাসা রেচে হুন কৃষি রে। দোষ অলে চস্থা  
হাল রে তোমাঙ্গ ভাব নিম্বুর ফির কাঠামো। রুদ্ধো  
বিম্বু কেবেছ সংজ্ঞা সারীকুণ একো দেখুতেক। বাবাঃ  
আও সলোচিন। অশ্চ পুঁথিবো জমতি চলতে  
চাটানু নেহুম ঢাকানু জেমতি ছবিম্বু পরানু  
পুঁথিবোত। অকেতু বীরামু মুমেটু বুঁধে। পেলমানু  
পাত্র দাক্তোবা আও নিমিন্ত ঝুঁতি চলল কুঁক।  
সমন্ত দেখুত আও রেন রেকে ঝিলু সাম্বতি।

কক্ষ— বস প্রজ্ঞান— উপন্যাস। দেখাতে  
কুুৰ কবিতাটো ঘূৰ দৱা দিবে খিলখিল। কুু  
উপন্যাস নাম্বুকেব রাঢ়ে দো দাকুৰ ডেলানু বিমে  
প্রে রেকো কুবেছি রেব রেব একু মনুগুও ইটো।  
বিজেব বীরা ঘূৰ কুুৰ ইমেদো। আচ্ছা নিমে অলেক  
কুুৰ আকু কি রে রে দেখলাম বিনি ঘূৰ ডেলাস  
বিম্বুই পাতুলেন। উপন্যাস শাত অলিম্প চাল  
গোলেন। পাতা দোষ হুম বলগোল না কিন্তু, কুুৰ  
কেছুমে তিজেম কুঁজেন “তার দামা তাঁৰ বৰ কৈতো  
পাতেছিম ?”

বাবে শুধু আমাকে ডাকলেন। বেলামা  
“বোব উপন্যাস ঘূৰ অন দিন্তোই পাহেছি। পুঁই  
এক জামুগানু একুট অমংলম ইমেটো” বলে  
বু এলটা রেকেনিকেন ঝুঁতি দেখিম্বু দিলেন।

মেয়ে কিটকিকে ভালো লাগল নায়কের। ভালো লাগাটা একতরফা  
নায়কেরই। কিটকির সহজ ভদ্রতাকে ভালোবাসা ভেবে ভুল করল  
সে। শেষ অঙ্কে দেখা গেল বড়ো মেয়ে তার নিঃসঙ্গ দিন কাটাচ্ছে।  
ছেলেটি বিয়ে করেছে সহজ সাধারণ একটি মেয়েকে। বাবাও আজ  
সঙ্গীহীন। অথচ পৃথিবী তেমনি চলছে, চাঁদের নরোম জোছনা তেমনি  
ছড়িয়ে পড়ছে পৃথিবীতে। অরোর ধারায় নেমেছে বৃষ্টি। উপন্যাসের  
পাত্র-পাত্রীরা আজ নির্লিঙ্গ স্মৃতিচারণে ব্যস্ত। সমস্ত পেয়েও আজ যেন  
কেউ কিছু পায়নি।

করুণ রসপ্রধান উপন্যাস। যেখানে রূনুর চরিত্রটা খুব দরদ  
দিয়েই লিখেছি। রূনু নায়কের ছোটোবোনুর বাস্তব উপাদান নিয়ে এটা  
তৈরি করেছি বলে বেশ বাস্তবানুগও হচ্ছে। নিজের ধারণা খুব ভালোই  
হয়েছে। আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে আব্বা কী বলেন। দেখলাম তিনি  
খুব উৎসাহ নিয়েই পড়চ্ছেন দুপুরে উপন্যাস হাতে অফিসে চলে  
গেলেন। পড়া শেষ হলেই বললেন না কিছুই, শুধু শেফুকে জিজ্ঞেস  
করলেন, ‘তোর দাদা ভাইয়ের বইটা পড়েছিস?’

রাতে শুয়ে আমাকে ডাকলেন। বললেন, ‘তোর উপন্যাস খুব মন  
দিয়েই পড়েছি। দুই এক জায়গায় একটু অসংলগ্ন হয়েছে...’ বলে দু-  
একটা টেকনিকেল ক্রটি দেখিয়ে দিলেন,

৩০

তামাক বসলেন," দেখ ইইচেরে, আমার পুর চান  
লেগোছ। কুকিল কুরু ডাক্ষীৰ অশাটো পাঢ়ুতে পাঢ়ুত  
চোখ পাতি প্রেম শোভ। আমাৰ একটো টেপৰয়ান  
লেগোৱ বৃদ্ধিনৈৰ সহ্য। তব আমাৰ শৈৰ্ষ ঘাকেন  
যাৰ সমষ্টিৰ বা কৰ?"

তাতে খোখে গোড়া আস্তাৰ কথাটো ডাক্ষিণ্যা  
শব্দুন্ত নিজেৰ কুকিলজ্ঞানৰ তাৰ একটো বৈকুণ্ঠ  
এবং মেটি কুলাম আছাদ সব দিক প্ৰেছকৈ পথৰ অৱকাশ।  
অৱশ্য এই উপনাম পিছুত একুতে কোৱনও দিব। তাৰু তাৰ  
গোপনীয় গুহ্যনু দ্বেকৈ একো ইই কূলিমুলেন। মেটি  
নেই কুবলৈ কুশাম প্রজ্ঞান কোৱার পুৰ নিষ্ঠুতে মারনু ইয়ে  
তাৰ ভেনোকেনায় কোণ ইন্দ্ৰেন। বৰ্ণনা ভজ ইয়েনু শোভ  
তা কোৱে ইয়ি আৰম্ভত লাঢ়ুৰি।

বৰ্ণনা দক্ষীত আমলেন এই সমষ্টিতাৰ,  
ইটো আৰ আমোদ কুমুদ কুল। স্মীৰু চমাহাসাৰু  
ভৰ মানও এস শাপিৰু। আদেৱ আমানন ডেনিতুন  
পাবিবাবিক দেনুন পতিকা 'পুনিত শাঙ্গিৎ' এৰ চিপে  
মাধ্যু দক্ষ কুল এৰ সন্ধানিকা কুমুদ আহমেতিয়া  
মেও বৰ্ষিৰ কুমুদিয়া প্ৰেক ঐনেছ। কাজৈ তাৰ উইমার  
প্ৰাপ্ত বৰ্ষা দৃঢ়া। আমাদেৱ একো আৰে কুমুদী  
ডেজীল বিকাল মানা কোৱ এক অঞ্জত কোবনে  
বৰ্ণ কৰু পুনৰ চৰে আদেৱ তাৰ ডাটেনে  
কাটো। আস্তাৰ বসলেন, 'সহৰ কোৱে দেৱেৰ পুনিৰ  
পৰ বৰ্ণন দেশ্যান প্ৰেক বৰ্ণ কোৱে আৰু আমান  
এস' পৰ্বতে।

তারপর বললেন, ‘বেশ হইছেরে, আমার খুব ভালো লেগেছে, রূপুর ডাইরির অংশটা পড়তে পড়তে চোখে পানি এসে যায়। আমারও একটা উপন্যাস লেখার বহুদিনের স্বচ্ছ। তবে আমার ধৈর্য থাকে না আর সময়ই-বা কই!'

রাতে শুয়ে শুয়ে আব্বার কথাই ভাবছিলাম। সম্পূর্ণ নিজের পরিকল্পনায় তার একটা বই ছাপাব এবং সেটি ছাপায়, প্রচন্দে সব দিক থেকেই হবে অনবদ্য। অবশ্য এই ভাবনার পিছনে একটু কারণও ছিল। আব্বা তার সামান্য সঞ্চয় থেকেই একটি বই ছাপিয়েছিলেন। সেটি সেই কারণেই ছাপায়, প্রচন্দে, কাগজে খুব নিকৃষ্ট মানের হয়ে তাঁর মনোবেদনার কারণ হয়েছিল। রচনা ভালো হওয়া সত্ত্বেও তা কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি।

রহুল মামা বেড়াতে আসলেন সময়টাতে। হইচই আর আমোদ চরমে উঠল। সোনায় সোনাপুর মতো নানাও এসে হাজির। তাদের আগমন উপলক্ষে পারিবারিক দেয়াল পত্রিকা ‘সুনিলিত সাগরিত’\* এর বিশেষ সংস্করণ বের করল এর সম্পাদিকা মমতাজ আহমেদ শিখু। সেও ক্ষেত্রে কুমিল্লায় থেকে এসেছে। কাজেই তার উৎসাহ প্রায় বল্লা ছাড়া। আমাদের খাঁটি আনন্দে কিছুটা ভেজাল মিশল। মামা কোনো এক অঙ্গাত কারণে রাগ করে খুলনা চলে গেলেন তার ভাইয়ের কাছে। আব্বা বললেন, ‘সবুর করো দেখবে দুদিন পর রহুল সেখান থেকে রাগ করে আবার এখানে এসে পড়বে।’

\* পারিবারিক পত্রিকা, কারো জন্ম বা বিয়ে উপলক্ষে প্রকাশিত হয়। নামটি হুমায়ুন আহমেদের দেওয়া।

৭১

নানাও চলে দেশবন্ধুর পুত্রনা পুত্রো মজেই শোভেন।  
ওদিকে কাছেলা প্রাণ নিষ্ঠে দস্তাহ। ১০৮ বছো  
বলা দল শোভ পুত্রীয় আব প্রাচীনুর জেষ্ঠ  
উকটো অবস্থায় রহমান। ৩৫মজা ইন্দ্রান্তুর বাজি  
রিমেটান রিমাটিমা। আমার সব ঘোষণ ইমে পুর  
আবাব পরীক্ষা দিতে ইচে টেবে। প্রেম, কিন্তু  
ইকবালও কুমা কালো করে গুড়তে জামলো সব  
গুচি রিমু যাবে আবাব হোস্টেলের নিয়ন্ত  
এক চঞ্চে তৌবৰ।

২৫ সব সমাপ্ত

নানাও চলে গেলেন খুলনা; খুশি মনেই গেলেন। এদিকে ঝামেলা প্রায় মিটে গেছে। VOA থেকে বলা হলো শেখ মুজিব আর ইয়াহিয়ার ভেতর একটা আপোষ হয়েছে। ক্ষমতা হস্তান্তরে রাজি হয়েছেন ইয়াহিয়া। আমার মন খারাপ হয়ে গেল আবার পরীক্ষা দিতে হবে ভেবে। শেফু, শিখু, ইকবালও মুখ কালো করে ঘুরতে লাগল সব ঠিক হয়ে যাবে— আবার হোস্টেলের নিরানন্দ একঘেঁয়ে জীবন।

(২য় পর্ব সমাপ্ত)

কে উঠিল সত্যি সত্যি। অবশ্যই আলচবাল বিছাই কেবুঁ  
কেবুঁতে গুচি দাবিদাপ্তা সমস্ত কৃত অভিযন্ত্র প্রাপ্ত  
জন জীবিকা।

পড়ো বাল হৈ হৈ কল খুম আললা।  
অভিযন্ত্র রেলিমোবাল প্রদর্শক দৰ্শকে চলেচাই। বাইধে  
বাল লালকে পদচারণা। ঝোঁকে ঘোঁসা—

"ভাবিলান ভাবিলান; সরাই আলুন থানার  
মানুন রাখিব কোন। ভাবিলান ভাবিলান"

আবু আগাই কলিমান। আকুও উঠেছে। কেবুঁ কেবাল  
বিশুণু-বু শুষ্ণত কেলেছে। আমি আকু আবু কেকাল  
কৌবু কুলবাল আলাম। সুন আগু অভিযন্ত্র খালা  
পুলাবু বকাল। কু কু কু কু, থানাব প্রামাণ  
অলকে জড় রেখেছে, সামাজিক স্ট্রাকচাৰ কি জানি  
কি দল।" দেখ কোর্পুলিন থানাব ওঁড়ি মার  
আলাল কেবুঁ আল গোলেন window operator এই  
শব্দে। দেখাল সমস্ত কুলেন কেবুঁ ইলেন অঘো তেকে  
দেখে সনে রেখুন একটো কেবুঁ আলুন রেড়ি রেখেছে।  
কেবুঁ গুলামু বেলুন window এ পথের এসেছে  
মেলিটোকুবু হাতাহবাগ পুরিগ কেবুঁ কোমার্টেড় আলান  
কেবুঁতে। পুনৰামু জড় পুরিগ কোর্ট পিছে  
আছে। কুমিল্লায় পুরিগ কুমার্টেড় dead, চিতোরাই  
কুমুল পুরিগ কেবুঁ। কিন্তু কেবুঁ এটো রেড়ি কেবুঁ  
শুধু পারচুনো।

ঘাড় উঠল সত্যি সত্যি। অবরুদ্ধ জলতরঙ্গে বিক্ষোভ তৈরি করতে সৃষ্টি  
পরিকল্পনা সফল করতে এগিয়ে এলেন লে. জে. টিক্কা।

গভীর রাতে হইচই শুনে ঘুম ভাঙল। অফিসের টেলিফোন  
অনবরত বেজেই চলেছে। বাইরে বহু লোকের পদচারণা। মাইকের  
ঘোষণা—

‘মহাবিপদ, মহাবিপদ, সবাই আসুন থানার  
সামনে হাজির হোন। মহাবিপদ মহাবিপদ’।

আবৰা আগেই উঠেছেন। আস্মাও উঠেছেন। শেফু, ইকবাল,  
শিখুর ঘুমও ভেঙেছে। আমি আবৰা আর ইকবাল দৌড়ে চললাম  
থানায়। সঙ্গে আছে অফিসের পাংখাপুলার রশীদ,\* রাত তখন দুইটা।  
থানার সামনে অনেকেই জড়ো হয়েছে শ্রিবাই ভীত সন্ত্রস্ত ‘কি জানি  
কি হলো।’ বেশ শীত করছিল। থ্রিপার O.C র সঙ্গে আলাপ করে  
আবৰা গেলেন wireless operator-এর ঘরে। সেখান থেকে যখন  
বের হলেন তখন তাকে ক্ষেত্র মনে হচ্ছিল একটা মরা মানুষ বের  
হয়েছে ঝুন্ট গলায় বল্জেম, wireless-এ খবর এসেছে মিলিটারিরা  
রাজারবাগ পুলিশ হেড কোয়ার্টার আক্রমণ করেছে। খুলনায় তারা  
পুলিশ লাইন ঘিরে আছে। কুমিল্লার পুলিশ ওয়ারলেস dead, চিটাগাং-  
এ তুমুল ঘুন্দ চলছে। কিন্তু কেন এটা হচ্ছে কেউ বুঝতে পারছে না।

\* পরবর্তীকালে পরিবারকে অনেক সাহায্য করেছে; একান্তরের পরে আর খোঁজ  
পাওয়া যায়নি।

৩৩

চাহিদেকে লাগে কানুন। কেবল বলেছে ভজনানন্দ  
যাচিন ইমারিশ্যানকে দেখতে কেবল। কেবল বলেছে  
সেন্টেন্সের উচ্চে সচেতন লেখাছে। কেবল বলেছে  
টোপ মুগিব টকে স্বতি করে দেখে দেখে তাই  
কামনা আবার অভিক বেরে আবেগিকার পোন  
পেল জেনেছে।

মেই প্রাপ্তি দেখুন কানুন কৃষ্ণ  
নেক স্টেনো আহ দেখুন পানু রাধু দেশিয়ার বাপ  
যাদে দিয়ে না আমার পাপ। নেক পুরুলী হাস্তান  
ব্যাস্তিকে দিল। বলোড় তাদেু সহ পীড় পাবুল।  
কোম্পান আভিজ আবু দেখাবু নথে কোর দ্বা দেওয়ি  
বিল সবাই কই তিনি নেই একটোম দমদাৰ  
দেখে চলেছে। আচিন স্লার যোকালামনী  
জন্মে দেখো কুণ। দেখো তোম প্রাপ্তি  
অনুসীম চলেছে। এত দেখো দিয়ে আবেগ আ  
কোর প্রবৃত্ত হৈ।

প্রকাশ পত্রিম ভাষাবিক বিদ্যোৱাসনী  
প্রচারিত দ্বা। প্রজাপুন ছামো দিলেন অগাঢ়োটোনু  
“..... কোর মুগিবকে বিনা বিচারে  
আচিন দেৱ দেবৰা। আঠজামী দেবৰ  
আঞ্জা। আওয়ামী লিঙ পিমিঙ্ক দেখোমা  
বস্তুজাম। অৰু আবার দেবা প্রেরিক  
দেমনা বাহিনী তাদেু পুরু সুনাম অভিজ  
দেখেু দেশকে শান্ত মুক্তি কৰতে পিমামে  
প্রমৈয়ে .....”

চারিদিকে নানা জল্লনা। কেউ বলছে জেনারেল হামিদ ইয়াহিয়াকে গ্রেফতার করেছে। কেউ বলছে সৈন্যদের মধ্যে গঙ্গোল লেগেছে। কেউ বলছে শেখ মুজিবকে গুলি করে মেরে ফেলেছে তাই এ-বামেলা। আবার অনেকে বলছে আমেরিকার প্রিন ট্রুপ নেমেছে।

সেই রাতেই খেয়া বন্ধ করতে লোক ছুটল যাতে খেয়া পার হয়ে মিলিটারি বাগেরহাট দিয়ে না আসতে পারে। লোক ছুটল রাস্তায় ব্যারিকেড দিতে। রশীদও তাদের দলে ভীড়ে পড়ল। কোলাহল আতঙ্ক আর হতাশার মধ্যে ভোর হলো। রেডিও ধরল সবাই। কই কিছু নেই, একটানা সেতার বেজে চলছে। আতঙ্কিত লোকজন আকাশবাণী শুনতে চেষ্টা করল। সেখানে রীতিমত প্রভাতী অনুষ্ঠান চলছে। এত সব যে হয়ে যাচ্ছে তার ক্ষেত্রে খবর নেই।

সকাল দশটায় সামরিক নিদেশনাবলি প্রচারিত হলো। ইয়াহিয়া ভাষণ দিলেন এগারোটায়—

‘... শেখ মুজিবকে বিনাশবচারে  
আমি ছেড়ে দেবোংস্মি। আওয়ামী লীগ দেশের  
শক্র। আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ ঘোষণা  
করলাম। এবং আমার দেশ প্রেমিক  
সেনাবাহিনী তাদের পূর্ব সুনাম অক্ষুণ্ণ  
রেখে দেশকে শক্রমুক্ত করতে এগিয়ে  
এসেছে...’

৭৪ ১৯

চারিদিক থমথম করছে। যাতে বুকের উপর চলা  
বন্ধেছে। এই হুমি মেলিটো এসে পড়ল। আবু  
ইস্মাইল। S.P. বিকাল নিম্ন। সাকিশুর দণ্ড  
যেকে অধ্যন অন্তর্ভুক্ত নাও পুরুষ আব হামদ  
প্রচারিত হাঁড়।

পুরুষ আবুগুলু বলে বহন বন্ধে প্রুণজিটোর  
বীভৎ। একি কবলা দেখে দাঁড়ি না। রকমকাঙা মেলেন-  
বৈশু দেখেছি। ইয়াও লোভার দেখেক সীতিকা অনুভূতির  
প্রচার। বঙ্গ দেখে ইয়াও বলা ইল পুরুষকাম,  
শুষ্মান উফ রচাইছে। পুরুষ সাকিশুর দৃষ্টিমুল, পুরু-  
বাঁচা বেগিমেট, পুরুষ সাকিশুর পুলিশ, পুরু-  
সাকিশুর আবশানুস, পুরুষ সাকিশুর শুজায়ান  
বুক্স প্রচিমেষি সংগ্রামে পুরুষ। তাহার  
বীজার জন রেখে বিবেকগাঁও "আমারু রেখারু  
বাঁচা আবি তা কান্দারি",

বিকে প্রাণবাতিশুরু পুলিশ আবকান  
দেখেকে বলা ইল EGR এন্ড জোয়ারু এবাল  
পুরুষ মেলিটোরু মেবেহু কলো কবেহু পাবে মালকা  
তাবা অগিছু চলচু ফুলিশু দিকে। আবো পুরু-  
সাউচু চান পুরুল লক্ষ্মু উলচু ফুলিশু, চিটাসু  
আবুজুরু অত কাটেলা আবু একৌ দিন। ২৫ অসিক  
বাজে দুরতিশু এব শুবার্মু অন্ত কোন মিদেশী  
মেলান পুরু বল ইয়াও অতে পুরুশ সুমীন  
বাঁচা দেখারু দেখু। আবাহু সম্পুর্ণ উপরে  
চুটেক লাগলা। বাঁচা উপর তুমুল টেকেল উপরে

চারিদিক থমথম করছে। আতঙ্ক বুকের ওপর চেপে বসেছে। এই বুবি মিলিটারি এসে পড়ল। আবৰা হতবুদ্ধি, S.P. বরিশাল নিশুপ। পাকিস্তান রেডিও থেকে তখন অনবরত নাত-এ রসূল আর হামদ প্রচারিত হচ্ছে।

দুপুরে আচ্ছন্নের মতো বসে রয়েছি ট্রানজিস্টার হাতে। কী করব ভেবে পাছি না। কলকাতা স্টেশন ধরে রেখেছি। হঠাতে সেখান থেকে গীতিকা অনুষ্ঠান প্রচার বন্ধ রেখে হঠাতে বলা হলো পূর্ব বাংলায় গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছে। পূর্ব-পাকিস্তান রাইফেলস, পূর্ব বাংলা রেজিমেন্ট, পূর্ব-পাকিস্তান পুলিশ, পূর্ব-পাকিস্তান আনসারস্, পূর্ব-পাকিস্তান মুজাহিদস দুর্জয় প্রতিরোধ সংগ্রাম গঞ্জ তুলেছে। তারপর বাজান হলো সেই বিখ্যাত গান ‘আমাৰ সোনাৱ বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।’

বিকেলে ব্রাক্ষণবাড়িয়ার পুলিশ ওয়ারলেস থেকে বলা হলো EPR-এর জোয়ানরা ধূঢ়ানে প্রচুর মিলিটারি মেরেছে বন্দি করেছে আরো অনেক। তারা এগিয়ে চলেছে কুমিল্লার দিকে। আরো খবর পাওয়া গেল তুমুল লড়াই চলছে কুমিল্লায়, চিটাগাং-এ। আচ্ছন্নের মতো কাটল আরো একটি দিন। ২৮ তারিখ রাতে রেডিওর নব ঘুরাছি যদি কোন বিদেশি স্টেশন কিছু বলে হঠাতে শুনতে পেলাম স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। শরীরের সমস্ত রক্ত উত্তেজনায় ফুটতে লাগল। বাইরে তখন তুমুল উত্তেজনা, তুমুল

৭৪  
৭৫

প্রশ্ন করে টেকে "গুরীন বাবা রবজু, সুরীন বাবা  
বেতামু!" অন্ধা গবাহুড়ে অনুস্থান অথবা আগুন  
চিমু ছাপা!

"..... তবা জামেনা আমেন কি চোলা! জামেনা  
EOR কি কিনিম? জামেনা উদ্দু পুঁৰি সিল  
বিদ্যুৎি! শুভ্র শুভ্র চলাই! তামু অমাদেনু সুরীনু  
এই দোষ অনুকোলটো বাস্তিবেনু চুক্ষ আৰু ড্রামা  
হোলামু কি আনন্দের মণিগাঢ়ী বা এম দিল।  
আকুল অড়াবি নাতিমান কৈতোই কৈলাল আনন্দ।  
বিদ্যুৎি • Central দে রবামু তাই সিলে কুকুকু  
অল্পমা কুকুকু। রবামু বাহু রকামু তাই সিলে  
রাখি বিদ্যুৎি কৈতো বলাই রবামু গালি কৈতো বলাই  
মিলে। মিলি কৈতো কৈতো "গুরীন বাবা  
তামু" তামু বাবামু

মুলনা কৈতো অকৃত সব ঘৰনু পাওয়া।  
বাহু হেবু কৈতো দুর সব কে জাল তবে তা  
যৈকে পারিকুরোচি হৈবু একটো কিনিম তা রুল বাস্তোলো  
জাতুজা রবারি। ঘৰনু সুলি আন নাতিমা শামি  
শামি শুধু এম দাহিদু প্রাকে। জাস্তো এই  
রুক্ম দুর একটো ঘৰনু জানি তবে মনু গোলু  
বলবো লা। আমেরা জানতে চাই 'কি ঘৰনু নাতিমা  
তামু' তখনই যাত লা রাহু নাতিমা জাতেন্দু  
ঘৰনু বলা কৈতু নিমু। দু একটো ঘৰনু এই বিশ্বলু

হইচই ‘স্বাধীন বাংলা বেতার। স্বাধীন বাংলা বেতার।’ অল্প সময়ের অনুষ্ঠান অথচ আগুন দিয়ে ঠাসা।

‘... ওরা জানে না আমরা কি চিজ। জানে না EPR কি জিনিস? আমরা ওদের টুটি টিপে ধরেছি। তুমুল যুদ্ধ চলছে। জয় আমাদের সুনির্দিষ্ট। এই ছোট অনুষ্ঠানটা বাঙালিদের চরম আর ভয়াবহ হতাশায় কি আনন্দের সওগাতই না এনে দিলো। আবার অর্ডারলি নাজিমত কেঁদেই ফেলল আনন্দে। রেডিও centre-টা কোথায় তাই নিয়ে জল্লানা-কল্লনা। ঘোষকের বাড়ি কোথায় তাই নিয়ে বাজি ধরাধরি। কেউ বলছে নোয়াখালি কেউ বলছে সিলেট। মিছিল বের হয়েছে ‘স্বাধীন বাংলার জয়’ ‘জয় বাংলার জয়।’

খুলনা শহরের অস্তুত সব খন্ডক পাছিছি। কারা তৈরি করেছে সেসব কে জানে তবে তা থেকে পারস্ফুটিত হচ্ছে একটা জিনিস তা হলো বাঙালি জাতীয়তাবেশী খবরগুলো আনে নাজিম। হাসিহাসি মুখে এসে দাঁড়িয়ে থাকে ভাবটা এই রকম যে একটা খবর জানি তবে মরে গেলেও বলব না। আমরা জানতে চাই ‘কী খবর নাজিম ভাই’ তখনই হাত পা নেড়ে নাজিম ভাইয়ের খবর বলা শুরু হয়। দু একটা খবর এই ধরনের :

গোলুনা শাহচুরু সদৃশ হৃষিকেশ টক চেন এব বন্ধু  
আঙুরচুরু তাল দেল কলৈ দিছেছে। এখন শুকান  
মেলিটোরু অধিন পাশু হচে যাবেছ অথবে পা  
পিষ্ঠল পাখুন্ত সন্ম।

২। প্রেক্ষ বনে গুলাভলি চলছে। একদিকে পাখির  
মেলিটোরু অন্যদিকে বাজানো ওঁ-ওঁ-ওঁ। আৰু ।  
কামুক পুরাতেরু লোকু চকে চকে পিল  
হোম পাখিল দিয়ে নিয়ে নিয়ে মেলিটোরু  
ডুঁড়ে পাতি চপি কচু। মেলিটোরুজ্জিবি  
হোম হোম কচু অবুছে।

৩। একদল মেলিটোরু যাইছিল হৃষিকেশে।  
পরে লয়ে পাশু পাশু এক পাকলৈব চাকেরু  
উসুরু। এটো কি দু বাবু! কাকে হোম এন্তো?  
শিশুর অভ্যাস প্রাণীল, কাকে সৌকে  
চিকুল ডেক কে কেল শুকান জিন দেশিপোরু।  
ঘোর এব তুলু ছুজত আবু চুজুরু।

চিক এই সমু আঢ়ানো লিগ দেবার অবিবেচনাপুর  
একটো বড় ঝুন শব। পিয়েজাপুর দেজাবী রেকে  
জাঙুরৈ অঁ হুইয়েল ঝুঁট ইচু টোল। মাহু  
শুনুন্ত প্রমাণু কুম্ভ আঢ়ানো লীগ দেবার  
দেবার দেবার। পুনিমেন্ত শুল সাক্ষৰ আঢ়ান  
বচু টোল আসমারীবুনেু। আঢ়ানো লীগ দেবার  
শুল সহশুমা পুনিম পৰ্বত বিমোক্ষে সতীদে  
বিচু দেবার আঢ়ানু

১। খুলনা শহরের সদর রাস্তায় কে যেন একবস্তা অড়হড়ের ডাল  
চেলে ফেলে দিয়েছে। ফলস্বরূপ মিলিটারি যখন পার হতে যাচ্ছে।  
তখনই পা পিছলে আলুর দম।

২। ট্রেঞ্চে বসে গুলাগুলি চলছে। একদিকে পশ্চিমা মিলিটারি  
অন্যদিকে বাঙালি ই.পি.আর। কায়ার বিগেডের লোকরা তক্কে তক্কে  
ছিল হোস পাইপ দিয়ে দিয়েছে মিলিটারির ট্রেনে পানি ভরতি করে।  
মিলিটারিগুলি হাঁসফাঁস করে মরছে।

৩। একদল মিলিটারি যাচ্ছিল রাস্তা বেয়ে। পথে নজর পড়ল  
এক ভিমরঞ্জের চাকের ওপর। এটা কী রে বাবা? বোমা নয়তো?  
মারল সেখানে এক গুলি। ঝাঁকে ঝাঁকে ভিমরঞ্জ উড়ে এলো। ফল  
স্বরূপ তিন মিলিটারি খতম এর ভেতরে জন আবার মেজর।

ঠিক এই সময় আওয়ামী লীগ নেতার বিবেচনায় একটা বড়ো  
ভুল হলো। পিরোজপুর ট্রেজারি থেকে আড়াই শত রাইফেল লুট হয়ে  
গেল। যার সুদূরপ্রসারী কুফল আওয়ামী লীগ নেতারাই দেখে  
গেলেন। পুলিশের সঙ্গে সম্পর্কও খারাপ হয়ে গেল জনসাধারণের।  
আওয়ামী লীগ নেতার সঙ্গে মহকুমা পুলিশ প্রধান হিসেবে মতভেদ  
হয়ে গেল আব্বার।

বাণিজেজ শুনি ছিল আমরাহুদের। পিছে দৃশ্যালু হোস্ট  
 আমরাহুদের পিছে দেশে ইবে। তারই সমস্ত আমরাহুদের  
 মাঝে অভিকাবু অব্রেই আপু কেবল প্রস্তুত। তাদের পাশেরা  
 ইবে বাগের ঘাট। মাঝে কাশার ডোকু এবং EPR কাষটা  
 আছাই তাদের সকল বিলিত হচ্ছে পুরুষের দৈলিটোকু  
 দেশে উপর আগমন চালাবে। গুণীয়া পুরুষ, বিলিত  
 মাঝে ধৈরেক পুরুষ বলে নিষেকের প্রাণী সুবিহুত কাবু  
 হৈবে মাঝে দৈলিটোকু আগমনের মনুচিত তাৰু  
 দেওয়া যাবু। এইকাল হোস্ট আজোকুন সাধাৰণ চৰকৈ  
 চিক অভিন আওয়াজো সোপার ডাচোম পৰিমদের নির্বাচিত  
 পোম্প অন্যান্য প্ৰমত এক লক্ষ্য আ ঠিক লোক নিষে  
 কুজাবু দৈলিত বৰ্তনেন। ৩৬ কে যোৱাৰে police  
 মাঝে কেজাবো পুন বাত লাগাবিব তাৰু কি বৰে  
 তেবে চৰকুন না। বাবা দোকু দোকুন দৈলাস  
 বনালুন এই তাৰে কোজ ডাকাতু প্ৰাতে পাথু তাৰ  
 পুৱাফিল হচ্ছে। বসুকু আকৰ্ষণ কৰিব। আমাদেৱ  
 বিশ্বাস কৰু দোকুন। দোকুন লৌ হচ্ছে দোকু।  
 অব্রে দোকু দীনৰ পানচাকা এবং দোকো বাণিজেজ আৰু  
 হুই পথাবু রাতেক পুনিকু চলে দোকু ডাকাতু  
 হাত। এইক বনা বাবুনি এবং কোজ পৰিবহকুন স্বৰূপ  
 আওয়াজো লীগোৰ এই কুল চালে সৰাক পুৱা হচ্ছে  
 দুচ্ছেন। কুজাবু সাতৰু কুল আৰু পুৱাখৰ মৰ্দৰু  
 দুশা কুল যোৱাৰে police খালিটা দোকু পৰিবহৰ।

রাইফেলগুলো ছিল আনসারদের। ঠিক হয়েছিল সে-সব আনসারদের দিয়ে দেওয়া হবে। সেই সমস্ত আনসারদের, যারা সত্যিকার অর্থেই যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। তাদের পাঠানো হবে বাগেরহাটে। সারা রূপসার তীরে যে-EPR দলটা আছে তাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে খুলনার মিলিটারিদের উপর আক্রমণ চালাবে। স্থানীয় পুলিশ, বিভিন্ন থানা থেকে পুলিশ এনে নিজেদের ঘাঁটি সুরক্ষিত করে রাখবে যাতে মিলিটারি আক্রমণের সমুচিত জবাব দেওয়া যায়। এইরূপ আলাপ আলোচনা যখন চলছে ঠিক তখনি আওয়ামী লীগের জাতীয় পরিষদের নির্বাচিত সদস্য এনায়েত হুসেন শ তিনেক লোক নিয়ে ট্রেজারি ঘৰাও করলেন। ১৬ জন armed police যারা ট্রেজারি দিন রাত পাহারা দিত তারা কৈফেরবে ভেবে পেল না। আরো দৌড়ে গেলেন সেখানে বললেন, প্রতিভাবে রাইফেল ডাকাতের হাতে পড়ে মহা মুশকিল হয়ে যাবে বন্দুক আমরাও ধরব। আমাদের বিশ্বাস করো তোমরা। রাইফেল লুট হয়ে গেল। এবং সেই দিনই পঞ্চাশের বেশি রাইফেল আর দুই হাজার রাউন্ড গুলি চলে গেল ডাকাতের হাতে। এবং বলা বাহ্যিক এর ফল পরখ করল সবাই। আওয়ামী লীগের এই ভুল চালে পুলিশ সবাই ক্ষুদ্র হয়ে উঠল। ট্রেজারি গার্ডের ১৬ জন পুলিশের মধ্যে দশ জন armed police পালিয়ে গেল পরদিনই।

মান আৰ টেঁত আড়ত ঢাক্কে পেকে একতন ছুটে আৰ  
কৈবল্য সুলিলা সহজে থাকলো। অনু কি কৈবল্যেন ভৱে  
পেলেন বো। বিকালে এম. পি জানালো ওশুভৱম  
কৈবল্য সংযোগ পৰিষ্কারে নিলেও কৈবল্য চলেন।

পিকাঙ্গাপুরে তথ্য চুম্বন বিশুদ্ধিতা।

বাইশেণ রাতে দাহলো মজা তত্ত্ব শুনে দেখালো।  
দোকান পাঠে মেঢ়ক জোড়ু কচে জিবিম পতা  
নিম্ন জামাদো। চাঁচা উঠানে দাঁড়ু বড় আড়।  
চাকাড়ি শুনু রঁধুবাদ আনে পাখেন্তু স্বামূলিকতা।  
আওয়াজে লীসেনু সালু নকশালোক বিদ্যুৎ সুন্দরিতা  
হয়ে। রেছেবে-হিলু রেখে পাখামুক্তি বন্দুক হাতে  
পেছু সুবো লেগ। অবৃত্ত অবৃত্তি হয়ে উঠ  
গঙ্গাত। বিজেম কুকু নকশাল আওয়াজি লেগ বিদ্যুৎ  
আওয়াজে লেগ। তু মুখে ডেক্কাত মাঝে পুর  
তথ্য এক সু আনন্দ তাহু। নকশালেন্তু  
কুখ্য হয় অমাদেবুটো আনন্দই দেশভু। কাব্যব  
বিকালেন না শুনু কুল তা মুকি সংচার বিপ্লবক  
কুচি কুলে। চাঁচা পানুলু, পেনুলু, ককুমিৰ চাল  
তাল, রেল, অকলো ইচাপি মাঝু কুপাই মদে হচ  
নোগলা তাঁই তাঁৰ জোতে জোগলা পৰ্বত প্রমাণ।  
মগন্তুই বন্দুক দেশিয়ে। অভিষ্ঠ হয়ে উঠেন সুবো।  
সুবোরো অভিসারু হল আদেবু দেশের পুতুল।  
বন্দুক হাতে তাদেবু সিদ্ধে যাইছু তা কুবাতে  
নোগল। প্রকটো উদ্বাধারণ দিয়ি,

থানা আর টাউন আউট পোস্ট থেকে একজন দুইজন করে পুলিশ সরতে থাকল। আব্বা কী করবেন ভেবে পেলেন না। বরিশালের এস.পি জানালেন ওয়ারলেস করে সংগ্রাম পরিষদের নির্দেশ মেনে চলেন।

পিরোজপুরে তখন চরম বিশ্বাস্তা। রাইফেল হাতে ছেলেরা যত্রত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। দোকানপাট থেকে জোর করে জিনিসপত্র নিয়ে আসছে। চাঁদা উঠানো হচ্ছে বড়ো হাতে। ডাকাতি শুরু হয়েছে আসেপাশের গ্রামগুলোতে। আওয়ামী লীগের সঙ্গে নকশালদের বিরোধ ধূমায়িত হচ্ছে। নেতৃত্বের চিহ্ন নেই কোথাও। বন্দুক হাতে পেয়ে সবাই নেতা। অবস্থার অবনতি হচ্ছে দ্রুত গতিতে। বিশেষ করে নকশাল-আওয়ামী লীগ বিরোধ। আওয়ামী লীগ বলছে দু-দলের উদ্দেশ্য যখন এক তখন এক সঙ্গেই আসতে তারা। নকশালদের কথা হলো আমাদেরটা আমরাই দেখবাপ্তারপর নকশালরা যা শুরু করল তা মুক্তিসংগ্রামকে বহুলাংশে প্রকৃতি করল। টাকাপয়সা, পেট্রল, কেরসিন, চাল, ডাল, তেল, মশলা ইত্যাদি যার কথাই মনে হতে লাগল তাই তারা জমাতে লাগল পর্বতপ্রমাণ। সমস্তই বন্দুক দেখিয়ে। অতিষ্ঠ হয়ে উঠল সবাই। সরকারি অফিসাররা হলো তাদের খেলার পুতুল। বন্দুক হাতে তাদের দিয়ে যা ইচ্ছা তা করাতে লাগল। একটা উদাহরণ দিচ্ছি—

৩৯

তব ন পোর দিতে অকাল মকশাল চেলে ছাপিয়ে  
বল বাস্তু। তাহের স্বরে রাতেই বাঁচেন। কি কাহি?  
আঢ়াকে দ্রুকার। মোকা ভৱিষ্য প্রসন্ন।

মজুম: চাচাজাম (আঢ়াকে চাচা আকতো আদের স্বাক্ষর)  
আমরা একটো কুকুর কাজে এসেছি আপনার কাজে  
আসো কি বাস্তু?

মজুম: আগনি আগনাদের একটো ঘাঁটে টেলিফোনে  
গোপ্য করে দেবেন আর আগনাদের রে  
ভ্যারিমেন্ট আছু স্মৃতি আগনাদের স্মৃতি  
দেবেন।

আকতো: বল কি?

মজুম: চাচাজাম আমি আলাকে কৃতেই দিব।

মজুম হোক কোথা আসা উদ্দেশ একটো আঢ়াকে  
টেলিফোনের কাছে করে দিলেন—ইংরিজীয় শব্দ  
কে বল। উচ্চারণের আবশ্য বুঝু দেখ।

মজুম যোক বাজুক রাতে দেবেন প্রথম শব্দ  
মংধরাণ্ড কৃষ্ণে আদের স্বরে ইটে দেখল  
বেজিটের 2nd ছেমচেটে তিনি আর একজার  
দেশে অভিনাদের সান খুবই দেখো। কেমজুক  
দিক দেকে স্থায় কৃষ্ণের সোনি হাতা এবং  
আর ভুন কোর্চ অভিমন্ত দিয়ানুর বৃহজান।

রাত ন টার দিকে একদল নকশাল ছেলে হাজির হলো বাসায়।  
তাদের সবার হাতেই রাইফেল। কী চাই? আর্বাকে দরকার। আর্বা  
বেরিয়ে এলেন।

ফজলু : চাচাজান (আর্বাকে চাচা ডাকত তাদের সবাই) আমরা  
একটা জরুরি কাজে এসেছি আপনার কাছে।

আর্বা : কী কাজ?

ফজলু : আপনি আমাদের একটা প্রাইভেট টেলিফোনের ব্যবস্থা  
করে দেবেন আর আপনাদের যে-ওয়ারলেসটা আছে সেটা আমাদের  
দিয়ে দেবেন।

আর্বা : বল কী?

ফজলু : চাচাজান সেটি আপনাকে ক্ষেত্রেই হবে।

যাই হোক শেষ পর্যন্ত আর্বা ওদের একটা প্রাইভেট  
টেলিফোনের ব্যবস্থা করে দিলেন ইঞ্জিনিয়ার T & T-কে বলে।  
ওয়ারলেসটা অবশ্য রয়ে গেলো।

যাই হোক বন্দুক হাতে ছেলেদের প্রথম যারা সংঘবদ্ধ করল তাদের  
মধ্যে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের 2nd লেফটেন্যান্ট জিয়া আর একজন  
নেতৃত্ব অফিসারের দান খুবই বেশি। বেসামরিক দিক থেকে সাহায্য  
করলেন আলী হায়দার খান আর তরুণ ফোর্থ অফিসার মিজানুর রহমান

Training Camp খেলা ইল। পুরুষদের কর্তৃ সভি  
কর্তৃ অধীক্ষিত চাল training দাখু ইল। কিন্তু  
ইতি অধীক্ষিত কর্তৃ দের পথ দাখু। আকাশের দুর  
বন্ধুক হাতে কাম প্রাণ দেখে প্রামাণ্যে অত্যাকার  
চালিমু আছে। পুরুষ তাপ্ত পিঙ্গ পিঙ্গিক দাখু।

আলো হয়েছু প্রানেক দেখে মহকুমা  
আকাশের আচি বক্সার জাতে একটো কবিতা  
গঠন করা ইল আজ। আলো প্রানে আচি বক্সা  
জেন্টে পিঙ্গিকাদিমো গঠন করু দেখাতে লাগলা।  
জাতে শায়ানের জাত দিন পুরিতের মতো হোট।  
মে দুর্দান্ত দাখু জাতে জাপি নৈব আলো হয়ে  
কেটে পিঙ্গিকাদে, দুর্দান্ত জাপি কস্টেল, আলো  
শিখদের এর ভালে বাসন প্রানে আচি বক্সা বৈশি  
রেখে। কাপাক্ষে দিন প্রামাণ্যে পুরুষ পিঙ্গ  
দেখে আম দেখে আমের পুরুষ দেখাতে জাতকার  
জাত, অবস্থা এর দেখালের আলো কেড  
পেনেকুল দিন দেখে আলো সিংহের এর কাপাক্ষে  
আম সশ্রদ্ধ আচি করা।

দেখাপাল পিঙ্গিকে জাত্য পিঙ্গিক জু  
রিদে হো। সশ্রদ্ধ বহ দে পিঙ্গিক আলোতি  
রিদে সাক্ষি। তাকাতি হাজা আছো আলেক  
পুর্বগি আপার ইচ্ছি। উষালো হালাক  
জুপিন্দ্রে বাস বহুমো দেখে দেবে তার চারাদের  
ন্যায়ে করে দাঢ়ি করে কুণ্ডা দেখে পুরু  
করে, সংসা করে পিঙ্গ পাখু দিন পুরুষ।

Training camp খোলা হলো। সুসংঘবন্ধ করে সত্যিকার অর্থেই ভালো Training দেয়া হলো। কিন্তু ইতিমধ্যে বড়ো দেরি হয়ে গেছে। ডাকাতের দল বন্দুকহাতে গ্রাম থেকে গ্রামাঞ্চলে অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। খুন তখন নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার।

আলী হায়দার খানের নেতৃত্বে মহকুমার অভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষার জন্যে একটা কমিটি গঠন করা হলো। তারা গ্রামে গ্রামে শান্তি রক্ষার জন্যে রক্ষিতাহিনী গঠন করে বেড়াতে লাগল। তাদের যাতায়াতের জন্যে ছিল পুলিশের মোটরবোট। সে দলটা বেরুত তাদের মধ্যে ছিল আলী হায়দার, কোর্ট ইসপেক্টর, দু-জন আর্মড কনস্টেবল, আলী হায়দার এর ভাণ্ডে বাদশা এবং আমি। বলতে বাধা নেই ব্যাপারটা হতো একটা প্লেজার ট্রিপ। স্পিড ব্যাটে গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরে বেড়াতে চমৎকার লাগত। অবশ্য এই বেড়ানোর একটা মহৎ উদ্দেশ্যও ছিল সেটি হলো প্রজাবাসীকে এই স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্বন্ধে অবহিত করা।

দেখলাম হিন্দুদের ভাগ্য বিপর্যয় শুরু হয়েছে। সমস্ত বড়ো বড়ো হিন্দুবাড়ি ডাকাতি হয়ে যাচ্ছে। ডাকাতি ছাড়ি আরো অনেক কৃৎসিত ব্যাপারও হচ্ছিল। উঠোনে হ্যাজাক জুলিয়ে কমবয়সী মেয়েদের তার চারদিকে ন্যাংটো করে দাঁড়া করে রাখা থেকে শুরু করে, সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া ছিল খুবই

বিনোদ,

বাতেু দেলা আপুণ আশাৰা দিবে ইত। কুমি জনৈৰ  
একটো দুপ কৰে বনুক পাতে লাউডে টেক্কৰ মাবুল ইৱ  
এই পারাহাতু কোথামুটো আশাৰ দেলা আগতো। কিন্তু  
কাহু পুৰিয়া, আমাৰ কৈত রেগে কেজে অচেনা  
পৰ ডাকা ধাটো গুৰেছি। হোন আশাৰ শাবুই আপুণ  
মাবুলে সাবিকেলু আজ কোথাহু। অস্তু কৌতু দেলা  
লাগতো।

বিনু দেক কুনি জোখা তথ দেলা গীয়েছিলু  
অশে ফির দাব দাব শুমারো। দাব অবশ্য দোখা  
আৰু অৱকিঠ রান্ত ডাকাৰ জাকালো, অনুষ লত কৈৰা  
ৱেলো। অশে আকু নিকুল পুৰুষাজাৰ রিঙু সদৰেছি  
লৈলো। দেহে পাৰতোৱ মা কুল শুমুল পাহুজা  
নো। অতি শোভাৰ পৰ, কোখা পুঁজিত রিঙু  
শক্তোন। খনে আৰু আকাশকৰনো দেহক মাটো  
আট চৰু অকু। সকু স্বৰ অশে সন্দিগ্ধোৱ-

“...গীৱোকোৰু একো আত আলোৰু, বৰ্ষাকোৰু  
চৰকুচৰু, গুৰীকুচৰু। তাৰ গৱে তাৰ অধিগ্ৰহক  
জোৰ মুকুৰ বলেছোৱ বিষ্ঠিত আনুষেৰু কৰা  
....”

অতি সাধাৰণ আৱেগাতু কৰা অৰু তাও পুতো আকুৰ  
চোখ দিয়ে উপাদো কৰে পারি পৰিলেৰ;

কমন।

রাতের বেলা শহরও পাহারা দিতে হতো। ছয় জনের একটা গ্রুপ করে বন্দুক হাতে শহরে টক্কর মারতে হতো। এই পাহারার ব্যাপারটা আমার বেশ লাগত। নির্জন শহর ঘুমিয়ে, আমরা ক-জন জেগে জেগে অচেলাসব রাস্তা-ঘাটে হাঁটছি। স্লান জোছনা পড়েছে শহরে, বাতাসে নারিকেলের পাতা কাঁপছে। অল্প শীত বেশ লাগত।

শিখু কেন জানি ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল। সমস্ত দিন পড়ে পড়ে ঘুমাত। তার অবঙ্গা দেখে আরো শক্তি হয়ে ডাঙ্গার ডাকালেন, অষুধ পত্র কেনা হলো। অথচ আরো নিজেও খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছিলেন। থেতে পারতেন না, রাতে ঘুমুতে পারতেন না। অতি সামান্য খবরেও ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়তেন। মনে আছে আকাশবাণী থেকে সাড়ে ক্ষেত্রায় অধ্যাপক সমর গুহ যখন বলছিলেন—

‘... বাঙালির একটি মাত্র অপরাধ, বাঙালি  
চেয়েছে, স্বাধীকার। জনগণ-মন অধিনায়ক  
শেখ মুজিব বলেছেন বঞ্চিত মানুষের কথা  
...’

অতি সাধারণ আবেগের কথা, তবু তাই শুনে আরো চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়েছিল।

আমা কিন্তু দুর মিছন দিলেন। তিনি বলতেন  
 "মো মাঝে থাক, আমাদের পিলু হবেন।" তিনি  
 দুর দৃশ্যার মাঝেই একসা বলতেন এবং আমরা  
 তার কথা আনন্দিক জাতেই রিখাম করতাম। তার  
 কানন্ত ছিল। আমাৰ 'ক্লাবিংজানি' দুখমতা ছিল  
 ধারিবালে ছিল। চবিশ্বাস প্রাপ্ত ঘোনাই আসে আগে  
 টের দলচেন। আলড় আলকাতাৰ তার এই ঝোপা  
 প্ৰয়োগ কৰে আমাদেৱ বিষ্ণু কাৰণছৰ। তাৰ একটা  
 উদায়াম এিয়াল দিছিল।

আমা দুশুৰে পান দেন এবং কালৰে  
 এন আমোদেৱ মাঝ গান্ধী কৰতৰ। বলতেন  
 "মো বাজে আজি একটা গান্ধী দাখিল। একটা  
 বালৈ দেখুন আমাকে কেন জনহে আমাকে চিনতে  
 ন? আমি হাতুৰ হাতুৰ। আপনাকে এখন  
 মাজৰ কম্পিন দেখা কোৱ অজৈ পানো সৰিবু  
 বালৈ এক কলম দুকে কলহা দেখ গুড়ো  
 দেখেন, এখানে কড়ুকুনি পাকতে বেমোচু।  
 যোনার আকমিকতামু আমৰা বিষ্ণু রেখেছুৱা।  
 এনতকি আমৰা সৰ্বত্র একচকিটা নিটু দিলোৱা।  
 আমাৰ এই ঝোপাৰ তালুই তাৰ তেজু আমাদেৱ  
 রিখাম ছিল অশু। তাঁৰ সৰ্বজীৱ আৰো  
 একটি কথা বলবাবু জোড় আমনাড় পাবিলুম।  
 তিনি কেবাবুই তিছু নু অজৈ দুৰ মিষ্টি  
 দুৰীৱু সহজ হোহো। আমাৰ দুটোৱেৰ কানুৰ  
 তা গোলি। তাদেৱ দুজন সুজোৱে একেজু নুৰ

আম্মা কিন্তু খুব নিশ্চিন্ত ছিলেন। তিনি বলতেন ‘সব যাই হোক, আমাদের কিছু হবে না।’ তিনি খুব দৃঢ়তার সঙ্গেই এ-কথা বলতেন এবং আমরা তার কথা আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করতাম। তার কারণও ছিল। আমার ‘ফ্ল্যারিওভ্যানসি’ ক্ষমতা কিছু পরিমাণে ছিল। ভবিষ্যতের প্রায় ঘটনাই আগেআগে টের পেতেন। আগেও অনেকবার তার এই ক্ষমতা প্রয়োগ করে আমাদের বিস্মিত করেছেন। তার একটা উদাহরণ এখানে দিচ্ছি।

আম্মা দুপুরে পানটান খেয়ে পালক্ষে বসে আমাদের সঙ্গে গল্ল করছেন। বলছেন, ‘গত রাতে আমি একটা স্থপু দেখেছি। একটা বাচ্চা মেয়ে আমাকে এসে বলছে আম্মাকে চিনছেন না? আমি রাবেয়ার মেয়ে। আপনাদের এখানে থাকতে কয়দিন।’ বলা শেষ হতেই পর্দা সরিয়ে বাচ্চা মতো একটান্তিময়ে ঢুকে বলল সে রাবেয়ার মেয়ে, এখানে কয়েকদিন থাকতে এসেছে। ঘটনার আকস্মিকতায় আমরা বিস্মিত হয়েছিলাম। এমনকি এই ক্ষমতার জন্যেই তার ওপর আমাদের বিশ্বাস ছিল প্রথর। তাঁর সম্বন্ধে আরো একটি কথা বলবার লোভ সামলাতে পারছি না। তিনি কোথাও কিছু নয় অথচ খুব মিষ্টি ফুলের গন্ধ পেতেন। আমার ছোটোবোন শেফুও তা পেত। তাদের দু-জন সম্বন্ধে এইটুকু কথা

বলে চলে দে কুঠিতে কুঠাক শুকন্তে শৈর্ষ মিষ্টি;  
শৈর্ষে পৰ আপুকামোচী দে উষ্ণ দে গুড়ে আবে  
বিশ্বাস কুঠাল কাঁচ পশু অয়ামু মিষ্টোৱ মহে পাহাড়  
কুঠাতে।

প্ৰথম দিক কাৰু কামান্ত চিত্ৰে আমি, আমাদেৱ  
শৈমালেৱ প্ৰথম পিতৃস্থিত মাঘৰ স্বৰ্গীয় বৎসু বৈতানু  
দোলগোতা দৰজু, ১৯৫, ৭০৯, আৰু দৃঢ়ত অস্ত্ৰীজিতা  
একটি, দৰ একৌ পাহাড়ে আপুকামু অবৃত্ত দিবলু চিক অপৰ্যাপ্ত  
একটা পথৰ দাবাৰলেৱ ছুট ছুটিলু পৰলো, চিকু  
খান ২৩৩ হৈল। চিকু খান কুঠা গৱে। পৰবৰ্তো  
প্ৰেমাদু মাবাকোৱ রথক কানপুৰু রেলিঙ্গোৱে।  
টেলিচোৱ আপাদুকেুড়ুৰা সুণ প্ৰহৃত শব্দেৰ পৰবৰ্তো  
চাৰিদিকে দুছিদে মিছুল। প্ৰথম আপুকৈ অথবা  
এ ঘৰতু হিমিত কৰে আপুনৰ বাকি জন্ম জন্ম  
বৰে লাকিটু ডেচলো। মিছুল দৰেছল  
ই. পি. আৰু এৰ উপৰি চিকু খান অটুছে।  
ই একজুন গৱোৱুআদেৱ দামুৰ বিলালু অৰু  
উপলব্ধেু। বিলবু দিক চিকু খানকে কি অৱৰ  
শান্ত দুল দে সপুত্ৰে জন্ম সৰ সান্ত নাখিম কৈ  
আৱতে লাগালো। — “ই. পি. আৰু এৰ দৰজু  
আপুন গুৰুৰ মৃতকে হাতু পুঁচামু নিষ্ঠ  
মৃতক রথক পাহুছিল চিকু খানেৱ কৰাকোৱা  
আমা দুকৈ গুলি। রম-বিজেতা আৰু  
বেঢ়িয়ে আমতে সামু রাই।”

১৯৫ দৰেকষ স্থান বলা হৈল চিকু আপুকামুৰ  
চিকুৰ মৃত সপুত্ৰে গৰীব মি: মদেই দৰে দুকে  
হাতিয়ে কৈ দেল।

বলা চলে যে, দু-জনই চূড়ান্ত রকমের ধর্মনির্ণয়। ধর্মের সব অনুশাসনই যে শুধু গভীরভাবে বিশ্বাস করত তাই নয়, যথাযথ নিষ্ঠার সঙ্গে পালনও করত।

প্রথম দিককার কথায় ফিরে আসি। আমাদের সাফল্যের প্রথম দিনগুলোতে যখন স্বাধীন বাংলা বেতার, কলকাতা বেতার, BBC, VOA, আর রেডিও অস্ট্রেলিয়া একটির পর একটি সাফল্যের খবর দিচ্ছে, ঠিক তখনই একটা খবর দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল। টিক্কা খান ইজ ডেড। টিক্কা খান হ্যাস গন। খবরটা এসেছে মগবাজার থেকে চাঁদপুর টেলিফোনে। টেলিফোন অপারেটররা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই খবরটা চারিদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছিল। থানায় আবাই প্রথম এ-খবর রিসিভ করে খুশিতে নাকি 'জয় বাংলা'র লাফিয়ে উঠলেন। মন্ত্র মিছিল বেরুল ই.পি. আর এর গুলিতে টিক্কা খান মরেছে। দু-একজন গরিব-দুঃখীদের পয়সা বিলালে গুলি উপলক্ষে। বিকেলের দিকে টিক্কা খানকে কীভাবে মারা হলো সে সম্বন্ধে অন্তস্বর গল্প নাজিম ভাই আনতে লাগলেন—

‘ই.পি. আর এর মেজর

আব্দুল গফুর মৃত্যুকে হাতের মুঠোয় নিয়ে  
স্টান চুকে পড়েছিল টিক্কা খানের কনফারেন্স  
রুমে। চুকেই গুলি। সে নিজেও আর  
বেরিয়ে আসতে পারে নাই।’

BBC থেকেও যখন বলা হলো টিক্কা আহত। তখন টিক্কার মৃত্যু সম্বন্ধে সবাই নিঃসন্দেহ হয়ে বুকে হাতির বল পেল।

বাল্যবের অভিযোগের জন্মের দিনে এসেছে। আকাশ পথে  
কল সাগু মেঝে আমাতে লাগলো। ঘুষ কাথাঙু ইয়াতিখানু  
আৰু বাবুৰ দেখে এলাগত জোন বৰ্ষিত ইজ কাগলো  
পাকালি আশীর্জ বকু চাটের্সনু মুক্তিৰ বাজে দেকলু  
দেখে অৰুণীৰ বিদেশোৱ দিবেক সংগীত মাতুলেৰ কাহু  
পিশাবেৰ অৱ আৰু আৰেক জোনে কাগলো ইজ কাগলো।  
বলা শত কাগলো আৰু এ অসু আৰু জিন  
এজিটু আমুমা এজামি ঘুন্তি, দো ফুল, অবিচ্ছে  
ফুল আবৃত কুনত দুঃহৃত চোখে সাবিজন  
মাঝু কচুড়ু অম্বামু রাখৈ তা অসে বলা আমু।

AMARBOI.COM

শিবেজপুরে কো কলাক দেকলৈ আবেকেজ  
এৰ কো বলা আমাজন দেকলৈ। ঠাম শিশু  
পাখুন সামাজিক বাচো একজন সাবিতা মুকুত  
'trainee'. তাৰ কৰে মদে লৈ। এই প্রাপ তাকে  
হোকুল বলেই বিষ কুনো। স্বাক্ষোৰ গুলু  
শালকো আগুলু লোটো কুনু, ডজাভু তাবু  
বেশালু ভু, কলু ফু, দেজ পিপু, সামুৰ  
ব' সাপ কাবা। কুমুন মেছেন্ট তাৰ উকানু  
ধিল আকাৰ দেক্ষু। অৰি কামীতিয় সংস্কৃত  
গৈৰে চেনিম হৃত্যাকুমু র'ম দৰিগামু অওঁ  
মাট হিলো। তাৰ দুজন মিষ্টি অসুগামে নিন্দু  
মে একটা চোকুল দেক্ষামুক কুবেছিল। সবৰ  
আমুও মো অঠা' কচুড়ুল। কি কাৰ আৰু  
একটা চৰ্তু উদাহৰণ দিন্দু।

বাঙালির প্রতিরোধে ভাণ্ডন ধরল ক্রমে। আকাশপথে জলপথে সৈন্য আসতে লাগল। যুদ্ধজাহাজ ইফতিখার আর বাবর থেকে ক্রমাগত শেল বর্ষিত হতে লাগল। বাঙালি অধিকৃত বন্দর চাটগাঁয় স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে মুহূর্মুহু বিদেশের বিবেকসম্পন্ন মানুষের কাছে সাহায্যের জন্য আকুল আবেদন জানানো হতে লাগল। বলা হতে লাগল যার যা অন্ত আছে নিয়ে এগিয়ে আসুন। এমনকি খুন্তি, দা, কুড়াল, মরিচের গুঁড়া। শুনতে শুঁখে চোখে পানি এসে যায়, ভাবি কতটুকু অসহায় হলেই না এমন বলা যায়।

পিরোজপুরের কথা বলতে গেলেই আরেকজন এর কথা বলা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সে হচ্ছে প্রাক্তন স্ট্রাইক বাহিনীর একজন গেরিলা যুদ্ধের trainee। তার নাম\* ঘনে নেই। এইখানে তাকে গেরিলা বলেই উল্লেখ করব। লেন্টেটার গড়ন হালকা পাতলা, পেটা শরীর, চোখের তারা বেড়ানের মতো, বেশ লম্বা, গায়ের বর্ণ গাঢ় কালো। প্রথম থেকেই তার উন্মাদনা ছিল আকাশ ছোঁয়া। মুক্তিবাহিনীর সংগঠনে তাদের ট্রেনিং হওয়ানোয় সে মেশিনের মতোই খাটছিল। তার ৬ জন বিশ্বস্ত অনুগামী নিয়ে সে একটা গেরিলা ক্ষেয়াড়ও করেছিল। সবার আস্তাও সে অর্জন করেছিল। কি করে তার একটা ছোট্ট উদাহরণ দিচ্ছি।

\* নাম সম্ভবত হাশেম।

পরাই শুভিষ্ঠ হচ্ছেছি, তাঁর হৃদয়ে তিনিটো। চোড়িলা এবং  
কঙ্গা নাহিলা। দুরজা খুল দিলাম আমি। কি  
গোপাল? গোপাল ঘুর ফেরতের টেজাবো সুন্দে কুণ্ডাল  
অন্তে আলো প্রস্তুতার নাথি তার দলবল নিম্নে শুব্রে  
বেঙ্গাটেছে। আলো চিহ্নিত শুভ্রে তার বক্ষে উমাধূন।  
মেঁ বলে চলল, “ অহু আমি টেজাবোর পাদবীর  
গুপ্তা নিম্নে আমদ্বিলাম। ইষ্ট আলো প্রস্তুত  
আগুন দিলে দল আশীর। দেখি আলো প্রস্তুত  
তার তালকুণ্ড বন্ধু নিম্নে টেজাবোর চাবুলাকে  
শুব্র শুব্র কুণ্ডে। আলো প্রস্তুত উলহাস এ বাকা  
দেখে অনু বৃপ্তাম্ব বলত। আমি অনু বাকাম  
দৌতু আশনার নিম্নে এমনেছি। আলো তার  
শিলস্মৃতি প্রেরণাত তার কাঁকড়ে শাত বেঁচে  
তাকে ধূম দিলুম। তাবুলু বললেন, ‘আলো  
শিলস্মৃত টেজাবো বৃক্ষার জলের পর্য কায়না  
নিম্নেছে। আলোপ আলোচনা করেছে এটো  
চিক কলা রক্তুর চিত্তার কিছু দেখি পরিত  
তেরে চোড়িলা আবার পৈলাম। বিমু  
উইকেজিত। আমার হৃদয়ের সাড়োতে কবে  
এমেছেছে। উইজেনার কাব্য দে বিকজন  
শার্প হিঁরে চেমেনেছে। একে মেধু যেজবে  
কিনা তার নিম্নে পৃথামর্দ কৃতে এমেছে  
আবার সাম। আলো শুন্দি বললেন এ চৰ  
শিলার বুকলেন কি বাবু? এবাব দে একটি

সবাই ঘুমিয়ে রয়েছি, রাত হবে তিনটা। গেরিলা এসে কড়া  
নাড়ল। দরজা খুলে দিলাম আমি। ‘কী ব্যাপার?’ ব্যাপার খুব গুরুতর।  
ট্রেজারি লুট করবার জন্যে আলী হায়দার নাকি তার দলবল নিয়ে ঘুরে  
বেড়াচ্ছে। আবো চিন্তিত মুখে তার বক্তব্য শুনছেন। সে বলে চলল,  
‘স্যার আমি ট্রেজারির পাশের রাস্তা দিয়ে আসছিলাম। হঠাৎ আলী  
হায়দার আমায় হল্ট বলে থামাল। দেখি আলী হায়দার তার জনাকয়  
বন্ধু নিয়ে ট্রেজারির চারপাশে ঘুরঘুর করছে। আলী হায়দার বলল এ-  
রাস্তা ছেড়ে অন্য রাস্তায় যেতে। আমি অন্য রাস্তায় দৌড়ে আপনার  
কাছে এসেছি। আবো তার সিনসিয়ারিটির জন্য তার কাঁধে হাত রেখে  
তাকে ধন্যবাদ দিলেন। তারপর খিললেন, ‘আলী হায়দার ট্রেজারি  
রক্ষার জন্যেই এই ব্যবস্থা নিয়েছে। আলাপ-আলোচনা করেই এটা  
ঠিক করা হয়েছে চিন্তার পক্ষে নেই। পরদিন ভোরে গেরিলা আবার  
এলো। বিষম উভেজিত। ফায়ার ব্রিগেডের গাড়িতে করে এসেছে।  
উভেজনার কারণ সে একজন স্পাই ধরে ফেলেছে। একে মেরে  
ফেলবে কি-না তাই নিয়ে পরামর্শ করতে এসেছে আবোর সঙ্গে।  
আবো শুধু বললেন-এ যে স্পাই বুঝালেন কী করে? এবার সে একটি

প্রশ্নের ক্ষেত্রে। "ম্যাড আপনারড হুটে বিছনবাবু  
একটি আশাকে দিয়ে দেন মনি অব প্রান্তি গোবিন্দা  
মুখে কাজে লাগাতে পাবি।" আবু পরিষ্কার  
না বলে দিলেন। গোবিন্দা চলে গমন; আশাৰ  
মনে শুনা কাজে পুরুষ চিক ইলা রাব। আশাকে  
বললাগু সমস্ত কুইচেফেজ স্থান তাড়ে পাঠে তথ্য  
বাঢ়ি একটি কুইচেবাবু কি পাবু কৃতি করবে।  
মে গোবিন্দা মাইটোৱু বিছনবাবু সঙ্গি কাবু আপু  
টেক কাজে লাগাতে পাববে; দুটা বিছনবাবেরু  
আপনার ঘটগুজুর সেই। তা ছাড়ু ওদুকু হাতো  
ওকোতা কাজে সম্ভুতি দিয়ে দেবে পাকতে  
বিলে বেদু ইতু তাখা উব্ব। আবু আশাৰ  
মুক্তিতে পেন চিটামু কুইচেবাবুকে রেকে পোচিলু  
নিভাব Personal বিভাব আবু বুকাইতে কুলি  
দিয়ে দিলেন তে তে চাকড়ি মোকলা আজুবু  
কুণ্ড কুণ্ড প্রয়োগ কুণ্ড একটি কৃষিকৃতে আৰু  
কুণ্ডলে। দুন দুন কুণ্ড পাবু বৰাচি।

পিকে শোভ শুজিবের চপকতাৰু দিয়ে  
কুশুন টে টে রেকু। পাহীন বাঁচা বলহু  
জিনি দ্যুমণিৰু জনি জিনি সমস্য শুকিসঁয়াল  
লাহুচালনা কুছুহেন। আকাশবাসী কলহু রেকে  
খাটু পৰেও বিভিৰ বেগু রেকে তুৰু  
কুচ কুনা গোকুদু। ওকো একজন জাপানী

প্রস্তাব করল। ‘স্যার আপনারতো দুটো রিভলবার, একটা আমাকে  
দিয়ে দেন যদি তবে আমি গেরিলাযুক্তে কাজে লাগাতে পারি।’ আরো  
পরিষ্কার না বলে দিলেন। গেরিলা চলে গেল। আমার মনে হলো  
কাজটা বুঝি ঠিক হলো না। আবাকে বললাম, সমস্ত রাইফেল যখন  
তাদের হাতে তখন বাড়তি একটা রিভলবার কি আর ক্ষতি করবে।  
সে গেরিলা ফাইটার। রিভলবার সত্যিকার অর্থেই সে কাজে লাগাতে  
পারবে, দুটো রিভলবারেরও আপনার প্রয়োজন নেই। তা ছাড়া ওদের  
হাতেই ক্ষমতা কাজেই সম্প্রীতি নিয়ে বেঁচে থাকতে হলে এদের হাতে  
রাখা কর্তব্য। আরো আমার যুক্তিতে টুলে গিয়ে গেরিলাকে ডেকে  
পাঠিয়ে নিজের Personal রিভলবার আর ৬ রাউণ্ড গুলি দিয়ে দিলেন  
এবং তার চাকরি জীবনে অনেকটা কথা শুনে এই প্রথম হয়ত একটা  
বড় ধরনের ভুল করলেন। কিন্তু সে কথা পরে বলছি।

এদিকে শেখ মুজিবের প্রেফতার নিয়েও তুমুল হইচই হচ্ছে।  
স্বাধীন বাংলা বলছে তিনি প্রেফতার হননি, তিনি সমগ্র মুক্তি সংগ্রাম  
পরিচালনা করছেন। আকাশবাণী বলছে ২৫ শে মার্চের পরেও বিভিন্ন  
বেতার থেকে তার কষ্ট শোনা গিয়েছে। BBC-র একজন জাপানি

শান্তিকের উন্মত্তি দিয়ে বলেন। তিনি সমগ্র বা  
স্থানে ইতু নিল। বল শুকন প্রজাব শুনা শান্ত আৰ  
পৃষ্ঠাবে কেউ বলেন আই বি ত্রাণের আই, কি  
আসেই প্রয়োগে কথা জানবে ছান্তে চাহক  
গাবিমু আলেকে। কেউ বলেন দুক্তি বেলে  
বেজিমেটেকু রমজু বাজ লটোৱ নিবে ওকে  
নিয়ে সড়ে পথেছে। অসু কুকু ঘোড়ে  
শান্তিক ঘোড়ে কথা অনুভাবী রেখে  
শুভিৰ প্রেস্তুত রিমানে একু বলেছে  
তৌ প্রজিতীকে র্য আমি যদি বিবা  
না দাই তবে আমার গোক সম্মুচাকা  
অু রহ কৈবু দ্যুক্ত কে রফক্তাৰ ইত্যাহি  
তালো।

এছানি সামাজিক ধৰণ এলো অনুভাবী  
বেক আৰু স্বেচ্ছাৰ স্বেচ্ছাৰ নিম্নলিখ  
চৈল গিবেছে। চিটিগাঁথ রেকে বাঁচনা  
বাহীতি সবে গিমেছে। বিনোৰ জোয়াজু  
গোন রেকে কৈবু পুকে পথেছে শ্বাসৰ  
চিয়ে। তাল কৰে শিফু রহে আটে পৈকীতু  
পু একোই অন্ধা। পথেজ তাবে আগোচাকে  
চিয়া দেখতে পাইছু। একোৱ প্রাতের জু  
লোক আমুদু দানিমু শুনতা থেকে  
আদৰ দুধ কুকু আৰ হতাকাৰ কথা  
বৰ্মা নাইৰ কুলাম।

সাংবাদিকের উদ্বৃত্তি দিয়ে বলল তিনি হয়ত-বা প্রেফতার হন নি। বহুরকম গুজব শোনা যায় তার সম্বন্ধে। কেউ বলছে আই বি ব্রাঞ্চের আই, জি আগেই ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরে তাকে সরিয়ে ফেলেছে। কেউ বলছে দু-জন বেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর রাত ৯টার দিকে তাকে নিয়ে সরে পড়েছে। যদি সাংবাদিক প্রিনের কথা অনুযায়ী শেখ মুজিব প্রেফতার হয়েছেন এবং বলেছেন তাঁর প্রতিবেশীকে যে ‘আমি যদি ধরা না দেই তবে আমার খোঁজে সমস্ত ঢাকা তচ্ছনছ করে ফেলবে, এরচে প্রেফতার হওয়াই ভালো।’

এমনি সময় খবর এলো স্থানীয় sector পাকিস্তান সৈন্যবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে চলে গিয়েছে। চিটাগাং থেকে বাংলা বাহিনী সরে গিয়েছে। নেভির জোয়ান্স শানবোটে করে ঢুকে পড়েছে গ্রামের ভিতর। শেলবর্ষণে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে একটির পর একটি জনপদ। পরোক্ষভাবে অত্যাচারের চির দেখতে পাচ্ছি। নদীর স্রাতের মতো লোক পালিয়ে আসছে খুলনা থেকে। তাদের দুঃখ-কষ্ট আর হতাশার কথা বর্ণনা নাই-বা করলাম।

বাবে ঢাল খুব দ্রুত। বিকট সব ছানাগুড়ের  
শাকে আকে উচ্চ পর্যন্ত আহম দেলিটোকি কাষজ।  
প্রস্তুত্যাচে কিন্তুই। শুভ আচক্ষে বুকের ইঞ্জ তামে  
যাম! কি কষা যাম তবে নাই না। আশকুন্ত  
লোকের একে খুব দ্রুত হওয়াম! অব্রোকানু হৃতি  
স্বাক্ষর পুর্ণাঙ্গত অব বুকের উপর চৰদ  
কুকুর রহম। আবাব তোর হাম আগু যাম  
বাতি। এই বিড়িবিকানু মাছিও একদে আবাব  
পর্যন্ত পাতুল ঢাল হোঁ। আকোকানোর প্রতি  
পর্যন্তে কলা ইল—<sup>১</sup> ক্ষয়ে উচ্চিত্বের  
প্রস্তুতে লাদগুলি প্রয়োগ কাঠে কুকিগাঁথ  
চি পার্কে মনজ্যা বক করে ইত্তোকি  
প্রবাহিন পুরে বলেছেন। বৰ্ষলাব অকিমালী  
নেক প্রয়োজনিটেবু ওগনের নিয়াদাম মশাকী  
উচ্চগ প্রকাশ করেছেন।<sup>২</sup> আকু শুধিমু  
চিলুর তাকে খুব রখেক রেখে হালে  
এই পর্যন্ত শুমালাম। শুয়ুর তাৰ রেখা  
শুধ রেখে পুকিভাব ছানু অসমসৰিত হলু।  
বললেৱ <sup>৩</sup> প্ৰেক্ষাৰ উচ্চিত্ব কৈছে থোঁ।<sup>৪</sup>  
আৰ আমাদেৱ তুম নাই।<sup>৫</sup>

রাতে ভালো ঘুম হয় না। বিকট সব দৃঢ়স্বপ্ন দেখি। মাঝে মাঝে উড়োখবর আসে মিলিটারিজাহাজ হুলারহাটে ভিড়ছে। শুনে আতঙ্কে বুকের রক্ত জমে যায়। কি করা যায় ভেবে পাই না। শহরের লোকেরা অস্তে ঘুরে বেড়ায়। অঙ্ককার রাতি ভয়াবহ দুর্ঘোগের মতো বুকের ওপর চেপে বসে। আবার ভোর হয়, আবার আসে রাত্রি। এই বিভীষিকার মধ্যেও একটা আশার খবর পাওয়া গেল হঠাৎ। আকাশবাণীর প্রভাতী সংবাদে বলা হলো— ‘সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট পদগৰ্নি ইয়াহিয়ার কাছে ব্যক্তিগত চিঠি পাঠিয়ে গণহত্যা বন্ধ করে রাজনৈতিক সমাধান করতে বলেছেন। বাংলার অবিসাংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর্রেফজীবনের নিরাপত্তা সম্বন্ধেও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।’ আবৰা ঘুমিয়ে ছিলেন, তাকে ঘুম থেকে জেগে তুলে এই খবর শোনালাম। অন্তর্ভুক্ত তার চোখমুখ থেকে দুশ্চিন্তার ছায়া অপসারিত হলো, বললেন— ‘এইবার ইয়াহিয়া টাইট হবে। আর আমাদের ভয় নাই।’

পুরানা গৃহিতে কথা লিখতে সিদ্ধ ঢাক্কা পানিতে  
ডরে ঢেচ। একটৈ মুসলিম হুমকি অনুভব করু।  
চৰমিকুলে পদার্থনির্ব চিৰ্তল কোল কা঳ প্ৰুণি।  
তবে আমাদেৱ ছুঁড়া ইতামার বৃক্ষ পাণ্ডি জুনিয়  
শুরুই ভাৰী অথবা ঘোলাধূনি ভাবে আমাদেৱ  
কথা বলেছু। তাদেৱ সহায় কুণ্ঠীত সেচবু।  
ওই ভাবেৰ প্ৰতি আজি আমাদেৱ আলক জালবো  
অনেক শ্ৰীষ্টতা। জন্ম সাতিমেত ইঁঠনিমৰ। কৃত  
মোডিমেত ইউনিভেৰ বীৰ আৰম্ভ।

পুদিন পছন্দু কথা বুঝি কালিন  
তিউনি মৰে ফিৰছি। মনে আলো প্ৰস্তুতৰু,  
চাৰ ভাগে বাদকা, মহাকাৰ হোৱ একোৰি রহিব।  
বাধ ইৰু আৰাইচ। কান্দাৰ বামাম আৰো  
জুন্দুৱ, বাসুৱ অলক লালকু জোৰু।  
আমাদেৱ পাল কৰিব আসু হৰতুম্বু এলো।  
আমাকু কুল কুল তোৰা পুজি প্ৰদৰ রোলে  
আমা তিবৈৰ আমু বলে তাকানৰ। আলো  
প্ৰাপ্তুশুৰ—ফিলে ফিলে কলালেৰঁ প্ৰাপ্তুশুৰ মাহৰ  
একটা কালাৰ হৰেছু, কাল আপৰাৰ সৰু  
আলোৰ দুৰে। আমাৰ মুখে দিকে তাৰিছু  
ধৰে শিখুন বাবু বুক দৰ্শকে একটা অং  
মোকা দেবে গোলৈ।

পুরোনো স্মৃতির কথা লিখতে গিয়ে চোখ পানিতে ভরে ওঠে। একটা সুগভীর বেদনা অনুভব করি। প্রেসিডেন্ট পদগৰ্ণির চিঠিতে কোনো কাজ হয়নি। তবে আমাদের চরম হতাশায় বৃহৎ শক্তিগুলোর মধ্যে তারাই প্রথম খোলাখুলিভাবে আমাদের কথা বলেছে। তাদের সহানুভূতিটুকুতো পেয়েছি। তাই তাদের প্রতি আজ আমাদের অনেক ভালোবাসা, অনেক কৃতজ্ঞতা। জয় সোভিয়েত ইউনিয়ন। জয় সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর জনগণ।

দু-দিন পরের কথা। রাত্রিকালীন ডিউটি সেরে ফিরছি। সঙ্গে আলী হায়দার, তার ভাগ্নে বাদশা, নকশাল গ্রুপের একটি ছেলে। রাত হবে আড়াইটা। দেখি বাসায় আলোজ্বলছে, বসার ঘরে অনেক লোকের ভীড়। আমাদের পায়েতে শব্দে আবরা বেরিয়ে এলেন। আমাকে দেখে ভীষণ খুশি হয়ে গেলেন, ‘আয়, ভিতরে আয়’ বলে ডাকলেন। আলী হায়দারের দিকে ফিরে বললেন, ‘হায়দার সাহেব একটা ব্যাপার হয়েছে, কাল আপনার সঙ্গে আলাপ হবে।’ আবরার মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল তাঁর বুক থেকে একটা মস্ত বোঝা নেমে গেছে।

একান্তর এবং আমার বাবা

লেখকের লেখা ৫০ নং পৃষ্ঠা

AMARBOI.COM

তুমায়ন আহমেদ

পাতাটি হারিয়ে গেছে।

AMARBOI.COM

“কালু আপনি মে আজকে প্রাইভেট বিভাগবাবু  
দিমুছেন এটো দে জনেই এবং কে সেবে  
কৃষ্ণ মে বিভাগবাবু দেখি হচ্ছে তাকে ‘আ’  
কৃষ্ণ জনে? ” চোরিলা আজো বললো “আপনাৰ  
যেসেন মে তাৰ মূল বাবু সিমুছেই তাকেও  
প্ৰমত দেখে দেখলৈব, আজি হাজোৰি আৰুবাবু কৰা”  
তাৰু টেলিফোন ১.৯ মার্কেবে হাতে দিলে  
বললৈন। দেখছি এলে বললৈন গোবিলা কে  
শ্ৰেণী কৰে বিভাগবাবু আৰু গচি শুলি  
বিকলৈ কৃষ্ণ । ০.৯ আলু বাজি তিনি  
বাঁচন কলি শাখাৰ রোচা। বাঁচি গচি নাকি  
মে আকচিম কৰেছে। আজো বললৈন  
তিনি দে শুলি কৰে আৰু কানুৰ দেখেছেন।

আমাৰু মনেৰ কি জয়ন্তা হলো তা  
আমিৰি তানি আপু কুণ্ঠু ডেকে আমিৰি  
নামী আমাৰু আমাকে কিমুই বললৈনো  
হাতে জেনো খুমত হলো না। আশুৰাত  
চুট কৰলাম, আৰু শুলি বললো “আজ্ঞা  
হুনি সুন্দৰ এই বিষ্টি আৰু দেখ কোন  
নথুন কামেলো ন হিঁ? ” খনে অৰু এই বুঝি  
বুজেন্তেৱ আধাতে শুভ একসী লাম দেখিলৈ  
দাবে ।

জোন চৰ্মচৰ্ম সত্ত্ব একটো জাম দাবুৰু  
গোল। ঘুঁটি চোৱিলা। ঘুঁট কৰিবেৰ  
চুক্তি দেমেছো। তাকে দোকানতোৰ কুৰা হলো।

‘কারণ আপনি যে আমাকে প্রাইভেট রিভলবার দিয়েছেন এটা সে জেনেছে এবং সে সন্দেহ করছে যে, রিভলবার দেয়া হয়েছে তাকে যুদ্ধ করার জন্য।’ গেরিলা আরো বলল, ‘আপনার ছেলে যে তার সঙ্গে রাতে গিয়েছে তাকেও হয়ত মেরে ফেলবে, আজ রাতেই মারবার কথা।’ আরো টেলিফোন O.C. সাহেবের হাতে দিতে বললেন। দেওয়া হলে বললেন গেরিলাকে এরেস্ট করে রিভলবার আর গুলিগুলো রিকভার করতে। O.C. জানাল মাত্র তিন রাউন্ডগুলি পাওয়া গেছে। বাকি গুলি নাকি সে প্র্যাকটিস করেছে। আস্মা বললেন নিশ্চয়ই সে গুলি করে কোনো মানুষ মেরেছে।

আমার মনের যে কি অবস্থাহলো তা আমিই জানি। সম্পূর্ণ ব্যাপারটার জন্যে আমিই দুঃখী। অথচ আরো আমাকে কিছুই বললেন না। রাতে এক ফোঁটা ঘূর্ণ হলো না। সারারাত ছটফট করলাম, আর শুধু বললাম, ‘আল্লা তুম দয়া কর, এই নিয়ে আর যেন কোনো নতুন ঝামেলা না হয়।’ মনে ভয় এই বুঝি বুলেটের আঘাতে মৃত একটি লাশ বেরিয়ে পড়ে।

শেষ পর্যন্ত সত্য সত্য একটা লাশ পাওয়া গেল। খুনি গেরিলা। খুন করেছে ছুরি মেরে। তাকে ফ্রেফতার করা হলো।

৪২

দেখাব কথা যাই ছিলু তাখন স্বীকৃতি নিষেচন কথা  
 চাবতে নাগলাম। আঙুল যাতে কোন বিপদ না  
 হলু শুধু সেই দর্শণীয় করতে নাগলাম। আবে  
 ন্দ্রামে এই দুধি দেশ কোন কিছু বল আবাদ  
 জগ্নিটের দেশ। দেশ পর্যন্ত দেশের জিলের  
 নিষেচে দেশের দেশেরেষেও একজন ফুরাসুর  
 দেশবিলাকে উপি করে দেয়। কৃষ্ণ হলু হজারাম।  
 দোহুজা শাহীনি প্রবন্ধী দান নন। আবু  
 নাম নিতে কোটি এলো না। বেশ আবস্থাকুলু  
 কুলু আবাম কুলু পিল দাকে। পুরাণী কুলু  
 সেই নাম ভূলু দেশেন। আলুব দুকু শুধু  
 করে শুধু দেশাতে নাগলা কাপু অন্ত।

এই সমস্ত পাঠিয়া শাহীন  
 নিবিচারে দেশমুক্তি চৰলা, বহু,  
 মিলা, চৰিগাঁও, বেশুমারু ভাজবৰাতিম।  
 সমোরু শুধু আবু প্রিনাকালুকে। পুরী  
 বাঁলা দেশে রাজি, প্রায়ে অত জোক আমেরু  
 পুরুলা দেশেক, এই দ্রাবুজে আবু পদুলুন  
 কুরুল জান তাৰ উপীকে নিলু। আঙুলু  
 হলু বলনেন, “আবু পদুলু তোমৰা। আব  
 শাপুর শুধুৰ একটা বাজে শুধু দেশমুক্তিমা  
 রেশমাদেৱ নিলু। অমেল্য ঘৰু শুনলাম  
 তৌৰ কাউ দ্যেক দেশেলি তিনি সমত্বে  
 দেশবিলে লিলু দেশমুক্তে। আবু দু একটা

দেশের কথা বাদ দিয়ে তখন শুধু নিজেদের কথাই ভাবতে লাগলাম। আবার যাতে কোনো বিপদ না হয় শুধু সেই দোয়াই করতে লাগলাম। মনে আতঙ্ক এই বুঝি যে-কোনো কিছু বলে আবাকে জড়িয়ে ফেলে। শেষ পর্যন্ত মেজর জলিলের নির্দেশে বেঙ্গল রেজিমেন্টের একজন সুবাদার গেরিলাকে গুলি করে হত্যা করা হয় হত্যাপরাধে। গেরিলা কাহিনির যবনিকাপতন হলো। তার লাশ নিতে কেউ এল না। শেষে আনসাররাই কবরখানায় কবর দিলো তাকে। পরদিনই কুকুর সেই লাশ তুলে ফেলল। গোস্তের টুকরা মুখে করে ঘুরে বেড়াতে লাগল শহরময়।

এই সময়ই পাকিস্তানবাহিনী উপরিচার বোমাবর্ষণ করে চলল, বগুড়া, সিলেট, চিটাগাং, ময়মনসং, ব্রাক্ষণবাড়িয়া, যশোর, কুষ্টিয়া আর দিনাজপুরে। স্বাধীনভাঙ্গালা বেতার স্তৰ, স্নোতের মতো লোক আসছে খুলনা থেকে, এই স্নোতেই এসে পড়লেন রহুল মামা তার ভাবিকে নিয়ে। আব্বা খুশি হয়ে বললেন, ‘এসে পড়েছ তোমরা। যাক হাজার শুকুর একটা বাজে স্বপ্ন দেখেছিলাম তোমাদের নিয়ে। অসংখ্য খবর শুনলাম তাঁর কাছ থেকে, যেগুলো তিনি স্যতন্ত্রে ডাইরিতে লিখে রেখেছেন। তার দু-একটা

৮০

৫. শিশুদের:-

\* বাবা একটি সাধি দিবেন ? ২৭ মে মাঝ আলজের  
অস্ত্র চাকা থেকে অস্ত্রদেশপুর যাওয়ান। বাহ্যিক অস্ত্রে  
ষুড়দেশ ইত্যুভু : অব তিনি থেকে এই কথা হচ্ছি  
একজন আইত আলজের আস্ত্রাদেশ লক্ষ্য করে রেখে। তিনি সাধি  
না দিয়েও সাধিয়ে আসলেন। কখন টেলিটেলোর তাব  
দিকে তাকিয়েছিল এবং তার চাপ্পা বাক্সাতি বাক্সাতি  
দয়া করুক।

\* খুন্দরাবু একটি ক্লিনিকে কাজ করে নামডা  
গড়হিলা। গৃহের সোনালীরে বর্তো চৰকুণ্ডে আসে  
মাঁকে কাঁকে শুলট ঠাক আসে ভাদেব উপর,  
ইম্যাচিক বিদ্যুৎসিলিঙ্ক অব লাগিছান।

\* ডক্টরাকের বাবা অৱি বিশ্বামা T.B. clinic পুর  
আজারু। টেলিটেলো ইত্যু পালিয়ে রেচার্জেন। প্রোকে  
শিশুর পর্যবেক্ষণ না, প্রাণে পাঁচা নামাও দোই  
মাত্র সহজে না দিয়ে দে দে দিয়ে। কোরিন  
পালিয়ে থাকতে না পেতে রেচে রেচে প্লাস্টিক  
রেচে রেচেন। এখন তিনি মোহাম্মদ ইয়াকুর আব।

\* একটি কুকুরকে দেখলাম একটি ষুড়দেশ চৌম  
নদীর সাধি থেকে শুকনাম্ব টেলিয়ে সৃষ্টি ষুড়তে  
নেক দুরিয়ে দুরিয়ে আছে। সাধা সাতিঘান।

এই ধরনের :

বাবা একটু পানি দেবেন? ২৭ শে মার্চ আলমের আববা ঢাকা থেকে জয়দেবপুর যাচ্ছেন। রাস্তায় অসংখ্য মৃতদেহ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। আর ভিতর থেকে এই কথা কটি একজন আহত আলমের আববাকে লক্ষ্য করে বলল। তিনি পানি না দিয়েই পালিয়ে আসলেন। কারণ মিলিটারিয়া তার দিকে তাকিয়েছিল এবং তারা চায়না বাঙালি বাঙালিকে দয়া করুক।

খুলনার একটি মসজিদে ক-জন লোক নামাজ পড়ছিল। বাইরে গোলমালের শব্দে বেরিয়ে আসে ঝাঁকেঝাঁকে বুলেট উড়ে আসে তাদের ওপর। ইসলামিক রিপাবলিক শুরু পাকিস্তান।

ভদ্রলোকের নাম আই. পি. বিশ্বাস। T.B. clinic-এর ডাক্তার। মিলিটারির ভয়ে পালিয়ে পড়েছিলেন। স্ত্রীকে সিঁদুর পরতে দিতেন না, হাতে শাখা-নোয়াও নেই যাতে সন্দেহ না হয় যে, সে হিন্দু। বেশিদিন পালিয়ে থাকতে না পেরে শেষমেষ মুসলমান হয়ে গেলেন। এখন তিনি মোহাম্মদ ইয়াকুব খান।

একটি কুকুরকে দেখলাম একটি মৃতদেহ টেনে নদীর পানি থেকে শুকনায় উঠিয়ে পরম তৃপ্তিতে লেজ দুলিয়ে দুলিয়ে খাচ্ছে। সাবাস পাকিস্তান।

পিবেজপুরে প্লটেই খুন্দি কুলে ইতিঃ শান্তি। যাকে  
শুনুন তাৰ একো আঠাই দোষ দে অবকালো।  
অবকালোকু হৈ নির্যাত চলাখু তাহু পৰু আসো  
ইতুন। রাখলৈৰ sentiment আসুন ইয়ে উচ্ছিলো।  
২৩শত্রু বিহুোটো সেই আসুকেই পঞ্জিত কৃত উৰু।

পিবেজপুরে কিছু অবকালো পঢ়িয়াৰ দুন।  
আছুন নিগামপুর আন্দো কৌচু গোড়া দেউন্দু দুন। এৰ  
কৌচু ইলেজ অলো শয়নদু আৰ আহু আৰু আৰু নিজো।  
পুলিশদু কৈছি পকাতু পালিত সাকিস্তু কমন্টেল  
দুন, তাকে লুকিছিলু দুণ ইচ্ছেছিলু। ১৯ সালৰেৰ  
১০শত্রু আৰু নিগামপুর আন্দো আৰু বিলাখ ইতোই উচ্ছিলু  
ছিলো। মিক্রো SDPO আন্দো তাহু অনেক আসো এই  
আচ কৈছু ভড়িকালো সেই বামু আশ্চৰ্য নিখালো।  
সেই দুচে দেউন্দু এলো একবাবু। কুড়োহন  
বিলাখে লাখিলুখাই বাবু

"আন আচছুন SDPO সাহেব?"

"ভি, আপনি আন?"

"আছি আৰু কি। আপনাকে একটা কথা বলবাবু জান  
Phone কৈছুহিলাব।"

"কুন?"

"বাবু সুন্দীৰ হৰে" বলত বলত হাঁট কৈ কৈ  
বিলু কৈছু কেনে উচালুন তিৰি।

পিবেজপুরেৰ বাবা দেহতে নিয়ামন অভিষ্ঠুৰ ঘেঁজে  
চলে এলো নাপিৰপুৰ আৰু সম্মানে হুঁজুন

পিরোজপুরে দ্বিতীয় খুনটি করল উত্তেজিত মানুষ। যাকে মারল তার একটিমাত্রই দোষ, সে অবাঙালি। অবাঙালিরা যে-নির্যাতন চালাচ্ছে তার খবর আসত হৱদম। বাঙালির sentiment আগুন হয়ে জুলছিল। হতভাগ্য বিহারিটা সেই আগুনকেই প্রজ্বলিত করল শুধু।

পিরোজপুরে কিছু অবাঙালি পরিবার ছিল। তাদের নিরাপত্তার জন্যে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হলো। এর উদ্যোগ হলেন আলী হায়দার খান আর আবৰা নিজে। পুলিশের মধ্যে একজন পশ্চিম পাকিস্তানি কনস্টেবল ছিল, তাকে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। O.C সাহেবের বাসায় তার নিরাপত্তার জন্যে আবৰা বিশেষভাবেই উদ্ধিগ্ন ছিলেন। সিঙ্কের SDO সাহেব তার অনেক আগেই আশঙ্কা আঁচ করে বরিশালের ADC-র বাসায় আশ্রয় নিয়েছেন। গভীর রাতে টেলিফোন এলো একবার। করেছেন বরিশালের SDPO মহিবুল্লাহ শাহ—

‘ভাল আছেন SDPO সাহেব ?’

‘জি, আপনি ভালো?’

আছি আর কি। আপনাকে একটা কথা বলবার জন্যে phone করেছিলাম।

‘বলুন।’

‘বাংলা স্বাধীন হবে’ বলতে বলতে হাউ মাউ করে শিশুর মতই কেঁদে উঠলেন তিনি।

পিরোজপুরের বাসা ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের খৌজে চলে এলাম নাজিরপুর। আবৰা সেখানেই রইলেন।

মাজিমুদ্দের বাবাটি ছিল একটি বাংলা বাড়ো। মসজিদেল্লো  
মিজিকেল অফিসারের কোণ্ট্রারি। চোকার পারিশেখ খালত  
নাহি, চাবিদেকৈ চোখ ঘোলামেল। বড় পঢ়ুক বিটুর বাটেও  
কি দেখ চমুকার লাগতো। চাবিদেকে স্মৃতি স্মৃতি একেবারে  
ইষ্টলাভ। দিন কাটেন গোপনীয় বড় পাঠু আৰু তাৰ  
চেপেৱে। নিবাদুৰ পুত্ৰিদাৰ অডু তাদুৰ তাৰ খেজা  
বিপৰিতু নিবৰ্ষণুলাম। পাঢ়াৰ চিন্তু লো পিতৃ দেহুতো  
আসত। আশ্চৰ্য সহে কোৱ আভিযু ইন তাদুৰ  
আদুৰ বাবাৰ আশ্চৰ্যক উঁটে নিয়ে দেও। পুত্ৰৰ কো  
শৈশী বৰে পড়ত অৱু শৰীৰ দেৱতা। আজোৰ অৰ্থন  
পুনৰুন্মুক্তি মোট সুন্দৰ। মোই শূণ্যে দুৰ বৰি কৰে  
বৰ্ষন দৰ। তৈৰু আই স্মৃ কেৱ জোতিৰ কাদু সাম  
কু বলেৰ না, ডায় ছাল কুকুৰ কু। কি অসুবিধি  
ওঁ বৰ্ষন না নে জো বিশী পারিন্তিভি আশ্চৰ্য  
জাকে বিশ্ব কাট পৰিলো। দুলুৰ এৰে স্মৃত  
পারিন্তিভি ছালৰ কুকুৰ আগামৰ স্বার পুৰ আশ্চৰ্য  
লাগছিলো।

এদিকে জাঙ্কা আছুন প্ৰকা একা। কুকু কুকুৰ  
অৱ আচু তুকোৰ। সাতে আতামৰ বাবাটোৱে বাবুকু  
কোটি ইন্দুমুক্তেনু। মাজেন তৈৰু পাহকো। আশ্চৰ্য  
গুৰুত্ব। মোই আলৈ ইক আভিযু কুবন্দু।

এছিকে নাভিযু পুটুটু ০/০ আগামৰ দেখ  
এস কুকুৰজো। স্বালো বিকান ঘোঁজ নিয়ে। হাতে  
চুজা পুনিমা এচন লাহুৰু দিও। মুই লাহুত  
নিয়ে রাষ্ট্ৰ পৰাদু। লোকটাকে একত্বে তালো লাগাহ  
৮

নাজিরপুরের বাসাটা ছিল একটা বাংলো বাড়ি। হসপিটেলের মেডিকেল অফিসারের কোয়ার্টার। চমৎকার পরিবেশ সামনে নদী, চারিদিকেই ভীষণ খোলামেলা। বড়ে সড়ক ধরে ইঁটতে কি যে চমৎকার লাগত। চারিদিকে সবুজে সবুজে একেবারে সয়লাব। দিন কাটত গল্লের বই পড়ে আর তাস খেলে। নিজেদের সুবিধার জন্যে তাদের তাস খেলা শিখিয়ে নিয়েছিলাম। পাড়ার হিন্দু বৌ-ঝিরা বেড়াতে আসত। আম্মার সঙ্গে ভারি খাতির হলো, তাদের বাসায় আম্মাকে ধরে নিয়ে যেত। যুদ্ধের কথা শুধু মনে পড়ত খবর শোনার বেলা। মামির তখন Pregnancy first period. যা-ই মুখে দেন বমি করে ফেলে দেন। শুধু তাই নয় কেন জানি না কারো সঙ্গে কথা বলেন না, চোখ তুলে তাকান না। কি অসুস্থি তাও বলেন না। সে ভারি বিশ্রী পরিস্থিতি। আম্মা তাকে নিয়ে ব্যবস্থা হয়ে পড়লেন। দেশের এমন নাজুক পরিস্থিতিতে মামির ভুকিকাটা আমাদের সবার খুব খারাপ লাগছিল।

এদিকে আরো অছেন একা একা। রান্না বান্নার জন্য আছে রশীদ। রাতে আমাদের বাসাতেই থাকেন কোর্ট ইন্সপেক্টর। নাজেম ভাইও থাকেন। আম্মারই ব্যবস্থা। সেইখানেই খাওয়ার ব্যবস্থা।

এদিকে নাজিরপুরের O/C আমাদের বেশ যত্ন করছিল। সকাল-বিকাল খোঁজ নিত। রাতে দু-জন পুলিশ এসে পাহারা দিত। দুধ পাঠাত নিজের বাড়ি থেকে। লোকটাকে একটুও ভালো লাগত না।

শুন' চেছাবা, মাঝে আমা কাপড়, কিন্তু দেশাল জিকে  
বেঙাল আব। সব মিলিষ্টে ওক্সেন রাজে। আব অতে  
সমস্ত পুর্ণ'ভিব খুলে অভিবৰ এবং মজিষ্ট্ৰ একটা  
কাষ্ট চোরা।

নাজিৰ পুরু বাসামু একজন আকাশু যোগৈ।

যাহু কোশক। হোলিপদাৰি, এলোপদাৰি, কুবিবাজী  
হাকিভি স্বাস্থ মিলিষ্টে আৰু ঢাকাবু বিহু।  
বাড়ু দোপাল লাড়ু দোপাল চেছাবা। এক বাবু  
আমৈলে আৰু কৃষ্ণে চাঁচ্ছে না। আমৈৰ মাতি  
বিহু ঘন্টোৱ পুৰু ঘন্টো বথে আকত। কুসীৰ  
জন্ম উৰ্বৰি বটেই পৰ্য চাৰ্ফত দাগণে।  
নিলে দেৱ জামাত ইংৰাজীৰ একনিষ্ঠে পান্ত।  
আৰু ধীৰলা বাঁলা দেৱলা দেৱলা দেৱলা ইত্যু আলৈ  
সমস্ত পুস্তলামৈৰ বিহুৰ পুস্তলা আওয়ু। আৰু শুকি  
ছিল শাম্যকু তাৰেষ্টু "বাস্তোৰ পুতাৰ আমুণ  
কাজেই বাস্তোৰ সোনামুই কুবে। দেৱল  
জন্ম বাঁলা দেৱ আৰু আলৈ, চৰুচৰু  
কৃষ্ণে মোলজোৰু মাঠিমৈলৈন ... " এই জাগিষ্টু

যাবু হোক নিন মন্দ-কাটিলৈন না।  
টেলিকোৱে আলৈ স্বত জালাপ হত। বিদেশীৰ  
বাঁলা দেৱ সম্বলে কে কি বলেছে শুনতে চেয়ে  
পুঁচিষ্টে পুঁচিষ্টু।

শাকে মাঝে নাজিৰপুৰ আসতো।  
একদিন যথেক্ষে আৰাবু চলে দ্যাতো। প্রাপুই তুৰু  
ধৰে প্রাপু ভোলো রাবুদু। আলু হুলোটকে  
ৰড় ধৰন্দ কৃষ্ণজন

ধূর্ত চেহারা, নোংরা জামা কাপড়, ভিজে বেড়াল ভিজে-বেড়াল ভাব। সব মিলিয়ে ভীষণ বাজে। তার মতে, সমস্ত দুর্গতির মূলে মুজিবুর এবং মুজিবুর একটা জন্মচোরা।

নাজিরপুর বাসায় একজন ডাঙ্কার আসত। গ্রাম্য কোয়াক। হোমিওপ্যাথি, এলোপ্যাথি, কবিরাজি হকিমি সমস্ত মিলিয়ে তার ডাঙ্কারিবিদ্যা। নাড়ু গোপাল নাড়ু গোপাল চেহারা। একবার আসলে আর নড়তে চাইত না। মামির নাড়ি ধরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকত। রোগিনীর জন্যে ঔষধত বটেই পথ্য পর্যন্ত পাঠাত। নিজে সে জামাতে ইসলামের একনিষ্ঠ পাণ্ডা। তার ধারণা বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়া মানেই সমস্ত মুসলমানের হিন্দু হয়ে যাওয়া। তার যুক্তি ছিল হাস্যকর আর উন্নত 'বাঙালির স্বত্ত্ব' খারাপ কাজেই বাঙালিরা গোলামই করবে। বেশি 'জয় বাঞ্জলি' বলেছ যে তাই আল্লাহ টাইট করতে মিলিটারি পাঠিয়েছেন তিই জাতীয়।

যাই হোক দিন মনে কাটছিল না। টেলিফোনে আব্বার সঙ্গে আলাপ হতো। বিদেশীরা বাংলাদেশ সম্বন্ধে কে কি বলেছে শুনতে চাইতেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

মাঝে মাঝে নাজিরপুর আসতেন। একদিন থেকেই আবার চলে যেতেন। প্রায়ই তার সঙ্গে থাকত আলী হায়দার। আব্বা ছেলেটিকে বড়ো পছন্দ করতেন।

জন্মাব কলেজে কিন্তু সবচেয়ে আমাদের সবের শাকাৰ হ'ল  
শাকলেষণ থাকতে পাবোৱে না। পিলড়ি পুটুৰ  
এবং তি.ও. বাজার সাধীৰ তামলুৰ বলহুচৰ। SDPO  
সাধীৰ আমাদেৰ একা দেখে আপনি চলে গলে  
আমৰা কি কৰে থাকি?

একদিন বিকেলে ঘূৰ ইলাশলিয়ু কাক  
কুনা দেখতে পাবাব। মন্ত্রী হ'লে দেখা দেল পুঁজি  
কুণ্ডামু এবং কুন্দু আস্তৰ। আকাশ গাঢ় বুড়ি  
ৰ্বা, ধৰণ পেলাব কানকোৰি বাজাৰ দেলিটোৰা  
পুঁজিয়ো দিবুচৰে। কুাতে নাজিৰ পুঁজি ০.৫ এমে  
তৰফা দিতে চাইল আমাদেৰ বললো “ও কিনুমু”  
ও কিনু ননু, লোল দেলত আমৰা সবাই কিনু ছু  
দেলয়ুনোৱা। এত কুন্দু দেলিটোৰি কথন পিলড়ি  
পুটুৰ আনে দেলাবো। যতনে দেবুম পত্ৰত  
কুন্দু কুন্দু নাম পৰাই বিলে।

তাৰ একদিন সাবুই নকোল আৱ  
আওয়াজো লৌগেৱ তিচ তিৰ শাষ্টো কাপো শালি  
মিনিমু ইল পিলড়িপুঁজৈ। আঙুয়াজো  
লৌগেৱ মনে আছো, দেলতলাৰ আমি, একু  
আমি, পুলিম, আনমানু আৱ কিনু  
দেলজাল অধিমানু। রকমালোই কিনু তিচলো

আবার কিছু সময় আমাদের সঙ্গে থাকার ইচ্ছে থাকলেও থাকতে পারতেন না। পিরোজপুরের এস.ডি.ও রাজ্জাক সাহেব তাহলেই বলতেন, SDPO সাহেব আমাদের একা রেখে আপনি চলে গেলে আমরা কী করে থাকি?’

একদিন বিকেলে খুব গোলাগুলির শব্দ শোনা যেতে লাগল। সন্ধ্যা হতেই দেখা গেল দূরে কোথায় লক লক করছে আগুন। আকাশ গাঢ় রক্তবর্ণ। খবর পেলাম ঝালকাঠি বাজার মিলিটারিয়া পুড়িয়ে দিয়েছে। রাতে নাজিরপুরের O/C এসে অভয় দিতে চাইল আমাদের। বলল, ‘ও কিছু নয় ও কিছু নয়, লাল মেঘ।’ আমরা সবাই কিন্তু ভয় পেয়েছিলাম। এত কাছে মিলিটারি কখন পিরোজপুরে আসে কে জানে। খতমে ইউনুস পড়তে শুরু করলাম সবাই মিলে।

তার একদিন পরই নকশাল আর আওয়ামী লীগের ভিতর তিনঘণ্টাব্যাপী গুলি বিনিয়ন হলো পিরোজপুরে। আওয়ামী লীগের সঙ্গে আছে, রেগুলার আর্মি, এক্স আর্মি, পুলিশ, আনসার আর কিছু নেভাল অফিসার। নকশালরাই কিন্তু জিতল

১৮

অস্থ ওরা দলে অঠ কৃতি পঁচিলাইন। বন্ধুক হাতে  
আব সমষ্ট ক্ষেত্রে আহিন্দ্য বিস্তার করে আওয়াজ  
লোগাদের লেখবের বাইবে দেড় করু দিল। অস্থ  
আওয়াজে লোপার হাতে অস্থন যেন সার, ব্ৰটাগান,  
চৈম সামৰে অঠ অস্থ। রকশালদেৱ সমূল নাইস্টা  
প্ৰিমারীমৰ হাঁই এশ্বাসাগিত বোমা যা গুণ নিজী  
চৈম কৰেছে আব কৃতো মনকো হাঁই যেন।

‘ইকবাল স্বাক্ষৰে আঙুকে টেলিকোম  
কৃতে গেল। কিন্তু এসে বললো আৰুৰা ভোঁ  
নাজীম হচ্ছে পৰুচ্ছৰন। বললো আৰুৰা মেৰ সকাল  
বিকাল আৰ পৰি আল কৃতি, আনু কিমুও আৰ  
কৃতি।’

প্ৰাণি-বৈকানো আমি টেলিফোন  
চৈতুলাম।

‘কি দৃঢ় বাঁু এত কৃতে বনি সকাল বিকাল  
টেলিফোন কৃতে আৰ গোৱা তুলাচাপা।’

‘কৰবো আঙু সকাল বিকালই কৃতো।’

‘মন বড় খাবাপ থাকে। একটী দিন যায় আৰু  
শান হচ্ছ আৰেকটা দিন বাঁচলাব। গোৱা কথা  
বললৈ তাঙ একটু আল লাগো।’

‘একবাল-আওয়াজে সত্যে মিটেছ আঙু?’

‘যা ঔপৰে ঔপৰে কিট মাটেই? মনি জান আৰু  
(কি)

অথচ এরা দলে মাত্র কুড়ি-পঁচিশজন। বন্দুক হাতে তারা সমস্ত শহরে আধিপত্য বিস্তার করে আওয়ামী লীগদের শহরের বাইরে বের করে দিলো। অথচ আওয়ামী লীগের হাতে তখন স্টেনগান, ব্রেটাগান, টমি গানের মতো অস্ত্র। নকশালদের সম্মল নাইট্রো প্লিসারিনের হাই এক্সপ্রেসিভ বোমা, যা তারা নিজেই তৈরি করেছে আর গোটা পনেরো রাইফেল।

ইকবাল সন্ধ্যাবেলা আবরাকে টেলিফোন করতে গেল। ফিরে এসে বলল আবরা ভীষণ নার্ভাস হয়ে পড়েছেন। বলেছেন আমরা যেন সকাল-বিকাল তার সঙ্গে আলাপ করি তেক্ষণ-শিখুও যেন করে।

পরদিন সকালে আমি টেলিফোন ধরলাম।

‘কি রে বাচ্চু এত করে আবল সকাল-বিকাল টেলিফোন করতে আর তোরা চুপচাপ’

‘করব আবরা, সকাল-বিকালই করব।’

‘মন বড় খারাপ থাকে, একটা দিন যায় আর মনে হয় আরেকটা দিন বাঁচলাম। তোরা কথা বললে তাও একটু ভাল লাগে।’

‘নকশাল-আওয়ামী গুগোল মিটেছে আবরা?’

‘হ্যাঁ উপরে উপরে মিটমাটই। মনি ভালো আছে?’

‘জি।’

৫৭

‘তুমি কেন লাগেন?’

‘না। টেলিফোন রাখিয়ে দিব?’

‘কি এই জড়জড়ি। বিদেশী ঘৰবু ঘৰব বল . .’

বৰিশাল আহৰ মেলিটো দখল কৰে নিব  
অঙ্গা আভাবো। তিনি দিক্ৰৈকে সৌভাবি আঞ্চল  
চাওয়ে, উপৰ ধৰেক বোৱা হৰ্ণ কৰে মুক্তিবৰ্যোগিক  
সৌরিয় নিল। চাৰিদিকে মৰ্দাপ এতে ভুঁ রঢ়ানু  
গৱেষণ। আলো শাখাদৰ একদিন এসে আমাদেৱ  
শব্দিয়ে নিল বাৰলাপু। এক সৰিপটোয়েৱ আঝোয়  
এই পৰিচয়ে ত্বেৰ বনিষ্ঠুৰ বাড়ী নিপৰ  
কুলৱেন আমাদেৱ প্ৰকাঙ্গ দোগলা বাড়ী, বড়োৱ  
শালিক মোৰক বান প্ৰৱন্ত বৃক্ষ লোক চিৰি  
পৰম সমাদুৰ আমাদেৱ প্ৰথা কুলৱে। চাৰিদিক  
ধৈকে লোক ভেলে পৰলো আমাদেৱ টম্পতে।  
‘আথা এই ছামভূমে কি কৰ্তৃত না এৰা  
পছৰছে?’ স্বারূ মুঘ্যে এই কথা। একি বলৈৰ  
‘মুনুৰ এস কি দিম অদৃশু সমাদুয় কৰি?’

কিন্তু কোন জানিনা এই বাস্তা এই সমাদুব  
মুক্তি আমি খুব দমে নিম্নেছিলাম। হৃষে জামুগাঁটিৰ  
চাৰিবেণী মনেই উপৰ কাজি কৰছিল। জামুগাঁটি  
কৰমোৱ দ্বন্দ্ব দম কৰ কৰা। চাৰিদিকে মৰ বৰ

‘ভয়-টয় লাগে?’

‘না। টেলিফোন রাইখা দিব?’

‘কি এত তাড়াতাড়ি। বিদেশি খবর টবর বল...’

বরিশাল শহর মিলিটারি দখল করে নিলো অন্ধ আয়াশে। তিন দিক থেকে সাড়াশি আক্রমণ চালিয়ে, উপর থেকে বোমা বর্ষণ করে মুক্তিবাহিনীকে হটিয়ে দিলো। চারিদিকে সবাই এতে ভয় পেয়ে গেল। আলী হায়দার একদিন এসে আমাদের সরিয়ে নিলো বাবলায়। এক ব্যারিস্টারের আত্মীয় এই পরিচয়ে সেন্ট্র ব্যারিস্টারের বাড়ি নিয়ে তুললেন আমাদের। প্রকাণ্ড দোতাল সোড়ি, বাড়ির মালিক মোবারক খান প্রবীণ বয়স্ক লোক, তিনি পরম সমাদরে আমাদের গ্রহণ করলেন। চারিদিক থেকে স্লাক ভেঙে পড়ল আমাদের দেখতে। ‘আহা এই দুঃসময়ে কিংকষ্টেই না এরা পড়েছে।’ সবার মুখে এই কথা। ‘কি যত্নের মানুষ এরা কি দিয়ে এদের সমাদর করি।’

কিন্তু কেন জানি না এত যত্ন এত সমাদর সত্ত্বেও আমি খুব দমে গিয়েছিলাম। হয়ত জায়গাটির পরিবেশই মনের ওপর কাজ করছিল। জায়গাটা কেমন যেন দম বন্ধ করা। চারিদিকে ঘন বন

জন্মে অধিক, একটুকুও ধ্যোলাগেলা নয়। রকমান একটী  
দম কর কর ছাব। পুরুষের আমি শুশিয়া  
করলাগ। আলো শামদাব এই আমাদের বেঞ্চে  
পালিয়েছে আব ঘোঁড় হৈ। বল রচাই পাঠ্য  
ব্রহ্মণ্ড এ শাকতে রয়েছ, তবে কাহা কাহিঁও আছি।  
আমরা একেবাবে একা পথে দলালাভ। পাকাব শুলক  
হল ছুই ঢাণ। রমছাটু ছুচ্ছাম। রচুলেৰ  
নোচের তলাম। বাজোল কোচিৎ পদাৰ কাতুৰ আমরা  
আমুা আব বোঁড় বিশুব সহে বিশুব শব্দ  
পদলাভ। ছুভি দিল আলো শামদাব আগব এলা।  
বামি তামিকাম ঢো কাটেলা দিবদো। বাত  
বেগতে বসেছি কে এবে বেগ বলেলা। খুব  
খাদ্যাপ পদব পিষেব পুরুষের দ্রেজাবো পুরুষের  
নকাল বো। আওয়াজ লোলেৰ গীত খুব শুলাইনি  
ইচ্ছুক। রেক প্রেক তন ঝুবেহো ঝুকে  
চিতু শিক কদু দেইলা। তও বিশুব শব্দ যৈন।  
আলো শামদাব পিষি বাবুকুব বলেছ ৩ কিউ নয়  
শব শামদাম দ্রেজাবো পুরুষের অনুও আব শুভ  
আত্মে কালা শব্দ কেইলা। আলো শামদাবকে  
জিজ্ঞেস করে তামলাম জিজ্ঞেস বাবলাম আমাদেৱ  
বর্তমান পিষেন আমল না। এই হিলদ -  
বেগামু বাবেন তিনি? সাত্তন দুঃখিতাম  
আচ কাটেলা। পর্যন্ত খুব সকালে ইকাল  
আব ইকুম কে পোলালা নাহিৰপুৰ। রমধান

জঙ্গলে আচ্ছন্ন, একটুকুও খোলামেলা নয়। কেমন একটা দমবন্ধ করা ভাব। দু-দিনেই আমি হাঁপিয়ে উঠলাম। আলী হায়দার সেই আমাদের রেখেই পালিয়েছে আর খোঁজ নেই। বলে গেছে under ground- এ থাকতে হচ্ছে, তবে কাছাকাছিই আছি। আমরা একেবারে একা পড়ে গেলাম। থাকার বন্দোবস্ত হলো দুই ভাগে। মেয়েরা দু-তলায়। ছেলেরা নিচের তলায়। বাড়িতে কঠিন পর্দা, কাজেই আমরা আম্মা আর শেফু শিখুর সঙ্গে বিছিন্ন হয়ে পড়লাম। তৃতীয় দিনে আলী হায়দার আবার এল। হাসি তামাশায় বেশ কাটল দিনটা। রাতে খেতে বসেছি কে এসে যেন বলল, খুব খারাপ ব্যবর, পিরোজপুরে ট্রেজারি লুট করেছে নকশালরা। আওয়ামী সংগের সঙ্গে খুব গোলাগুলি হয়েছে। বেশ কয়েকজন মরেছে। ফলৈকের ভিতর ধ্বক করে উঠল। ভাত বিশ্বাদ হয়ে গেল। আলী হায়দার যদিও বারবার বলছে ও কিছু নয়, সব জায়গায় ট্রেজারি প্রাপ্ত হয়েছে; তবুও তার মুখ আতঙ্কে কালো হয়ে উঠল। আলী হায়দারকে জিজ্ঞেস করে জানলাম আবৰা বাবলায়, আমাদের বর্তমান ঠিকানা জানেন না। এই বিপদে কোথায় যাবেন তিনি? দারুণ দুঃশিষ্টায় রাত কাটল। পরদিন খুব সকালেই ইকবাল আর ইউনুসকে পাঠালাম নাজিরপুর। সেখান

তথেক টেলিফোনে আব্দুর মস্লে আলাপ করবে।  
 আমি আবু হুম্মদ মামা চলেন্মাস পিয়েজেপুর।  
 প্রাথম আট মাহে বাস্তু। শান্তিক উৎকৃষ্ট  
 খুব ক্ষত হয়েছে ইচ্ছিমাস দুর্বল। কোন  
 বকরে পিয়েজেপুরে রোডেতে গোকুল বাঁচি।  
 বাস্তু অনেক পরিবারের মস্লে দুখ্য হল আবু  
 মরোই আহব দুর্বল আনে এমে পড়াছী জনকেই  
 আমাদের আহবে হচ্ছে আনা করলা। এরা মরোই  
 নকশাল দেব কেপর বিষম ঝাপা বলছে এবং  
 নকশাল ন্ম টোকশাল।” কাহবের উপরে  
 আমতেই দেখ্য ইল জনাকুম বন্দুকধারী লোকের  
 মস্লে। তাবু আমাদের দেখে অবক দাঢ়ান।  
 আমার দিকে আকিল একবল আনে।

“আমনি SDPO হবেন দেল ?”

“হি !”

“চেয়ারম্যান অনুস মিল ! আবু দেখে চিমিঁ  
 কোথাম মাঠেন ? ”

“আব্দুর ঘোষে চিমিঁকুর !”

“আবু তোর মস্লে কান হাতে দেখ্য শিয়েছে,  
 আমার ! চিমিঁ আমাদের খুব তকাইস।  
 পাসলের মত চিকান আনন নাগে !  
 আমনি খুঁট মানিবপুর যান। আবু চিমিঁ  
 মন্দবেন মাকি ? ”

থেকে টেলিফোনে আবরার সঙ্গে আলাপ করবে। আমি আর রহুল মামা চললাম পিরোজপুর। প্রায় আট মাইল রাস্তা। মানসিক উৎকর্ষায় খুব দ্রুত গতিতেই হাঁটছিলাম দু-জন। কোনোরকমে পিরোজপুরে পৌছতে পারলে বাঁচি। রাস্তায় অনেক পরিবারের সঙ্গে দেখা হলো তারা সবই শহর ছেড়ে গ্রামে এসে পড়ছে। অনেকেই আমাদের শহরে যেতে মানা করল। এরা সবাই নকশালদের ওপর বিষম ক্ষ্যাপা বলছে, ‘এরা নকশাল নয় টাকশাল।’ শহরের উপকণ্ঠে আসতেই দেখা হলো জনাকয় বন্দুকধারী লোকের সঙ্গে। তারা আমাদের দেখে থমকে দাঁড়াল। আমার দিকে তাকিয়ে একজন বলল—

‘আপনি SDPO সাহেবের ছেলে?’

‘জি।’

‘চেহারায় অদ্ভুত যিল। মুখে দেখেই চিনেছি। কোথায় যাচ্ছেন?’

‘আবরার খুঁজে পিরোজপুর।’

‘আরে তাঁর সঙ্গে কাল রাতে দেখা হয়েছে আমার। তিনি তো আপনাদের খুঁজে বেড়াচ্ছেন। পাগলের মতো। ঠিকানা জানেন না তো।’

‘আপনি বরং নাজিরপুর যান। শহরে গিয়ে মরবেন নাকি?’

মিটে চললাম, মনে দাক্ষ ছিল। এক পুরাকিল  
আলো শামদাব চিকামাটো পর্ণি বানায়নি। এখন  
কি উপাস্তি! ধীরে ধীরে, দাবিশ্চরণে অস্তিত্ব  
ইটু দোচলাকা। অস্তি! প্রত্যন্ত ইকবাল প্রস্তুত  
পরবর্তী এন্টে আঙ্কণ বুনা ইষ্টুচুর লিউফাস্তু  
শ্বেচ্ছী হয়তো এমে পড়বেন।

আঙ্কণ আমলেন মণ্ডা নামাত! এম  
ছুরিটো খুব স্থার্টে রে আছে। ঘোঁটা ঘোঁটা  
দাঢ়ি লোঁয়া, উদ্বৃত্ত দুর্দি, পাগলৰ বড় চাড়ি,  
শুধু শুকিল্প কালো ইয়ে ডেচেছ! কান্ত আৰ  
জৰুর পায়ে তিনি উঠি আমলেন। সৱেল নাবিম  
ভাই আৰ ছুলে ঝুকে জোয়ান। আঙ্কণ  
বিছনাহু বলে দৈনানোগলন। সাল সাল কঢ়ে  
ধাম সতিয়ে তাৰ কণাল ইষ্টুচু: এৰ  
মন জোৰ দে কঢ়ে কোঁ দিকাদেৱন। কাছ  
বলে মোৰাবক ধূন আমাল্লু আমাল্লু প্ৰফু  
কৰে আঙ্কণকে বিহুড় কৃতে কোগালো। তিনি কুন্ত  
গলাম প্ৰতিবি কৰে দিতে জাগলেন। আঙ্কণ  
একটো পাখা নিয়ে ওঁকে শুভ্যা কুবৃতে জাগলেন।  
আমি ওঁকে বিশ্বাস রেখুৱ ভেলু আমাকে  
শুনে নিয়ে দেশাত চলে রাগলাম। অহো  
অমেৰ শালকো।

ফিরে চললাম, মনে দারণ উদ্বেগ। কি মুশকিল আলী হায়দার  
ঠিকানাটা পর্যন্ত জানায়নি। এখন কি উপায়। ঘামতে ঘামতে পরিশ্রমে  
আধমরা হয়ে পৌছলাম। শুনলাম ইকবাল এসেছে, খবর এনেছে  
আৰো রওনা হয়েছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো এসে পড়বেন।

আৰো আসলেন সন্ধ্যা নাগাদ। সে ছবিটা খুব স্পষ্ট মনে আছে।  
খোঁচা খোঁচা দাঢ়িগোফ, উদ্ভাস্ত দৃষ্টি, পাগলের মতো চাউনি, মুখ  
শুকিয়ে কালো হয়ে উঠেছে। ক্লান্ত আৱ অবসন্ন পায়ে তিনি উঠে  
আসলেন। সঙ্গে নাজিম ভাই আৱ দু-জন বন্দুকধারী জোয়ান। আৰো  
বিছানায় বসে হাঁপাতে লাগলেন। গল কেজ করে ঘাম গড়িয়ে পড়ছে  
তার কপাল বেয়ে। ঘন ঘন জিব কেজ করে ঠোঁট ভিজাচ্ছেন। কাছে  
বসে মোবারক খান অসংখ্য সংলগ্ন প্রশ্ন করে আৰোকে বিরক্ত  
করতে লাগল। তিনি ক্লান্ত গলায় প্রতিটির জবাব দিতে লাগলেন।  
আম্মা একটা পাখা নিয়ে তাকে হাওয়া করতে লাগলেন। আমি তাকে  
বিশ্রাম দেয়াৰ জন্যেই মামাকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে চলে গেলাম।  
মনটা অনেক হালকা।

একাত্তর এবং আমার বাবা

লেখকের লেখা ৬৩ পৃষ্ঠা

AMARBOI.COM

এখানে পৃষ্ঠা নম্বরের ধারাবাহিক পাতা নেই, তবে মনে হয় পৃষ্ঠা হারিয়ে  
যায়নি; পৃষ্ঠা নম্বর দিতে ভুল হয়েছে।

AMARBOI.COM

তুকাবীলুট পশ্চিমে আসা বিশেষ কিছু বল্লম না। তিনি  
কেবল ঐন বিশেষ হয়ে উঠেছিলেন। যা বল্লম তাৰ  
ৰেখকে এইটুকু বুকা যাওলু এবং কুল বকাল  
ৰেখবাব মোল ইয়ে নৈমি দেন মান থাত এম.চি.৩  
আব রুকোৱা অভিমান এবং গবে টুকু পথে তাৰপৰ  
বলো রুকোৱা ভূল দাও নমলা বৰ সুলি দেখেন।  
মোল এ ঢোক দিল পুরুষে এ তুকু তৌকা  
নিষ্ঠ খাব গুৱা আগুকে একদল নকোল ধিবে  
বাখড়ে গিয়ে বাবী দেখু তাৰ প্রচুৰ সুলি বৰ্ষে  
২৫। আগুচুলা প্রচুৰ মুলাব অন্তৰ আমাৰ  
তুকুল ইমলাম মেলিলাল দিয়ে ঘৃণ্ণিয়ে  
সুলি কৰ্ণ কৰে লে নকোলদেৱ ফেৰ। তিনি  
অন নকোল আগু পদ্মু ধীতে।

আকু মাগুটো দিন শুণিয়ে কাটালেন।  
কিম্ব তাৰ দুক হাজ বুলিয়ে দিল। নামাদেৱ  
মন্ত্ৰসুলিতে ঘুৰ কালিতেৰ ঝত প্রে শুষ্টি নামাদ  
পাইলেন। আমাৰ দিকে আকিম্ব বলিমেৱ কিবু  
নমাদ? নমাদ পড়লিনা। সকুচুলা ইয়ে  
বাদুৰা এলো। হাতে মণি এক বাবুদা। আমাদেৱ  
আকু কৃ হামুদাদুৰ খোলো এ যেহে। মে

ট্রেজারি লুট সমস্কে আকরা বিশেষ কিছু বললেন না। তিনি কেমন যেন বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিলেন। যা বললেন তার থেকে এইটুকু বুরো যাচ্ছিল যে, দু-জন নকশাল রোববার সকালে হঠাৎ দুটি স্টেনগান হাতে এস.ডি.ও আর ট্রেজারি অফিসারের ঘরে ঢুকে পড়ে। তারপর বলে ট্রেজারি খুলে দাও, নয়তো মর গুলি খেয়ে। সকাল ৯টায় দিনে দুপুরে ৯ ট্রাঙ্ক টাকা নিয়ে যায় তারা, আকরাকে একদল নকশাল ঘিরে রাখে। আওয়ামী সীগ টাকাটা নিজেদের কাছে রাখতে গিয়ে বাধা দেয়, তাতে প্রচুর গুলি বর্ষণ হয়। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামি তাজুল ইসলাম মেশিনগান দিয়ে খটাখট গুলিবর্ষণ করে চলে নকশালদের ওপর। তিনজন নকশাল মার্ক পড়ে এতে।

আকরা সারাটা দিন ঘুমিয়ে রেখেছিলেন। শিখ তার বুকে হাত বুলিয়ে দিলো। নামাজের সময়সূচাতে যন্ত্র চালিতের মতো উঠে শুধু নামাজ পড়লেন। আমার ক্ষেত্রে তাকিয়ে বললেন, কিরে নমাজ? নমাজ পড়লি না। সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ বাদশা এল। হাতে মস্ত এক রামদা। আমাদের আর হায়দারের খৌজে এসেছে। সে

৫২

যা বললো তা কুন আমুকি সুস্থিতি মেবলালো  
অম-তি-ও আৰ দ্বেকারি অফিশারু কে  
আওয়াজে লোপুৰ পুঁজি বাচতি রথীকচৰ কৰু  
আটকে দৃঢ়েছে তাদৰ গোবিন্দা রেণুকা ক্ষয়া,  
মেধানে তাদৰ কিউৰ ধ্যেত দেশু থঁনা,  
কাবো শৰ্ক কুমা বলতে দেশু ইনুনা। বাজা  
ঘৰৰ পেড়ে তাদৰ ডৰ্শীৰ কৰে নিকৰ  
গোড়াতে নিয়ে মিঠুনেছে। আৰু সুষুপ্তি নিখাম  
ভোল বললোৱ যাক অৱা হুইবৰ দৈঁচে  
আছে আৰ ডঃ নাই। আচ লাটোৰ দিকে  
এলা আলো শয়দাবু। আৰু পুৰুষেশ্বৰু  
বললোৱ শয়দাবু পাথৰ দ্বেকারি লুটেু  
পিছনে অনেকৰ কাচা আছে যদি দৈঁচে  
যাকি তহে একদিন নিষ্ঠিই বলবো।

বাল আমাকে নিষ্ঠে মৰণিৰ চলন  
ঠগলাম শ্ৰীগুৱা কাৰ্ত্তিৰ বাবাদো। দুইকটা  
দিনিম কিনতে। মাথারেই শুনলাম পিঙুপেঁয়ে  
মেলিটোৱা এসেছে। ঘোৱাবঘাটে খুবকৈ  
উলি কৰে ভ্ৰমেছে নৈবেৰ।

যাৰব কুন আৰুৰ কোন ভাবনুৰ  
খীলন্দা। আহো চুপচাপ হয়ে ঠগলো।  
মোৰাবৰক পান পুৰু যৰ কৰেই আহাকে।

যা বলল তা শুনে আমরা স্তুতি । সে বলল এস.ডি.ও আর ট্রেজারি  
অফিসারকে আওয়ামী লীগের মুক্তিবাহিনী প্রে�তার করে আটকে  
রেখেছে তাদের গেরিলা ট্রেনিংক্যাম্পে । সেখানে তাদের কিছুই খেতে  
দেওয়া হয় না, কারো সঙ্গে কথা বলতে দেয়া হয় না । বাদশা খবর  
পেয়ে তাদের উদ্বার করে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছে । আব্বা  
স্বত্তির নিখাস ফেলে বললেন, যাক তারা দুইজন বেঁচে আছে আর ভয়  
নাই । রাত নটার দিকে এল আলী হায়দার । আব্বা খুব খুশি হলেন ।  
বললেন, হায়দার সাহেব ট্রেজারি লুটের পিছনে অনেক বুই-কাতলা  
আছে, যদি বেঁচে থাকি তবে একদিন নিচ্যাই বলব ।

রহুল মামাকে নিয়ে পরদিন চলে খেলাম শ্রীরাম কাটির বাজারে ।  
দু-একটা জিনিস কিনতে । সেখানে ওনলাম পিরোজপুরে মিলিটারি  
এসেছে । হুলারহাটে ৬ জনকে ধরে করে মেরেছে নেমেই ।

খবর শুনে আব্বার ক্ষেত্রে ভাবান্তর হলো না । আরো চুপচাপ  
হয়ে গেলেন । মোবারক খান\* প্রচুর যত্ন করেছে আব্বাকে ।

\* বাবা ফয়জুর রহমান আহমেদ মারা যাবার পর মোবারক খান বাড়ি থেকে পুরো  
পরিবারকে বের করে দিয়েছিল ।

৫৮

এটা ঘোড়াধু, ইন্দি ঘোড়াধু। মুখে একতুলি  
'এই হঠ আশিসাব আমার ধরে কি দিয়ে বল কৈছি'

পথদিন জোর ছাটো একটা দুর্দেশ হাতিব  
নানিয়ে পুরুষ ৩.০ ব একটা চিরি হাতে। চিরি আশিব  
ঘোড়া পতলাম চল্লকাব চিরি অসেকটে পুরুষ বিলেব।

"... হাত, আমাদেব ত আশা ছাড়া কোন ভয় নাই  
আশি আশিসাব গুৰি নিয়ে নিবেশনাব থান।  
এ ছাড়া এই মিশন বিশুভ আমরা কি কৃতে পারিব  
জুড়ি কোনো কোন নানিয়ে কোন পিবেশনাব  
০.০ আশায় দেলিয়ান আবিধেবেন কোন অৱ  
বোচ। তা ছাড়া পুরুষাবেব বা সব পুলিশ  
অশিসাবদেব রেলা একবোলা আগে হাতিব  
হুক বলছেন।

বামোটোব আসে জাপানকৰতে থকে মন্ত্ৰ দৈৰ্ঘ।  
অশি আশাকে রেল ছুলেন। আশা চিরি পাত্ৰ  
আব কিউভ সুবৰ কিৰে পাৰ নিবেশনাব  
সহাটকে এক প্ৰশ্ন। আমৰা মৰাই বলি কোন  
ভয় নাই পাব। মেলিদো উভিসম্মতেব চালু  
গৃহীত চাষ্টো কোউকে কিমু বলবে না। আবা  
নিকও রহন' চিরিকৈত কৈ সালাৰ? আব পালাল  
চুল দোল ইহু কোলৈ বিৰিয়ে দোব। আবা  
আম আব আশিয়া ছুলতে হুক কৈ কৰবেন।  
চিজা দেখেন। তামু পতলাম দেখা কৈ হৈল।  
আশিয়া পুঁথ দেখো আব ইন সাহস আছিন।  
আশাকে সামু দেখো আব ইতিব তুল সু

এটা খাওয়াচ্ছে, সেটা খাওয়াচ্ছে। মুখে এক বুলি ‘এত বড় অফিসার আমার ঘরে কি দিয়ে যত্ন করি।’

পরদিন ভোর ৯টায় একটা ছেলে এসে হাজির নাজিরপুরের O.C -র একটা চিঠি হাতে। চিঠি আমিই প্রথম পড়লাম, চমৎকার চিঠি। অনেকটা এই ধরনের :

‘... স্যার, আমাদের তো আল্লা ছাড়া কোনো ভরসা নাই আপনি আল্লার নাম নিয়েই পিরোজপুরে যান। এ-ছাড়া এই বিদেশ বিভূতিয়ে আমরা কী করতে পারি? পিরোজপুরের O.C আমায় টেলিফোনে জানিয়েছেন কোনো ভয় নাই। তা ছাড়া খুলনারেঞ্জের DIG সব পুলিশ অফিসারদের বেলা বারোটার আগে হাজির হতে বলেছেন।’

বারোটার আগে জয়েন করতে সঙ্গে সময় নেই। আম্মা আবাকে ডেকে তুললেন। আবাবা চিঠি পঢ়ে আর জিজেস করেন, কিরে যাব পিরোজপুরে? সবাইকেই এক প্রশ্ন। আমরা সবাই বলি, কোনো ভয় নাই যান। মিলিটারি এজিনিস্ট্রেশন চালু করতে চাইছে কাউকে কিছু বলবে না। আবাবা নিজেও বলেন ঠিকইতো, কই পালাব? আজ পালালে ছেলেপেলেসহ কালই ধরিয়ে দেবে। আবাবা আশা আর আশঙ্কায় দুলতে দুলতে সেভ করলেন। চিড়া খেলেন। কাপড় পরলেন। নৌকা ঠিক হলো। আবাবা মুখ দেখে মনে হলো সাহস পাচ্ছেন। আবাকে সাহস দেবার জন্যে ইকবাল চলল সঙ্গে।

# একাত্তর এবং আমার বাবা

## মুহাম্মদ জাফর ইকবাল

মুন্দু গুরি আর সবুজ ঝুঁক ছিটে-ভুল দৌল। আর কেবল পীরে  
খেয়ে পাইট সদী সেই শান্তি আছে। একেবারে পুষ্পাল ভুজপুরী  
অসমুক ছেতে দেশি আমুক পুরো জগতে। আকৃত হাতেও পড়ে  
তাম ওকান খেয়ে শান্তি আর আশীর্বাদ মাথ কঢ়ি। রক্তাক কিষ্কিয়া  
কেশগুৰি - “আর তচ তাপো ? সেই বা ?

“আমুক চৰ - আমুক -

“আমা কে ?” আমুক শান্তিপুরী আমুক তার পাঁচ গোল  
বিশেষাকৃতী পশুপাড়ী এবং লাকোচে - শুভ তাপো পুষ্পাল হৃষীতি  
তাম প্রমাণ কুশ্চিৎক তুমার কল্পনা। পুরুষ বেগুন তোমা পিলুক্ক।  
বোলো খুন কেহুন - আমি বিশেষ পুষ্পালের পুরুষ কেবল  
বুক - কুমুর ধূমুকি ক পুরুষ পুরুষ কেবল পুরুষ।  
পুরুষ পুরুষ পুরুষ পুরুষ পুরুষ পুরুষ পুরুষ।  
তাম ক জীবিত তাম ১০ আমা পুরুষ কেবল তাম কি-  
বিজাপুর পুরুষ বিজাপুর তামের কেবল কেবল কেবল কেবল  
কেবল আমুক বাবা ? আমি বাবা। আমুক পুরুষ  
পুরুষের কেবল কেবল কেবল কেবল কেবল কেবল কেবল  
শান্তিপুরী কেবল কেবল আমুক আমুক আমুক আমুক  
সেই কেবল - সামুক কেবল পুরুষের কেবল আমুক  
কেবল আমুক কেবল। পুরুষের কেবল পুরুষ পুরুষ  
কেবল পুরুষের কেবল। আমুক আমুক কেবল - ‘আমুকপুরুষের কেবল কেবল-  
কেবল কেবল কেবল কেবল ?’ কেবল আমুক কেবল কেবল আমুক  
আমুক পুরুষের কেবল কেবল - কেবল আমুক কেবল  
কেবল আমুক আমুক কেবল কেবল আমুক কেবল। আমুক  
আমুক কেবল আমুক কেবল। আমুক কেবল আমুক কেবল  
কেবল আমুক আমুক। আমুক কেবল আমুক কেবল  
কেবল আমুক ? আমুক আমুক ?

আমুক হৃষেশ্বর - “দৈয়ে পুরুষ ? কেবল পুরুষ ? কেবল ?

কেবল ? - পুরুষ ? আমুক ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যখন আমি আর আবৰা নৌকা করে রওনা দিই তখন আর সবাই নদীতীরে  
দাঁড়িয়ে আছে। একেবারে চুপচাপ রওনা দেওয়াটা আমার খারাপ লাগল।  
আমি ভাবলাম যাওয়ার সময় একটা কিছু আলাপ করে আবহাওয়াটা সহজ  
করি। শেফুকে জিজ্ঞাসা করলাম— ‘আজ কয় তারিখ, পাঁচ না?’

‘হ্যাঁ— পাঁচ।’

‘লাকি ডেট, তাই না?’

আমি জানতাম পাঁচ তারিখ নিউমোরগজি অনুযায়ী আমাদের জন্যে  
লাকি ডেট তবু সবার সামনে কথাটা বলে আতঙ্ক দুর্ভাবনা কমাতে চাইলাম।  
নৌকায় রওনা দিলাম। নৌকাটা ছিল ভাঙা— পানি উঠছিল সাংঘাতিক,  
একটু পরে পরে আমি পানি সেঁচছিলাম। বহুক্ষণ নৌকায় যেতে যেতে  
আবৰা একটাও কথা বলেন নি। একবার জিজ্ঞেস করলেন, সেকেন্ড আর  
ফোর্থ অফিসার কোনো গ্রামে আছে আমি জানি কি না? আমি গ্রামের নাম  
বললাম। আবৰা হিন্দু মাঝিটাকে জিজ্ঞেস করলেন, পথে পড়বে নাকি? মাঝি  
জানাল যে পড়বে না। আমার স্কুল আবৰার আর কোনো কথা হয়নি— পথে  
শুধু এক চেয়ারম্যান আবৰার সঙে খানিক আলাপ করেছিল। চেয়ারম্যান  
তখন খুব ব্যস্ত, চারদিক ভয়ানক লুটপাট। আবৰা তাকে বললেন—  
‘আপনারা এটা বক্ষ করেন বাকিটুকু আমরা ঠিক করব।’ তখন চেয়ারম্যান  
আরও খানিকক্ষণ আলাপ করল, নৌকা ধামেনি, কাজেই আলাপ বেশিক্ষণ  
চলতে পারে নি। পথে আরেকজন লোকের সঙে দেখা। শক্তসমর্থ শরীর,  
মুখে কাঁচাপাকা দাঢ়ি। আবৰাকে দেখে ভারি অবাক হলো, ‘স্যার? আপনি  
যাচ্ছেন?’

আবৰা হাসলেন, বললেন, ‘দেখে আসি।’ লোকটার বিশ্বাস হয় না,  
জিজ্ঞেস করল, ‘সত্যি যাচ্ছেন? সাহস পান?’

জন্মান্তর চলিয়ে গুরু ক্ষম দীপ্তি জন্ম পাইতে  
মাঝেন্দা - কিন্তু কিছি আমারে গুরু জন্ম কান্তে  
আমার মাঝে মিলিত হয়ে - মিলিত হয়ে আমার  
জন্ম এখন পুরোহিত কর ও গুরু জন্ম কর কৃত্তু।

শামান দীপ্তি পুরোহিত করুন গুরু পুরোহিত  
উভয় পুরোহিত দীপ্তি কর পুরোহিত শামান পুরোহিত  
একাত্তর করুন দেখলাম কে। কি ভুলেছু করি একাত্তর  
শিখি - আমার দোষ পুরোহিত করুন - একাত্তর করুন  
নেই কুণ্ড পুরোহিত করুন কুণ্ড আপনিল - আপনি আপনি  
বিশেষ সামাজিক সর্বজন - সর্বজন করুন আপনি আপনি  
করুন - করুন করুন করুন করুন করুন করুন  
পুরোহিত আপনি করুন করুন করুন করুন করুন  
করুন করুন করুন করুন করুন করুন করুন  
ও আপনি আপনি করুন করুন করুন করুন করুন  
করুন করুন করুন করুন করুন করুন করুন  
করুন - করুন করুন করুন করুন করুন করুন  
করুন করুন করুন করুন করুন করুন করুন  
করুন - করুন করুন করুন করুন করুন করুন  
করুন - করুন করুন করুন করুন করুন

১ একাত্তর করুন

শামান করুন - আপনি করুন করুন করুন।

২ গুরু - করুন।

আলাপ চালানোর জন্যে সে নৌকার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে লাগল, মিলিটারি সম্পর্কে তার ভয়াবহ অভিজ্ঞতা জানাল। আমরা যাচ্ছি মিলিটারির কাছে, তাই তার সব কথা বিশ্বাস করলাম না।

আমাদের নৌকা যখন কালীগঙ্গা নদীতে পড়ল তখন চারিদিকে আঁতিপাঁতি করে খুঁজেও আমি আর একটাও নৌকা দেখলাম না। হৃলারহাট ডকটা একেবারে নির্জন। আমার কেমন খারাপ লাগল— একটু ভয় ভয়ও। নদী দিয়ে একটা সাদা লঞ্চ আসছিল— ওপরে পাকিস্তানি পতাকা। দেড়মাস পরে আবার আমি ভাবলাম গানবোটই নাকি কে জানে। নৌকা হৃলারহাটে পৌছালে আমরা উপরে উঠে দেখি রশিদ মাথায় একটা টুপি চাপিয়ে সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এতক্ষণ যে ভয় ভয় লাগছিল রশিদকে দেখে সেটা একটু দূর হলো। বিকল চেপে রওনা দিলাম। রশিদ মাঝে সাইকেল চালাতে চালাতে মিলিটারির গল্প করছিল। তার মুখ থেকে শুনলাম সেকেন্ড অফিসার আর অর্থ অফিসার সকালেই এসে গেছেন। পিরোজপুরে পৌছে মিলিটারির পজিশন নিয়ে রাস্তা দিয়ে হেঁটে হেঁটে এসেছে, ফাঁকা আওয়াজ করেছে, কয়েকটা দলে ভাগ হয়ে গিয়ে আন্তে আন্তে অগ্রসর হয়েছে অর্থাৎ রীতিমত যুদ্ধাভিযান। আমাদের বাসার সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করেছে।

‘এস.ডি.পি.ও কাহা?’

রশিদ জানাল, সে বলল, গ্রামে টুয়রে গিয়েছেন।

মিলিটারি বলেছে, ‘ও ভাগ গিয়া।’

চিরেশ্বরীর ক্ষেত্রে দেখে প্রস্তুত হচ্ছি—  
মেরু সোনার গাঢ়ি ঘুড়ি দেন মাঝে; শুষ্ঠু কলিয়ে নিয়ে  
জীৱ ধূর্ণি পিলিয়ে। চণ্ডী দোষু দেখে আপন কথি সার্থিয়ে  
গুচ্ছে দেখে পায়। কৃষ্ণ দেখে না— রহিয়ে জীৱদে  
গুড় শুধু আপিকারী, কোথা দেখে আপন কোথা—  
কুণ্ডে অবস্থি সামুজে আবেদি ক

কোথা কুণ্ডে জানে— আপনার ক  
কোথায়ে গাজী দেখে— কুণ্ডে জানে কোথা  
কোথায়ে কুণ্ডে জানে কুণ্ডে জানে। কোথা  
কুণ্ডে কুণ্ডে জানে কুণ্ডে জানে— কুণ্ডে কুণ্ডে জানে  
কুণ্ডে কুণ্ডে জানে কুণ্ডে জানে। কুণ্ডে কুণ্ডে জানে  
কুণ্ডে কুণ্ডে জানে কুণ্ডে জানে— কুণ্ডে কুণ্ডে জানে  
কুণ্ডে কুণ্ডে জানে কুণ্ডে জানে। কুণ্ডে কুণ্ডে জানে

কুণ্ডে কুণ্ডে জানে কুণ্ডে জানে—  
কুণ্ডে কুণ্ডে জানে কুণ্ডে জানে—  
(১) এই কুণ্ডে জানে। আপন কুণ্ডে জানে—  
কুণ্ডে জানে।

রশিদের মতে মিলিটারিরা টাউনে কোনো অত্যাচার করে নি— মেজর সাহেব নাকি খুব ভাল মানুষ! শুধু কয়েকজন হিন্দুর বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে। বাসায় পৌছে দেখি প্রকাও একটা পাকিস্তানি পতাকা শোভা পাচ্ছে। শুধু বাসায় না যেদিকে তাকানো যায় শুধু পাকিস্তানের পতাকা, বাসায়, দোকানে, রিকশায় এমনকি মানুষের পকেটে!

বাসায় ড্রয়িংরুম ফাঁকা, আসবাবপত্র শোয়ারঘরে গাদা করা। দুটো পালঙ্ক জড়ো করে জোড়াবিছানা, সবমিলিয়ে এক শ্রীহীন অবস্থা। আবরা ও.সি.কে ফোন করে জানতে চাইলেন এখন কি করা। ও.সি অভয় দিয়ে অফিসে চলে আসতে বললেন। আবরা পোশাক পরলেন রশিদ সাহায্য করল। আবরা ডান হাতের বোতাম খানিকটা কি ভাবে ছিঁড়ে গিয়েছিল, কিভাবে সেটা কাউকে বলেন নি, রশিদ সেটা আয়ানেজ করে দিলো। আবরা একটা ডাইরি নিয়ে অফিসে গেলেন।

বাসায় চারিদিক থেকে ধূয়া ঝুঁক্কে— দুমদাম শব্দে হিন্দুদের ঘরবাড়ি ভাঙা হচ্ছে— সে এক বিশ্বী মেঘার। আমি খানিকক্ষণ হরিণটাকে আদর করলাম। গোসল করে Wodehouse-এর একটা বই বের করলাম। রশিদ চা তৈরি করে দিলো, তার লুট করে আনা সম্পত্তি দেখাল। তখনই আমি প্রথম জানতে পারলাম মিলিটারিরা লুট করাচ্ছে। এখন আর লুট করা অপরাধ নয়, আইনগতভাবেও নয় নৈতিকভাবেও নয়। আমার মনটাই তেতো হয়ে গেল।

৫

অতি শুরু হচ্ছে - প্রজন্ম কৃষ্ণেন্দু - আব্যুক্তি  
 নিঃসূর্য লোহী আমি পাইলাম। অমৃত প্রাপ্তে প্রাপ্ত  
 প্রিয়া আমি একান্ত হচ্ছে রেঙ্গুলি - আমি সুপুর  
 আয়োজ শুরু করি লিপি আমি প্রাপ্তে প্রাপ্ত  
 আছি। ইতিমধ্যে যাচ্ছে মুখ্য গৈরিকান্তি  
 নাম নাম করে প্রজন্ম কৃষ্ণেন্দু হচ্ছে প্রজন্ম-  
 প্রকাশ প্রজন্ম প্রাপ্তে - কৃষ্ণ কৃষ্ণ প্রজন্ম-  
 প্রিয়ে - প্রেত্রাত্ম - প্রেত্রাত্ম। অভ্যন্তরে প্রজন্ম  
 আব্যুক্ত আব্যুক্ত নাম - প্রজন্ম প্রজন্ম উপরি  
 প্রেত্রাত্ম - প্রেত্রাত্ম গুলো প্রজন্ম লিপি প্রেত্রাত্ম  
 প্রেত্রাত্ম প্রেত্রাত্ম। আমি করে প্রাপ্তে কেবিন্সেন্স  
 প্রেত্রাত্ম না - প্রজন্ম প্রজন্ম প্রজন্ম প্রজন্ম  
 প্রজন্ম প্রজন্ম প্রজন্ম প্রজন্ম।

তারার প্রাপ্তে প্রাপ্তে প্রাপ্তে প্রাপ্তে

পুর প্রাপ্তে - প্রাপ্তে প্রাপ্তে - প্রাপ্তে - প্রাপ্তে  
 পুর প্রাপ্তে। পুর প্রাপ্তে প্রাপ্তে প্রাপ্তে  
 - প্রাপ্তে প্রাপ্তে প্রাপ্তে - প্রাপ্তে প্রাপ্তে  
 প্রাপ্তে প্রাপ্তে। প্রাপ্তে প্রাপ্তে প্রাপ্তে  
 প্রাপ্তে প্রাপ্তে প্রাপ্তে প্রাপ্তে - প্রাপ্তে।

অতি শুরু হচ্ছে প্রিয়ান্তি প্রাপ্তে প্রাপ্তে প্রাপ্তে  
 প্রাপ্তে প্রাপ্তে প্রাপ্তে - প্রাপ্তে প্রাপ্তে। প্রাপ্তে

ভাত রাঁধা হলো, তরকারী কুখ্যাদ্য— কৃমির মতো লম্বা লম্বা আতপ চাউল। আমি একলাই খেয়ে ফেললাম, আবৰা কখন আসেন ঠিক নেই। কিন্তু আবৰা আসলেন একটু পরেই। ইঞ্জিচোরে বসলেন, মুখটা ভারি চিঞ্চাক্স্ট। কথা না বলে অনেকক্ষণ চূচাপ বসে রইলেন। ডাক্তার সাহেব আসলেন, তার মুখও কেমন বিবর্ণ উদ্ভাস্ত-উদ্ভাস্ত। ডাক্তার সাহেব আরেক কথা বললেন, মিলিটারি এসেই দু-জনকে মেরেছে, দুজনকে গুলি করেছে দৌড় দেওয়ার অপরাধে ইত্যাদি ইত্যাদি। আবৰা কোনো আলাপে বেশি উৎসাহ দেখালেন না, বার বার জিজেস করলেন সেকেন্ড আর ফোর্থ অফিসার কই, কী ব্যাপার?

ডাক্তার সাহেব জানালেন তারা দুজন এসেছে খুব সকালে, সারা গায়ে কাদামাখা পাগলের মতো চেহারাপুঁ প্রথমে দেখা করেছেন আফজাল সাহেবের বাড়িতে, তিনি পাঠ্যক্ষেত্রে হাসপাতালে। হাসপাতালে ডাক্তার সাহেব তাদের পোশাক বদলে দিলেন বাসায় এনে খেতে দিলেন দুধ, তারা খেতে চাইল না। তারপর দিলেন চা। চা খেলেন, কিন্তু দু-জনের কেউই স্বাভাবিক অবস্থায় নেই। একটু পরে কয়েকজন মিলিটারি আসল তাদের খোঁজে। ডাক্তার সাহেব জানালেন, তারা অসুস্থ। মিলিটারিরা

গুলি - কিছু কোথা পাইতে - অন্ধকারে কোথা কোথা  
কিছু দেখি কোথা কিছু দেখো।

চৰেছু শীর কোথা কোথা কিছু দেখো  
কোথোলে, এবং কোথোলে কোথোলে কোথোলে

কোথোলে - কোথোলে কোথোলে কোথোলে কোথোলে

৪৪. 2nd মাস্যোদ্ধৃতি পাঠান্তে কিছু কিছু কোথোলে

কিছু কিছু কোথোলে কোথোলে কিছু কিছু কোথোলে

কিছু কিছু কোথোলে - কোথোলে কোথোলে - কোথোলে

কোথোলে কোথোলে - কোথোলে কোথোলে - কোথোলে

বলল, রিকশায় বসতে পারবে তো, তাহলেই হবে। তারপর রিকশায় বসিয়ে তাদের নিয়ে গেল।

রশিদকে আবৰা একই কথা জিজ্ঞেস করলেন, ‘রশিদ, সেকেন্ড অফিসার আর ফোর্থ অফিসার কই?’

‘কেন স্যার? তারা তো তাদের বাসাতেই আছে। সেকেন্ড অফিসারের বাসাতেই মিলিটারিয়া আশ্রয় নিয়েছে, কাজেই সেখানে গিয়ে সন্দেহ মিটানো সম্ভব ছিল না। আবৰা বারবার জানতে চাইছিলেন, তারা কি অ্যারেস্ট হয়েছে নাকি বাসাতেই আছে। কিন্তু কেউই এর সঠিক উত্তর বলতে পারল না, মিলিটারির এখন পর্যন্ত খারাপ রিপোর্ট নেই। আমরা ধরে নিলাম তারা বাসাতে ভালোই আছে। সেকেন্ড অফিসার আর ফোর্থ অফিসার সম্পর্কে আবৰার কৌতূহল। ওদের সম্পর্কে আমার জাজের কৌতূহল ছিল না, তাই ও ব্যাপারে আমি বিশেষ গুরুত্ব দিত্তি নি।’

আবৰা গোসল করলেন, নামাজ পড়লেন, সেই অখণ্ড খাবার খেলেন। তারপর বিছানায় শুয়ে বললেন, ‘বাবা আমায় চারটার সময় ডেকে দিবি। মিটিংয়ে যেতে হবে।’

আমি বললাম, ‘ঠিক আছে।’

বারটার সময় আবৰাকে ঢাকতে গিয়ে দেখি আবৰা মোটেই ঘুমাননি— বিছানায় শুয়ে শুয়ে তাকিয়ে আছেন মাত্র। সারা দুপুর আবৰার মুখ চিন্তায় যে-রকম ভারাক্রান্ত হয়েছিল

କୁଳାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିଲାର ପରିମାଣ  
ପରିମାଣ ପରିମାଣ ପରିମାଣ - କାହାର ପରିମାଣ  
ଆଜିର ପରିମାଣ କିମାନ - କାହାର ପରିମାଣ କିମାନ  
କିମାନ କାହାର ପରିମାଣ କିମାନ - କାହାର  
କିମାନ - କିମାନ , କିମାନ କିମାନ  
କିମାନ କିମାନ କିମାନ - କିମାନ  
କିମାନ କିମାନ କିମାନ - କିମାନ  
କିମାନ କିମାନ କିମାନ - କିମାନ  
କିମାନ , କିମାନ , କିମାନ  
କିମାନ , କିମାନ , କିମାନ

57022 त्रिपुरा राज्यपाल -  
57023 विनोद पाणी राज्यपाल

AMARBOI.COM

କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ  
କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ

এখন তা আর নেই, বরং সমস্যা মিটে গেলে যে-রকম প্রফুল্লতা ফিরে আসে সেরকম প্রফুল্ল। আবৰা নিজেই উঠলেন— নামাজ পড়লেন, তারপর পোশাক পরে নিলেন, আমি বোতাম লাগিয়ে ভাঁজ ঠিক করে আবৰাকে সাহায্য করলাম। আবৰা যাবার সময় বাইরের ঘরের দরজার কাছে এসে আমাকে বললেন, ‘বাবা, আমার জন্যে দোয়া করিস।’

ডাক্তার সাহেবও মিটিংয়ে যাবেন, আবৰা যাবার সময় তাকেও ডেকে নিলেন।

আমার কোনো কাজ নেই। রশিদ কার ঘর লুট করে পুরো এক ড্রাম চাল এনেছে। আমাকে মাথায় দেবার সুগন্ধি তেল সেধেছে, তালা, তাস, পুরানো র্যাদ, লুট থেকে কিছু বাকি রাখে নি। বারান্দায় বসে দেখলাম, হাসপাতাল থেকে গুলি খেয়ে মৃত এক রোগির লাশ রিকশায় সরানো হলো।

আমি বিকেলে বাসার সামনে এসে বসলাম। ডাক্তার সাহেবের বাসা থেকে, বাবু আফরিন ওরা এতদিন পরে আমাকে দেখে ছুটে এল, আমার সঙ্গে তাদের হাজারো রকম ছেলেমানুষি গল্ল।

একটু পরে দেখলাম কুলির মাথায় করে ‘এক লাখ’ টাকা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ট্রেজারি লুটের টাকা! কোথেকে জানি জোগাড় করা হয়েছে। আরও কিছুক্ষণ পর

ରେଖାଲୋକ - ପ୍ରତି ଦିନ ପାଞ୍ଚଟିମି ଘର,  
ଏହି ପାଞ୍ଚଟିମି କିମ୍ବା ଶାହି କାମ୍ବି କାମ୍ବି  
ଏହି ପାଞ୍ଚଟିମି ଏହି କାମ୍ବି - ଅନ୍ଧାରରେ କାମ୍ବି  
ଏହି ଏହି କାମ୍ବି - ଏହି କାମ୍ବି ଏହି କାମ୍ବି  
ଏହି ଏହି କାମ୍ବି - ଏହି କାମ୍ବି ଏହି - ଏହି କାମ୍ବି  
ଏହି ଏହି କାମ୍ବି, ଏହି କାମ୍ବି ଏହି - ଏହି କାମ୍ବି  
ଏହି ଏହି କାମ୍ବି - ଏହି କାମ୍ବି ଏହି କାମ୍ବି  
ଏହି ଏହି କାମ୍ବି ।

ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ଦେଶକୁ  
ଅନ୍ତର୍ଜାଲ କରିବାକୁ ନାହିଁ ଆମର ଦେଶକୁ  
ଅନ୍ତର୍ଜାଲ କରିବାକୁ ନାହିଁ |

AMARBOLOC

मोरे रामन क्षमा मिलेगा तब  
उसी दिन रामन के बहुत अच्छे  
दिन होंगे। उसी दिन वह अपना  
काम - 2nd एवं 4th. अप्रैल  
काम जल्दी करेंगे।

দেখলাম রিকশা করে মিলিটারি আসছে। তারা নকশালদের ধরে আনছে। ফজলুর হাত পিছমোড়া করে বাঁধা— আড়ষ্টভাবে বসে আছে— খালি গা। মুখের ভাব উদ্ধৃত। আরও কয়জন ছেলে, একজনের চোখ বাঁধা। সবাইকে চিনি না। খবর নিয়ে জানলাম কোনো বাড়িতে লুকিয়ে ছিল গ্রামবাসীরা ধরে দিয়েছে।

সন্ধ্যা হয়ে আসছিল। ডাক্তার সাহেবের বাসা থেকে এক গ্লাস দুধ পাঠালেন খালাম্যা। আমার গিয়ে দেখা করা উচিত কিনা ঠিক করতে পারলাম না। সন্ধ্যার দিকে কোর্ট ইস্পেষ্টর সাহেব রশিদকে দিয়ে তার বিছানা নিয়ে গেলেন।

বেশ আঁধার হয়ে এসেছে তখনই রশিদ এসে বলল, আফজল সাহেবের বাসায় যে মুনশি থাকে, সে বলেছে সেকেন্দ আর ফোর্থ অফিসারকে নাকি গুলি করে মেরে ফেলেছে।

ধ্বক করে আমার প্রস্তুক কেঁপে উঠল। এই প্রথম আমার আবার জন্য চিন্তা হলো। আবর্ণ এখনো আসেন নি।

দৌড়ে গেলাম ডাক্তার সাহেবের বাসায়। ডাক্তার সাহেব হতচেতনের মতো বেঞ্চে শয়ে আছেন। আমাকে দেখে উঠে বসলেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘চাচা ওরা সেকেন্দ আর ফোর্থ অফিসারকে নাকি গুলি করে মেরেছে?’

৩ আমার একাত্তর দেখা কুরি পড়েন  
এখনে শুভ মহোদয় —

৪ সোন্তু— এ জয়ল গাঁথ —

৫ জিলু আমা এখনো আমার নি—  
জ্যোতি শশিদল পাঠিবেন ধানু পক্ষ আমার—।  
আমি পর্যবেক্ষণ বিদ্যা। বিদ্যুৎ কৃষ্ণে, কে কি  
চলেছে— ইত্যাদি প্রাচীন পুস্তক পড়ে আমার পুরাণ  
চাপে পড়ে। প্রাচীন কাহিনী আছে— আবাস কলেজ  
এখনো অসম প্রাচীন নি। মুক্তি কৃত পুস্তকের  
প্রস্তর পুস্তক পুস্তক। পারামুখ গুরু গুরু  
গুরুতে পুনৰ্জন্ম— আমি পুনৰ্জন্ম,

৬ না— না, আমি অস্মিন্দের আছুন তো— আমি  
শুভ কুরি তুমি আমার আছুন

৭ আমার কুরি আমার আছুন সমস্ত পাঠ কুরি  
নামান্তরে অস্মিন্দের পুনৰ্জন্ম। আমার কুরি  
পা শতুর কুরি আমার নামান্তর। প্রাচীন  
প্রতিমূর্তি প্রাচীন পুরুষান্তর কুরি কুরি কুরি  
কুরি পুনৰ্জন্ম, আমি পুনৰ্জন্ম আমি দারিদ্র্য আছুন।  
সব পুনৰ্জন্ম আছুন সমস্ত পুনৰ্জন্ম আছুন  
আমি সাধু সাধী রাবণো— এখনো অস্মিন্দে  
কুরি। আমি কু সতী প্রতিমূর্তি পুনৰ্জন্ম  
সাধু কু কু কু— সাধু কু আছুন।  
কুন্তে সাধু আমার নামান্তর। কুন্ত  
নামান্তর প্রতি এই কু কু পুনৰ্জন্ম কুন্ত আমার  
কুন্ত— পুনৰ্জন্ম কুন্ত। প্রতি সাধু কুন্ত আছুন  
নামান্তর কুন্ত কুন্ত। আমি কুন্ত কুন্ত

‘আমিও এ-রকম কথা শনে এসেছি, এসেই শয়ে পড়েছি।’

‘আব্বা— তাহলে আব্বা—’

‘তোমার আব্বা এখনো আসেননি?’

তারপর রশিদকে পাঠালেন থানায় খবর আনতে। আমি খবরাখবর নিলাম। মিটিংয়ে কে কে ছিল, কে কী বলেছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। রশিদ খবর আনল সবাই চলে এসেছে। আবার যাবে একটু পরে। আব্বা কর্ণেলের সঙ্গে আলাপ করছেন এখনো আসেন নি। খালাম্যা তাদের বাসায় থাকতে বললেন, আমি বললাম, ‘নো-না, আব্বা আছেন তো, আমার ভয় করবে না—’

কারফিউর সময় হয়ে আসছে সেই বাসায় চলে এলাম। যতই সময় পার হতে লাগল, ততই দুশ্চর্ষে আমার হতে পা ঠাণ্ডা হয়ে আসতে লাগল। আমি প্রতি মুহূর্তে আশা করছিলাম এই বুঝি দরজায় ধাক্কা শুনব, আর খুলেই দেখব আব্বা দাঁড়িয়ে আছেন! আন্তে আন্তে আটটা বাজল, এখনো আব্বার দেখা নেই। আমি মনকে প্রবোধ দিলাম, আব্বার কিছু হয় নি, আব্বা ভাল আছেন। কর্ণেলের সঙ্গে আলাপ করছেন। হঠাতে কর্কশ স্বরে এক ঝাঁক গুলির তীব্র আওয়াজ হলো, খুব কাছে। সাথে সাথে আঁ-আঁ-আঁ করে কে যেন চেঁচিয়ে উঠল। আমি শিউরে

৭৮ উপরে পাঠনাড়ি - কলকাতা মানুষে  
 চিন্দন ন্য - জন | সামুদ্রী শৈশব পাঠনাড়ি - কলকাতা  
 মুলীয় মাত্তার - পৃষ্ঠা গুলোত  
 মানুষে আগুণ্য আমার - কলকাতা মানুষে  
 জন আগুণ্য দুর্দণ্ড কলকাতা হৃষি বাস  
 দুর্দণ্ড | শার্ট চিংড়ি জন ক্ষেত্র আজগুণ্য  
 দুর্দণ্ড - দুর্দণ্ড দুর্দণ্ড পাঠনাড়ি - কলকাতা  
 পাঠনাড়ি চৈতান না - মুখ্য আচিত জন কলকাতা  
 কলকাতা কলকাতা - কলকাতা কলকাতা  
 সামাজিক কলকাতা কলকাতা - কলকাতা কলকাতা  
 কলকাতা - সামাজিক কলকাতা কলকাতা কলকাতা  
 কলকাতা প্রস্তর কলকাতা - কলকাতা কলকাতা  
 কলকাতা কলকাতা - কলকাতা কলকাতা  
 কলকাতা - কলকাতা কলকাতা - কলকাতা  
 কলকাতা - কলকাতা কলকাতা - কলকাতা  
 কলকাতা - কলকাতা |  
 গুলোত কলকাতা, কলকাতা কলকাতা কলকাতা।  
 কলকাতা কলকাতা কলকাতা কলকাতা

মনুষ পুরো পিণ্ডিয়া - আকৃতিশীল  
 মানুষে আমার জনসন। সামাজিক আচিত কলকাতা  
 প্রযুক্তি কলকাতা মন কেঁচে চেরেবেই সার্ব -  
 সেটীয় মুখ জাড় সেটী কলকাতা প্রেতে কে  
 পাদ কে দলেরসন কে জাড় মাচত  
 ছিল অথবা এ একেবারে আত্মপূর হো  
 না - আত্মপূর হো হো পুরুষিতি - ইন্দু পাঠনাড়ি  
 কলকাতা দুর্দণ্ড দুর্দণ্ড আচিত গুলীয় মাত্তার মুখ্য

উঠে পর মুহূর্তে বুঝতে পারলাম, মানুষের চীৎকার নয় কাক। আমার সারা শরীর শীতল হয়ে উঠল। আশে পাশে এখানে সেখানে গুলির আওয়াজ, প্রতিটা গুলির শব্দ আমার স্নায়ুকে ভয়ানক আঘাত দিয়ে দিয়ে একেবারে দুর্বল করে তুলল। আমি বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার দোয়া, দোয়া ইউনুস পড়তে চাইলাম, মনে পড়তে চাইল না, মুখে আটকে যেতে লাগল।

মনকে প্রবোধ দিচ্ছিলাম আবৰা কর্ণেলের সঙ্গে আলাপ করছেন। আসবেন আরেকটুকু পরে। অগভ চিন্তা মনে আসতে চাইলেই আমি সেটাকে জোর করে সরিয়ে দিচ্ছিলাম। এইভেবে যদি কয়েকজনকে গুলি করে মারতে চায় তাহলে এলোপাথাড়ি আওয়াজ হবে না, আওয়াজ করতে হবে সুনিদিঃ। একটু পরে পরে। দশটার দিকে আটটা গুলির আওয়াজ শুনলাম,

মুনিদেশ শব্দ - এখনও নই শব্দী - আমার মত  
ইন আমি মাঝ পুড়ি পাই যাচ।  
আমার কিন্তু অন্ত অন্ত রেখে - গোচার  
মন্ত নই - শুক্রবৰ্ষ শুক্র প্রাণী কর্তৃ - "আপুর  
গোচার - শুক্র গোচ কর্তৃ - ."

গোচ আপুর ইমসালেন গোচ রেখা  
নিও রেখা - গোচারা - কোচার কোচার  
আমারে এখন কেত পাউচার পায়লেই মু  
গোচ মুক্তিপুর সঙ্গ কার কেন্দ্র রেখ হাত।

আম আমি থানার জোন কর্তৃনি -  
কে নামার্থ - পদি শুভার সৌনি অসুর আচ  
মণ্ড কেন্দ্র প্রমাদ। এক সুন্দর কৈবল্যার  
গোচ - সার্বক্ষণ্য কি. আচারে পুরোচ  
সামাজি বিক্ষেপ অসমাজ কি  
আমার পথ পরিষেবা কোচার নামার্থ পুরোচ  
পুরোচ কে কেন্দ্র কোচ কোচ কোচ  
আমি কুরাম - নু নু এখন নু। কো  
(কো) কুরুম কোচ নু।

এ নামার্থ অসুর আমি দো নুম  
নুম, কিউন কু

১ প্রাচী নুম আচার - ?

২ নু কে - এখন আচার কে ?

৩ নু। কি. আচু. কি. অন্ত সার....

৪ গোচ মনী ৩. কি. সারের সাম

পুরোচ সারের -

সুনির্দিষ্ট শব্দ, একটার পর একটা— আমার মনে হলো আমি মাথা ঘুরে  
পড়ে যাব।

আমার চিন্তা করার ক্ষমতা নেই, ভাববার সময় নেই, শুধু প্রার্থনা  
করছি— ‘আল্লাহ বাঁচাও— তুমি প্রাণ ভিক্ষা দাও...’

রশিদ আর ইসমাইল বারবার আমাকে ভাত খেয়ে নিতে বলল—  
ভাবখানা আমাকে এখন ভাত খাওয়াতে পারলেই একটা মস্তকিছু কাজ  
উদ্ধার হয়ে যাবে!

আমি থানায় ফোন করি নি, তব লাগছিল— যদি শুনতে পাই  
আর সবাই ফিরে এসেছে শুধু আরো আসেন নি। এমন সময়  
টেলিফোন বাজল, নাজিরপুরের ও.সি.আরোকাকে খুঁজছেন। আমাকে  
জিজ্ঞেস করলেন, ‘আমাদের পরিদ্রোগকে নাজিরপুরে নিয়ে যাওয়ার  
জন্যে নৌকা পাঠাতে হবে কি নি?’

আমি বললাম, ‘নাম্বা এখন না।’ কি ভেবে বললাম, ‘জানি  
না।’

এগারোটার সময় আমি ফোন করলাম থানায়। জিজ্ঞেস করলাম,  
‘আরো সামনে আছেন?’

‘না তো, এখনো আসেন নি!’

‘না? ও.সি. সাহেব, সি.আই সাহেব ...’

‘তারা তো সবাই ও.সি. সাহেবের বাসায় ঘুমিয়ে আছে।’

চ্যামার সুনিল কিছুই নন দুশিষ্ট।  
 এলি বাড়ি কেটেছে অবিশেষ দুশিষ্ট।  
 লিয়ে মেঁ প্রদান করা হচ্ছে না। দণ্ডাত্ত রয়ে—  
 অসম কৃষ্ণনগুড় কৃষ্ণনগুড় গুড়ে—  
 দুধে নষ্ট দুশিষ্ট মোন মুল রয়ে— এখন  
 দুধ নন— অজাণতো নন। অ কেবল  
 নষ্ট দুশিষ্ট মুল রয়ে— এ দুশিষ্ট,

সাধারণ কথা হচ্ছে প্রাণ সেন।  
 পচ্চ নিখ আমার জোড়া দুশিষ্ট। জাপ্প সারিই  
 দুধ কেস পালে— অসম কিছু আমার দুশিষ্ট  
 একী রয়ে না রস কি পচ্চ রয়েছ।  
 দুশিষ্ট কৃষ্ণনগুড়ে— এখন আপাত কঢ়ী নান।  
 কে দোষ কৃষ্ণনগুড়ে রয়ে নান। সাধারণ মূলী  
 রয়েছ।

মন ক্ষেপণ কৃষ্ণনগুড়ে এ পচ্চ দুশিষ্ট  
 কিছু পুখ রাখ আমার প্রতিমিহ দুশিষ্ট—  
 অসম কৃষ্ণনগুড়ে— দুর্দ পালে নো  
 অসম কৃষ্ণনগুড়ে— কৃষ্ণনগুড়ে  
 পচ্চ কৃষ্ণনগুড়ে— কৃষ্ণনগুড়ে  
 সাধারণ সাধে কৃষ্ণনগুড়ে পালে, কৃষ্ণনগুড়ে  
 সাধারণ সাধারণ কৃষ্ণনগুড়ে পালে, কৃষ্ণনগুড়ে  
 কৃষ্ণনগুড়ে— সাধারণ কৃষ্ণনগুড়ে  
 প্রলেপ হুন্দে পালে,

আমার সবকিছু জিজ্ঞেস করা ফুরিয়েছে।

বাকি রাতটা কেটেছে অবর্ণনীয় দুশ্চিন্তায়। লিখে সেটা প্রকাশ করা যায় না। দরকারও নেই— এদেশে একজন মানুষের দুঃখ কষ্ট দুশ্চিন্তার কোনো মূল্য নেই, এটা নতুন নয়, অভাবনীয়ও নয়।

সকালে রশিদ খবর আনতে গেল। খবর নিয়ে এল কাঁদতে কাঁদতে। চোখের পানিতে বুক ভেসে যাচ্ছে, আমার বুবতে বাকি রইল না সে কি খবর এনেছে। বললো, ‘ভাই আপনে বাড়ি যান। ছোটো জমাদার বলেছে গত রাতে সাহেবকে গুলি করেছে।’

এরপরে বহুবার বহুভাবে এ-খবর শুনেছি কিন্তু প্রথম বার শুনে আমার প্রতিক্রিয়া হয়েছিল একটু অস্ত্রুত, আমি শুধু যত্নের মতো মনে মনে নিজেকে বলছিলাম, ‘পৰ্যবেক্ষণ সব দুঃখ সময়ের সাথে কমতে থাকে। দুঃখ সময়ের সামঞ্জস্য কমতে থাকে।’ আমার অবাক লাগছিল এইভেবে সময়ও কি আমায় এই দুঃখের ওপর প্রলেপ বুলাতে পারবে?

জ্ঞানি উপর গোলাম ৩ সি. মাঝেচ্ছা  
গোলাম। উপর গোলাম প্রতিদ্বন্দ্ব সত্ত্ব-  
সত্ত্বে হিন্দু মি. শাঈ, শ্রেষ্ঠ ইমারেণ্ট ফুল  
৩. সি. সাধু সামাজি দিকে গোলামের নিষ্ঠাযুগ্মত  
স। আমার চাহুড় আদৃ প্রতিশেষ প্রেরণের প্রেরণের  
আমি গোলাম কর্তব্য, গোলাম সাধিত প্রয়োজন,  
তু প্রতিশেষ প্রতিশেষ গোলাম কর্তব্য,  
“চাহ, আমার পরিশ গুলি হাতেই; গোলাম  
৩৩ পঁচি ...”

এ প্রতিশেষ অঙ্গ চুক্তাল না! গোলামের  
স্থান-; প্রতিশেষ প্রতিশেষ করল। আমার  
চাহুড় শেষ উত্তু প্রেরণের সা-। কুন্ত প্রতিশেষ  
প্রয়োজন, প্রতিশেষ করল। কুন্ত প্রতিশেষ  
এ জ্ঞানী প্রতিশেষ প্রতিশেষ প্রযুক্তি পান না।  
এ প্রতিশেষ প্রতিশেষ প্রতিশেষ প্রযুক্তি পান না।  
নবে কাহা কিম্বতে খালাম না। কাহুড়ে  
কাহুড়ে প্রযুক্তি এবং উপরাক্তি।

প্রতিশেষ প্রতিশেষ প্রতিশেষ প্রতিশেষ  
গোলাম গোলাম প্রতিশেষ প্রতিশেষ  
জ্ঞানি গোলাম প্রতিশেষ, প্রতিশেষ প্রতিশেষ  
পুরুষ পুরুষ গোলাম। পুরুষ পুরুষ পুরুষ  
সামাজি সামাজি প্রতিশেষ — প্রতিশেষ

আমি প্রথমে গেলাম ও.সি. সাহেবের বাসায়। তুকলাম অবাঞ্ছিতের মতো। সি.আই, কোর্ট ইসপেষ্টের কিংবা ও.সি. সাহেব আমার দিকে তাকালেন নিরুৎসুকের মতো। আমার বজ্বেও তাদের যেন কোনো কৌতুহল নেই। আমি চেষ্টা করলাম, কান্না আটকিয়ে রাখতে, তবু গলার আওয়াজ হলো ভাঙা ভাঙা, ‘চাচা, আবাকে নাকি গুলি করেছে, তাহলে ডেড বডি...’

এ-খবরেও তারা চমকালো না। ‘কোথা থেকে শুনেছ?’ এ-ধরনের প্রশ্ন জিজেস করল, আমার প্রশ্নের কোনো উত্তর পেলাম না। এ-ব্যাপারটা অসম্ভব এ-রকম আশ্঵াসও দিল্লো না। একরকম উপেক্ষিত হয়ে বের হয়ে এলাম। রান্তায় নেমে ক্ষয়া চাপতে পারলাম না।

কাঁদতে কাঁদতে বাসায় এস্টেট তুকলাম।

খালি বাসায় বারান্দায় বলে আমি কাঁদতে লাগলাম, হরিণটা বার বার এসে আমাকে শুঁকে শুঁকে ঢেল। রশিদ ইসমাইল আমায় সান্তুন্ন দিচ্ছিল—

সুন্দরে, অমৃতজ্ঞ স্বরূপ হৃষি মন  
মানুষী চাকু রে পুরোহিত হাজাৰ গোপ  
ধীন ভাস রে ।

চাকু প্রাণী দেখো বুঝো আমার শুভ  
বি লম্বা মাণী রে - চাকু প্রাণী আমু  
(শুভ) লিম্বা প্রাণী চাকু - আমু প্রাণী  
চাকু উদ্ধৃত আমু (চুলে পুতুলে  
বুলু পুতুলে বুলু কানুন দিচ্ছানন) তিরু  
দুলে দেখো চুলিলো পাই আমু ইকুল কেছো  
তাকু মিমু রে রে - । প্রাণী শুভ মু তিনো  
সামুন্দ জেনে ভেই রে পুরোহিত, এবন ভাকু  
সাদু অজল রে - পর্দা সামু পাহুন্দু সন কুড়ি মাটু  
লাজল ।

আমি যাবো লাদুলাম। প্ৰভু স্বীকৃত  
ৰে পুনৰ কাকু আছেতে নাই। আমু প্ৰসন্ন  
শুল্পন - শুমি পুনৰ কাদু কৈ ? আমু সার্গ  
বিনে নাও শুমি আমু আমু মাদু রাখন কি না !  
সার্গ আ - আমি কেন দোষি আম্বাতে গুলি কৈ  
হৈবে ? কি কুমু সাদু ? কাকু সাহে আজুল স্বাহেতে রেলে  
থোত আনতে - আমি শুমি শুভ আপনু  
নাতে লাগলাম। এবন দিন আমালন আমি  
বিশেক কুলাম। উভয় অণু শুল্পন, তিনি রানতে

মানুষের কষ্টের সময় সান্ত্বনাবাক্য যে কি খারাপ লাগে আমি আগে  
জানতাম না।

ডাক্তার সাহেবের বাসা থেকে আমার জন্যে নাস্তা পাঠান হলো,  
ডাক্তার সাহেব আমায় ডেকে নিয়ে তাদের ঘরে বসালেন। খালাম্যা  
খুবই সহজ সরল মানুষ, আমায় ছেলেমানুষ ভেবে অবাস্তব সব কথা  
বলে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন। নিজের ছেলে মেয়েদের বলছিলেন, ‘যাও,  
তোমার ইকবাল ভাইয়ের কাছে গিয়ে বসো গো।’ যে-শিশুরা গত  
বিকেলে সারাক্ষণ আমার কোলের ওপর বসে কাটিয়েছে, এখন তারাই  
আমার কাছে যেঁসল না, পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে উঁকি মারতে লাগল।

আমি সারাক্ষণই কাঁদছিলাম। সান্ত্বনা পেলাম ডাক্তার  
সাহেবের কাছে। আমায় একসময় জিলেন ‘তুমি এখনই কাঁদছ কেন?  
আগে সত্য জেনে নাও তোমার আবাবা মারা গেছেন কি না।’ আমি  
চোখ মুছলাম, সত্যিই আমি কেন ভাবছি আবাবাকে গুলি করা  
হয়েছে? কী প্রমাণ আছে? ডাক্তার সাহেব আফজল সাহেবকে বললেন  
খবর আনতে, আমি অধীর হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। যখন ফিরে  
এলেন আমি জিজ্ঞেস করলাম। উত্তরে তারা বললেন, তিনি জানতে

সামন নি-। তাৰ কৰ্তৃত হলৈ প্ৰাপ্তিৰ প্ৰিয়াল  
ঘাঢ়া রে চিচড় কৰা নো রূপ।

আমার কৰ্তৃত কৃত দাখিল অভ্যন্তৰীণ।

অমুকুল এই পথে নিয়ে দৌদালে হাত। তাৰ  
দাগ ঘচত কৰে- আজাক নিয়ে রেছ- প্ৰকৃতি  
মাত্ৰ শৰি- অচল কি হৃষে কে বোনে! ইহুৱা  
ওঁ ধৰনাম জাঙ্গাৰ প্ৰায়েছে শাসন। নামাইল  
হৈল এই পথে নিয়ে হাত রে। অকৃত দুঃখ।

সুটীলা হিম সাজাও কাছে আঁচাৰাঙ্গ  
সায়েচৰ দাট খোলা পিকা নিষ্কাম। কৰ কৰ সন্তোষ  
কৃতোৰী লুপি হৃষে কানেই কৰ লুপি কৃতি নিতে  
হৈলা। জাঙ্গাৰ সায়েচৰ দাট কো দুঃখনা  
নাপি দিলোৱ। সায়েচৰ না ধৰ সুৱাপি শৰ  
সৰ্প' ধৰনাম- আদি সামাজ পতিকাৰ পিল আঁ  
চুলী। অকৃত দুঃখ দিলাম।

সামাজিক পথে ভ্ৰমণৰ দৰ্শন  
মাড়ি গি- সৰ্প' পতিকাৰ খুঁতি ধৰ- কৃতু  
আমার- শৰ্পাণীকুড় দেখ গৈলে হল। পত  
পতিকাৰ কুড়া লুপি কৃতি কো হৃষে কৃতি। জাঙ্গা  
(চান না আৰে) সায়েচৰ দুঃখ ইমসাইল।

পারেন নি। তবে কর্নেলকে বলে এসেছেন ট্রায়াল ছাড়া যেন বিচার করা না হয়।

আমার সবচেয়ে বড় দায়িত্ব তখনো বাকি। আমাদের কাছে এই খবর নিয়ে পৌছাতে হবে। কোনো পাকা খবর নেই আবাকে নিয়ে গেছে এতটুকু মাত্র জানি, তারপর কি হয়েছে কে জানে। দুপুরে ভাত খেলাম ডাঙ্কার সাহেবের বাসায়। নয় মাইল হেঁটে এই খবর নিয়ে যেতে হবে। শক্তির দরকার।

সব টাকা ছিল আবার কাছে। তাই ডাঙ্কার সাহেবের কাছ থেকে টাকা নিলাম। ট্রেজারি লুট হয়েছে কাজেই নতুন নোট কেউ নিতে চায় না। ডাঙ্কার সাহেব বেছে যেছে পুরানো নোট দিলেন। শার্টপ্যান্ট না পরে লুঙ্গি আর শার্ট প্লাম, রশিদ মাথায় পরিয়ে দিলো তার টুপি। তারপর রওনা দিলেন।

পিরোজপুর থেকে ছলারহাট পর্যন্ত সাড়ে তিন মাইল রিকশায় যাওয়া যায়, কিন্তু আমাকে এ-জায়গাটুকুও হেঁটে যেতে হলো। সব রিকশাওয়ালারা নাকি লুট করতে বের হয়েছে। রাস্তা চিনি না তাই সঙ্গে রয়েছে ইসমাইল।

নৃসীন পরে যত আমি জ্যেষ্ঠা নথের  
শাশী দুড়া আৰু সুন্দিৰ কুলে রণাম-  
নিঃ পদবী মুন মান চৰাগা- অঘনৰ সু পালিষ্ঠা  
মন ইত্বা প্রাণী কি মুখে অস্তি আৰু আদৃ  
এবচে রানাম, কেৱল সিল আমি আমুকুমুকু  
আ কেৱল এ পৰাত্ত পৰ আদৰ কি পচাশ ইত্বা  
হো আৰু আস্তি হৈ পুলাম। আমি  
পুনৰু কোটি প্রিয়ে কিম্বা ভাগ সীৰু কোত্ত  
ক্ষেত্ৰত্বে কোটি রাহুলাগা একী আনাও পুৰুষ।

পৰে গুৱা গুৱা কেৱল আমাত জাগা-  
তেই আমি কিছি কৈ মাৰ পা আগৈৰ যুগী  
নয়ান। মাঝ কুলে স্বামী কুলচৰ্মা  
মুনৰাফ দেওয়া কৈ আমাৰ অনুকূল কোত-  
কোত্ত রাখা-। গুৱা সীক জালে  
মালেৰী পাদ রেখে কেৱল অস ক্ষে ধো সারেৰো  
পুৰুষ দেখে সপ্ত নিল। কিঞ্জিকা কুলে কি পৰা;  
আমি দুঃখ, 'জাল।'

বাড়ো পৌদ আমোৰ মন ইল পাদ  
এ পৰা পৌদ ভদৰ! আমাৰ নিৰেু পৰি কিছি  
কৈল চলতে না ইজো! আমোৰ পৰা কুলাম,

নয় মাইল যেতে যেতে আমি কখনো কখনো হাঁটা ছাড়া আর  
সবকিছু ভুলে গেলাম, কিন্তু যখনই সব মনে পড়ত তখনই মনে হতো  
আমার বুক ফেটে যাবে। আমি কোন মুখে আমাদের এ-খবর জানাব,  
এ-খবরের পর তাদের কি অবস্থা হবে তেবে আমি অস্ত্রি হয়ে  
পড়লাম। আমি জেনেছি আস্তে আস্তে, তারা সেটা জানবে হঠাতে করে  
একবারে। কি সাংঘাতিক একটা আঘাত পাবে।

যতই বাবলা গ্রাম কাছে আসতে লাগল ততই আমার পা আটকে  
আসতে লাগল। পথে ছিন্নমূল অসহায় হিন্দু পরিবারগুলোকে দেখেও  
আমার অনুভূতির কোনো তারতম্য হলো না। বাবলা খালের সাঁকেটা  
পার হতেই খাঁ সাহেবের একজন ছেলে সঙ্গ নিলো। জিজ্ঞাসা করল,  
'কী খবর?' আমি বললাম, 'ভাঙ্গে'।

বাড়িতে পৌছে আমার মনে হলো যদি এ-খবর আগেই পৌছে  
যেত তাহলে আমার বিছুবলতে হতো না! কিন্তু এখনো কোনো খবর  
পৌছেনি। খবর দেওয়ার জন্যে আমি ঘরে চুকলাম।

প্রথম কেবি সাথ আমু নামাযন। অ কেবি  
বিষ্ণুব চতুর, কি কৃষ্ণচতু?

সকর্ম “দাগাম দাগ! আগ লিঙ্গ মুর্মণি?”  
শেষ মুখ দ্যামার হাতে গল, “হা- কি-

আমি এই নিঃশ্঵াস পড় চলে দিলাম।  
আশঙ্কা নিশ্চে নিশ্চে, আমি নি-  
আমু কিছু কুল আশু পড়ে আকৃত চৌলন।  
অস্মি আমু স্মৃতিয়ে চলে স্মৃতকে কে পড়  
মুখ আচন গুরুলক, “আমি নিঃশ্বাস হাত  
রমার দেখোছি।”

সম্মাদেশ আসে কল কল কিম্বক  
কিম্বক কলক কুস কলক কুস।

প্রথম চাতুর মত আমাদেশ পঠিগতে কলক  
কিম্বন দোষ প্রাপ্তিলাদ কুস কিম্বন।

প্রথমে শেফু পরে আম্মা নামলেন। শেফু জিজ্ঞেস করল, ‘কী খবর?’

‘খারাপ খবর। তোরা কিছু শুনিস নি?’ শেফুর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল, ‘না! কী?’

আমি এক নিশ্চাসে সব বলে দিলাম। আবৰা মিটিংয়ে গিয়ে আর ফিরে আসেন নি, কেউ কেউ বলছে গুলি করে দেওয়া হয়েছে। আম্মা কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর সিঁড়িতেই বসে পড়ে মুখে আঁচল গুঁজলেন, কাঁদতে কাঁদতে বলে উঠলেন, ‘আমি নিজের হাতে মেরে ফেলেছি। আমি নিজের হাতে মেরে ফেলেছি।’

প্রথমবারের মতো আমাদের পরিসরের সবার কানার শব্দ হাহাকার করে উঠল। \*

\* স্বাধীনতা যুদ্ধের পর বলেশ্বরী নদীর তীর থেকে ফয়জুর রহমানের দেহাবশেষ উদ্ধার করে জানাজা পড়িয়ে পিরোজপুরের কবরস্থানে সমাহিত করা হয়।